182. Nd. 445. 2.

কবিতাসংগ্রহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে প্রভাকর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র কর দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

পারমার্থিক এবং নৈতিক।

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন	১
প্রার্থনা	৫
প্রার্থনা	৭
তত্ত্ব	৮
সম্বন্ধ নির্ণয়	৩৪
বিভুর পূজা	৩৮
বিশ্বকৌতুক	৪১
ভক্তাধীন	৪৩
আমি	৪৩
তত্ত্ব	৪৪
জীবের প্রতি	৪৫
কে আমি ?	[illegible]
কে তুমি ?	৫১
অলৌকিক বর্ষা	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনের মানুষ	৫৫
ভবসিন্ধু	৫৮
সঙ্গীত	৬২
মনভ্রমরের প্রতি করুণা কুমুদ	৬৩
সংসার সাজঘর	৬৫
সংসার কানন	৬৬
সংসার সমুদ্র	৬৯
সংসার জাঁতা	৭০
দেহ ঘর	৭১
সাধু	৭৩
গ্রন্থপাঠ	৭৩
জ্ঞানী	৭৪
রূপ ও গুণ	৭৪
শাস্ত্রপাঠ	৭৪
পাপ	৭৫
গুণী	৭৫
গুরু	৭৬
সৎসঙ্গ	৭৬
আত্মপর	৭৭
সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব	৭৭

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিধবাবিবাহ	৭৯
বিধবাবিবাহ আইন	৮১
কৌলীন্য	৮৫
স্নানযাত্রা	৮৬
এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যামাছ	৯২
আনারস	৯৭
হেমন্তে বিবিধ খাদ্য	১০২
পৌষপার্ব্বণ	১৬৮
বর্ষবিদায়	১৭৪
ঠোঁটকাটা	১৭৯
কাণ্‌কাটা	১৮২
মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	১৮৪
তোষামুদে	১৮৫
ইংরাজ সম্পাদক	১৮৮
বাজী	১৯১
ডুয়েল যুদ্ধ	১৯২
হিন্দুকলেজ	১৯৪
ব্যোমযান	১৯৪
ঝড়	১৯৮
ছুটি	২০৪

তৃতীয় খণ্ড।

যুদ্ধ।

বিষয়				পৃষ্ঠা
সিপাহী যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা		...	...	২০৮
নানা সাহেব	...	...	...	২১১
কাণপুরের যুদ্ধে জয়	...	...	...	২১২
দিল্লীর যুদ্ধ	...	...	...	২২১
আলাহাবাদের যুদ্ধ	...	...	...	২২৩
আগরার যুদ্ধ	...	...	...	২২৪
যুদ্ধ শান্তি	...	...	...	২২৫

চতুর্থ খণ্ড।

রাজনৈতিক।

ব্রিটিস-শাসন	...	...	...	২২৮

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত	...	...	...	২৩৯
মধ্যাহ্ন	...	...	...	২৪০
সন্ধ্যা	...	...	...	২৪১
রজনী	...	...	...	২৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতু	২৪৪
সৃষ্টি	২৪৫
দয়া	২৪৬
মৃত্যু	২৪৯
সরস্বতী-চরণে	২৫১
কবিতা	২৫২
কুরীতি সংস্কার	২৫৪
ভ্রমণ	২৫৬
বিজ্ঞানকৌশল	২৮৩
তারের খবর	২৮৫
রেলের গাড়ী	২৮৬
ঘড়ী	২৮৯
বন্ধুত্ব	২৯০
ভারতভূমির দুর্দ্দশা	২৯৪
কবিতা ও কবি	২৯৮
গান	৩০৫
যৌবন	৩০৭
সতীত্ব	৩০৯
রজনীতে ভাগীরথী	৩১১
সেতার	৩১১
ঝড়	৩১৩
ঝড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা	৩১৪

বিষয়				পৃষ্ঠা
স্কুল	...	...	...	৩১৫
ভাগ্য	...	...	...	৩১৬
মানুষ সে নয়	...	...	...	৩১৮
কৃপণ	...	...	...	৩২২
ভারতের অবস্থা	...	...	...	৩১১
প্রণয়	...	...	...	৩৩৪
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন		...	...	৩৩৫
শাস্ত্র ও শিক্ষাবিভ্রাট		...	...	৩৩৮
ভারতের ভাগ্যবিপ্লব		...	...	৩৪০

ষষ্ঠ খণ্ড।

হাফআকড়াই।

৫টী গীত।

---

182. Nd. 445. 2.

কবিতাসংগ্রহ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১০১ নং মসজিদবাটী ষ্ট্রীটে প্রভাকর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র কর দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

—o—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশ কালে, স্বীকার করা গিয়াছিল যে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু বিবিধ প্রকার কার্য্যের বাহুল্য, এবং শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমি নিজে দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলন করিতে পারি নাই। সুতরাং দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলনের ভার, এ কার্য্যে আমার সহায় বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপরে পড়িয়াছিল। গোপাল বাবু যে পারিপাট্যের সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠক বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। তাঁহার কৃত এই সংগ্রহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে—আমার দ্বারা ইহার অপেক্ষা বেশী কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পাঠক দেখিবেন যে প্রথম ভাগে যে সকল কবিতা সংগৃহীত করা গিয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগের কবিতা গুলি সে সকল অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে ইতি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

২৯ পৌষ, ১২৯৩।

বিজ্ঞাপন।

—০—

কি কারণে কবিতাসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ, বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইল না, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। তিনি সম্পাদন করিবার সময় পাইলেন না জানিয়া, আমি এই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ-কামনা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রাহকগণের আগ্রহ এবং উত্তেজনায় অগত্যাই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হই। বঙ্কিম বাবু যে প্রণালীতে প্রথম ভাগ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি সেই আদর্শ প্রাপ্তেই এই দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ করিতে এবং বঙ্কিম বাবু সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া যান, এই দুই ভাগে তৎসমস্তই প্রকাশ হইল না, আরও বহুল উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। সাধারণে উৎসাহ দান করিলে, তৎসমস্ত ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা; আহিরীটোলা।
৪০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।
১লা মাঘ, ১২৯৩ সাল।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

পারমার্থিক এবং নৈতিক।

বিষয়				পৃষ্ঠা
স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন		...	...	১
প্রার্থনা	...	...	...	৫
প্রার্থনা	...	...	...	৭
তত্ত্ব	...	...	...	৮
সম্বন্ধ নির্ণয়	...	...	...	৩৪
বিভুর পূজা	...	...	...	৩৮
বিশ্বকৌতুক	...	...	...	৪১
ভক্তাধীন	...	...	...	৪৩
আমি	...	...	...	৪৩
তত্ত্ব	...	...	...	৪৪
জীবের প্রতি	...	...	...	৪৫
কে আমি ?	...	...	...	[illegible]
কে তুমি ?	...	..	...	৫১
অলৌকিক বর্ষা	...	...	...	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনের মানুষ	৫৫
ভবসিন্ধু	৫৮
সঙ্গীত	৬২
মনভ্রমরের প্রতি করুণা কুমুদ	৬৩
সংসার সাজঘর	৬৫
সংসার কানন	৬৬
সংসার সমুদ্র	৬৯
সংসার জাঁতা	৭০
দেহ ঘর	৭১
সাধু	৭৩
গ্রন্থপাঠ	৭৩
জ্ঞানী	৭৪
রূপ ও গুণ	৭৪
শাস্ত্রপাঠ	৭৪
পাপ	৭৫
গুণী	৭৫
গুরু	৭৬
সৎসঙ্গ	৭৬
আত্মপর	৭৭
সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব	৭৭

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিধবাবিবাহ	৭৯
বিধবাবিবাহ আইন	৮১
কৌলীন্য	৮৫
স্নানযাত্রা	৮৬
এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যামাছ	৯২
আনারস	৯৭
হেমন্তে বিবিধ খাদ্য	১০২
পৌষপার্ব্বণ	১৬৮
বর্ষবিদায়	১৭৪
ঠোঁটকাটা	১৭৯
কাণ্‌কাটা	১৮২
মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	১৮৪
তোষামুদে	১৮৫
ইংরাজ সম্পাদক	১৮৮
বাজী	১৯১
ডুয়েল যুদ্ধ	১৯২
হিন্দুকলেজ	১৯৪
ব্যোমযান	১৯৪
ঝড়	১৯৮
ছুটি	২০৪

তৃতীয় খণ্ড।

যুদ্ধ।

বিষয়				পৃষ্ঠা
সিপাহী যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা		...	...	২০৮
নানা সাহেব	...	...	...	২১১
কাণপুরের যুদ্ধে জয়	...	...	...	২১২
দিল্লীর যুদ্ধ	...	...	...	২২১
আলাহাবাদের যুদ্ধ	...	...	...	২২৩
আগরার যুদ্ধ	...	...	...	২২৪
যুদ্ধ শান্তি	...	...	...	২২৫

চতুর্থ খণ্ড।

রাজনৈতিক।

ব্রিটিস-শাসন	...	...	...	২২৮

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত	...	...	...	২৩৯
মধ্যাহ্ন	...	...	...	২৪০
সন্ধ্যা	...	...	...	২৪১
রজনী	...	...	...	২৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতু	২৪৪
সৃষ্টি	২৪৫
দয়া	২৪৬
মৃত্যু	২৪৯
সরস্বতী-চরণে	২৫১
কবিতা	২৫২
কুরীতি সংস্কার	২৫৪
ভ্রমণ	২৫৬
বিজ্ঞানকৌশল	২৮৩
তারের খবর	২৮৫
রেলের গাড়ী	২৮৬
ঘড়ী	২৮৯
বন্ধুত্ব	২৯০
ভারতভূমির দুর্দ্দশা	২৯৪
কবিতা ও কবি	২৯৮
গান	৩০৫
যৌবন	৩০৭
সতীত্ব	৩০৯
রজনীতে ভাগীরথী	৩১১
সেতার	৩১১
ঝড়	৩১৩
ঝড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা	৩১৪

বিষয়				পৃষ্ঠা
স্কুল	...	...	...	৩১৫
ভাগ্য	...	...	...	৩১৬
মানুষ সে নয়	...	...	...	৩১৮
কৃপণ	...	...	...	৩২২
ভারতের অবস্থা	...	...	...	৩১১
প্রণয়	...	...	...	৩৩৪
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন		...	...	৩৩৫
শাস্ত্র ও শিক্ষাবিভ্রাট		...	...	৩৩৮
ভারতের ভাগ্যবিপ্লব		...	...	৩৪০

ষষ্ঠ খণ্ড।

হাফআকড়াই।

৫টী গীত।

কবিতাসংগ্রহ।

সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

পারমার্থিক এবং নৈতিক।

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন।

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়!
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয়।

মোহজালে জড়িভূত, ক্ষণে ক্ষণে অবিভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়।
একি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানারূপ, হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ, শব্দ তার বয়।
স্বভাবের ভাব ভরে, মোহনীয় মিষ্ট স্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গমচয়।
কিবা শোভা হায় হায়, নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয়।
নাশাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিতলে,
রসনা কাহার বলে, আস্বাদন লয়।
বদনে বচন বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি,
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি, হতেছে বিস্ময়!
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জ্বোলে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয়।
কে করিল এই তঞ্চ, কে করিল এই পঞ্চ,
কে দিয়েছে বুদ্ধি মন, কে দিয়েছে ছয়?
কে দিলে আমায় জনু, কে দিলে আমায় তনু,
করিলেন এই মনু, কোন্ মহাশয়?

এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, দ্বার আছে নয়।
এইকাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয়।
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয়?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়।
শুন ওহে দিবাকর! তিমির বিনাশ কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর প্রিয়তম, মানস গগণে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়।
নদীনদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়।
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করিহে সবার প্রতি, বিহিত বিনয়।
আমিতো স্বয়ম্ভূ নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই কর্ত্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা যেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময়।
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার,

প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয় ?
আকার প্রকার তার, হয় বল কি প্রকার ?
কি রূপে পাইব তার, পরম প্রণয় ?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে, হতেছে সংশয়।
অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময় !
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়।
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দীনদয়াময় !
তোমার সৃজিত হই, তোমা বই কারে কই ?
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্বরূপ জ্ঞান,
স্থির ভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়।
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
প্রণব প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয় ॥

প্রার্থনা।

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায়॥
যে পথে চলাও তুমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই।
চলাও, বলাও তুমি, চলি, বলি তাই॥
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলী।
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলি॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি, তুমি, বলাবলি, কে আর করিবে?
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চোলে॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি?
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি॥
আছে সব হোলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে॥
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?

ছিল গুপ্ত, হোলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল॥
ততদিন আছি আমি, যত দিন থাকি।
আমায় জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাই তবে॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে?
দিয়েছ, হয়েছে তায়, সুখের সংযোগ।
সুখেতে করেছি কত, সুভোগ সম্ভোগ॥
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে?
ভোগে যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখনো না রয়॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট॥
চলিবার বলিবার, শেষ হোলো সব।
বোলে কোয়ে একেবারে, হলেম নীরব॥

প্রার্থনা।

ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই? এমন মানুষ কই?
আমিতো মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ্ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর।

বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকরকর করে, প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব॥
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাকরকর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলেছে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥

তত্ত্ব।

মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?
বল বল, নাথ! মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে, সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরম্প্রায়॥
এই সব, এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে, বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচ পাঁচ পায়॥

অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?
কে মরে, কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো হোলো, এই বলে মোলো মোলো,
কেবা হোলো, কেবা মোলো, সুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়।
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়॥
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায়।
ডাক্ ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
কার্ সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায়?
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হোয়ে তুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়।
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল,
মোলে পর জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়।
আছে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা,
গগণে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।

ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায় ॥
পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল, নরক-বাসায় ॥
জন্ম এই হোলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে শুনায় ?
কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায় ?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায় ?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছু মাত্র প্রয়োজন, নাহি জিজ্ঞাসায় ॥
জন্ম আর স্থিতি, নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়।
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হোয়ে ভূত, শরীর গড়ায় ॥
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভুতের খেলায়।
যদি বলি দেহ "জড়", "চার্ব্বাকেতে মারে চড়",
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানেনাকো, পরকাল মানেনাকো,
তব তত্ত্ব জানেনাকো, আসিয়া ধরায়।

ভব তত্ত্বী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায় ॥
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়।
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায় ॥
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায় ॥
দেহ ঘটে আত্মা রন্, কিন্তু তিনি দেহ নন্,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায় ॥
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে, মোলেই ফুরায় ?
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ, সম্ভোগ বাড়ায় ॥
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধূলা মাখে গায়।
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে ?
কুপথ্যে রোগের নাশ, হয়েছে কোথায় ?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তম নাশ ?
অন্ধকার অন্ধকার, কেমনে ঘুচায় ?
কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই "গেরো" কেবল জড়ায় ॥

মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলোনা ক্রম,
ঘোচেনা মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায়।
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ কই?
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়?
ছিল শিব, হোলো জীব, আছি জীব, হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হোলে জীব, পাশমুক্ত হোলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়?
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছু মাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥
কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায়॥

নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য পাপে সুখ দুখ, ভোগায় ভোগায়।
তব তত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত, দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি, আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানেনা তাহা, হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে, মানব-সভায়॥
রিপুপিশাচের মতে, পাপাচার নানা মতে,
তোমার পবিত্র পথে, ভ্রমে-নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে, তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকেনা আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার, তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে দয়াময়! এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি, কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তার, সাধ্যকার বুঝিবার?
তবেই বুঝিতে পারি, বুঝালে আমায়॥
এ বোঝাতো সোজা নয়, বক্তা হোয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে, কে বুঝিবে, তব অভিপ্রায়?

বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুজি,
এই বুঝি, সোজাসুজি, স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু, আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোনো, পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও, কি কাজ দেখায়?
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর, কদিন ভাঁড়ায়?
পূর্ণিমার নিশি হোলে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা, প্রভাতে কি পায়?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে, বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা, বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল, দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা, এখন কোরোনা হেলা,
যায় যায় যায় বেলা, খেলা হোলো সায়।
পার যেন হই অন্তে, আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতঙ্গলে গল্পে, নাহি পড়ি সায়।
পূজা, হোম, জপ, মন্ত্র, নাহি জানি বেদ, তন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁতি, প্রকৃতি পড়ায়॥

কখনো পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি, স্মৃতি কেবা চায়?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়,, মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায়॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন, তব মহিমায়।
ধরা, জল, বহ্নি, বাত, দিবা, নিশি, সন্ধ্যা, প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয়, তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি, কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয়, নিত্য নয়,
সমুচয় ভূতময়, ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত, কর হে আমায়।

তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর, তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোনো কথা নাহি কয়,
সে কি আর ভবঘোরে, ঘুরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনোখানে নাহি যায়,
বোসে থাকে, তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হোয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা, শান্তিসুধা খায়॥
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে, কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ, যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চায়।
সুচি নাই, শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হোয়ে বোসো গিয়ে, মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ-কর, ধীরাজের ধর্ম্ম ধর,
যত সব দুষ্ট চোর, ভয়েতে পলায়॥

অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেদ, আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরী হোয়ে, বোসে প্রহরায়॥

তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল সংসার॥

তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥

জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥

বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুঃখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্য-সুখ॥

যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।

কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময় ॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত, লক্ষ, কোটীশ্বর, সম্রাট, ভূপতিবর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায় ॥
কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী ॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে,
একেবারে মানেনা তোমায়।
যে বলে 'ঈশ্বরো নাস্তি', কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বলনাতো তায় ॥
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটি বুঝাইব কারে?
এই দেহ অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে কহিতে পারে?
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ ॥

এমন নিদয় নর, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই ?
নাই নাই নাই "তুমি" নাই ॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে ॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখ ফুটে কিছু কবনাকো।
'ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর ! যদি তুমি থাকো ॥'
আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো ?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দেও একেবারে,
আছ, আছ, আছ তুমি আছো ॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপ ভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার ॥
'কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।'

কথা তো শুনিব না, 'যুক্তি' বোলে শুনিবনা,
এখনি করিব উপহাস ॥
'স্বভাবে' যদ্যপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিইতো হও।
স্বভাবে স্বভাব লোয়ে, ধাতা, পাতা, ত্রাতা হোয়ে,
'কারণরূপেতে সদা' রও ॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক, নাস্তিক কোক্,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয় ॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম! হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমানভরা!
বিদ্যার যে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার!

পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ, দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে তোমা নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত।
এইরূপ দ্বেষাদ্বেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হোয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবেনাকো, ভিতরেতে ডোবেনাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তোতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে!
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।

অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায় ?
শিখে "বিদ্যা অর্থকরী" গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥
জানে উপার্জ্জন ধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজ মানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥
সভ্য-অভিমানী যারা, মরি কিবে সভ্য তারা,
সভ্যতার কি রূপ ব্যাভার ?
কার্য্য কোরে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয় ॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনাসেই এই কন,
উঁহু উহু বাপ্ বাপ্ বাপ্।
'আড়ালে' যা কর ভাই, তাহে কোনো পাপ নাই,
প্রকাশ হোলেই বড় পাপ্ ॥

কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥
দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরিভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ?
যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কস॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥
ব্যবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।

ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারির,
কিছুতেই সুখ নাহি হয় ॥
পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজরীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥
লোচন যাঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইথে যত হোতে পারে, সে কথা কহিব কারে?
মন্ত্রির চরণে নমস্কার ॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার?
"মান" আর "অপমান", দ্বারী দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার ॥

এই কথা কহে "মান,, থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর ॥
মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয় ॥
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ,,খুঁজে নাহি পাই ॥
যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই,,
'তুমি' বোলে, 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি ॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?
"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি"
মহারাজ "বাবু" মহাশয় ॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব, ভেবে মরি দুখে।

তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়"
বাধো বাধো যেন হয় মুখে ॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা ॥
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সহ।
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হোতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয় ?
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥

স্বভাবে বিকারে মরে, হরি বলে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সতেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ।
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হোয়ে রত,
সাধ কোরে গিয়েছেন বনে॥
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান, পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হোয়ে, কেবল সাধনা লোয়ে,
নিত্য-সুখে রয়েছেন তথা॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হোলোনা ভোগ,
মিছে কেন নয় দেহ ধরি?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখী হোয়ে চরি॥
ওহে পশু পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহেনা প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কররে আমার উপকার॥
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু, সাধু সাধু,

যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোনো জ্বালা ॥
কুল, মান, জাতি, ধর্ম্ম, নাহি জান কোনো কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে ॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু, চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব ॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন ।
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিকো রাজনীতি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান বায় আয় ন্যায় ॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া নাহি পর জামা জোড়া,
নাহি পর বস্ত্র, অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "যে আজ্ঞার" ভার ॥

কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস, মাজুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজাসাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর॥"
কেহ নও হাড়ি, মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন্।
ধূলা, কাদা, কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি দান, প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি, নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখনাকো চেয়ে॥
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্বেষ,
পরধন করনা হরণ।
ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন?
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয়-হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুসি, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।

নাহি লও কোনো দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ, মোলে কাচা নাহি পর ॥
রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু বোলে কারে নাহি ডাকো ॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহ রহ,
বিরল বিপিনে কর বাস ॥
লোকালয়ে এসোনাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত ॥
কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও ॥
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও ॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানেনা অজ্ঞান নর যত।
হোয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী,

দম্ভ যার নাহি রয়, মহাপ্রাণী তারে কয়,
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে;
মত্ত হোয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণী কহে?
তোমাদের ভগবান, করেছেন 'যাহা' দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখনা শিখনা কভু,
মানবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের "আজ্ঞা" যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কখনই করনা লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোনো দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর দেহ, নেরে, নেরে, তোর দেহ দেরে দেরে,

বিনয় বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোসনে রে থাপা ॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমিতো মানুষ নিজে নই ॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ ?
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার ?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে ?
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে ॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তায় অভাব মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য, আর,
আয়ুর্ব্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা।
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, জলে তরি চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দূর নহে, ছমাসের পথ।
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর?
এত গুণে গুণী নর, হোয়ে এত কার্য্যকর,

দ্বেষ, দম্ভ, কার্য্য-দোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন ॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন যাপন ॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যহার ॥

সম্বন্ধ নির্ণয়।

অমঙ্গলে ভরা ধরা, কারো সুখ নাই!
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই ॥
শোক তাপ, বিলাপের, বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া রোদন ॥
তাদের সে রবে তুমি, নাহি দেও কাণ!

তোমারে ডাকিছে তবু, জ্বোলে পুড়ে মরে।
অভিমানে দুখে তাই, নাই নাই করে॥
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ।
আস্তিকে নাস্তিক হয়, এই বড় খেদ॥
করনা কুশল দান, বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক কোরে, তুলেছ সবারে॥
নাস্তিকেরা মেরে ফ্যালে, বোলে নাই নাই।
আছ, আছ, আছ, বোলে, আমরা বাঁচাই॥
'নাই' হোলে মর তুমি, 'আছ' হোলে বাঁচো।
বার বার বলি তাই, আছো আছো আছো॥
কিছুইতো হইতনা, তুমি নাহি হোলে।
আমরা সবাই আছি, তুমি আছো বোলে॥
মনেতে না দেখা পাই, নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাঁচের অতীত ধনে, দেখি আঁচে আঁচে॥
পাঁচ ছাড়া, আঁচ ছাড়া, এমন্ যে ধন।
সহজে কি হয় তার, তত্ত্ব নিরূপণ?
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে, স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই, বুঝি 'নাই'॥
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি, তখনি অমনি॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব, না হয় গোচর।

সে সময়ে 'কেটা' যেন, ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো প্রকাশিয়া॥
বলে ওরে, দেখ্ দেখ্, কেন হোস্ জড় ?
ঠাস্ কোরে, মনের, গালেতে মারে চড়॥
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথা চোলে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায়॥
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল, গেল কি প্রকারে ?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর, থাকেনাকো ছ-টা॥
সসাগরা সপ্তদ্বীপ, তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে, করিছ বিহার।
পরম পীযূষ তথা, করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে, ধরিতেছ গান॥
ছয়দ্বীপে ছয় থাকে, সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে, তুমি থাকো একা॥
সেখানেতে নাহি হয়, ছয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই, না হয় মিলন॥
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাকা, কল।
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়।

শেখালে না, শিখি নাই, কে শেখাবে আর ?
মিছিমিছি তাক্ ছাড়া, হোলো, যা হবার ॥
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি' 'আমি', সেখানেও তাই ॥
পিতা বলি, মাতা বলি, বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই ॥
ভাবের অন্যথা যেন, কিছুতে না হয়।
যে ভাবে সে ভাবে, তুমি আছই সদয় ॥
তুমি আমি, উভয়েতে, যে সম্পাদ্ হয়।
সে সম্পাদ্ কখনই, ঘুচিবার নয় ॥
কাণ পেতে শুন শুন, দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই ॥
নাস্তিকেরা, "নাস্তি" বোলে, করিছে নিধন।
"অস্তি" বোলে, আমি করি, তোমায় স্থাপন ॥
তোমার "অস্তিত্ববাদ" করেছি যখন।
পাকাপাকি এক থানা, করিব তখন ॥
জন্ম দিয়ে "বাপ" তুমি, হয়েছ আমার ॥
জন্ম দিয়া আমি তবে, কে হব তোমার ?
যদ্যপি আদর কর, মনেতে বিচারি।
এ সম্পাদে তোমার তো, বাবা হোতে পারি ॥
বারবার "বাবা" বোলে, ডেকেছি তোমায়।

ছেলের এ আবদারে, আদর তো চাই।
বাপ্ বোলে ডাকিলেতো, লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ্, লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে, তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোনোমতে, ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি কোরে কও।
"ওরে বাবা আত্মারাম" হাবা কেন হও?
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও॥

বিভুর পূজা।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
সকলি অসার আর, সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন, সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব, কে বলিতে পারে?
বর্ণহারে বর্ণিবারে, সদা বর্ণহারে।
দেখে তব অসম্ভব, এ ভব বিভব।
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে, সকলি সম্ভব॥
শিব রূপ, সর্ব্বজীব, সর্ব্বমূলাধার।

কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী, ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন করে, না করে যতন।
কাচের কারণে করে, শরীর পতন॥
ঘোর দ্বন্দ্ব, ভ্রমে অন্ধ, অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি কিন্তু, তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়া॥
করুক ধরুক শিলা, যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয়, কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল, গন্ধ পুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ তুমি, 'কত রূপ' বলে।
তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে?
যোগ যাগ ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে পূর্ণ করে, আপন উদর॥
খায় থাক যত পারে, অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন, তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ, দীন দয়াময়।

কি ভাবে ভাবিব ভাব, না পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর, কৃপা কর, নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে কিছু দেখি, সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা, কি আছে আমার?
তুমি প্রভু আমি দাস, তোমারি হোয়েছি।
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ, রেখেছ, রোয়েছি॥
আমারে কোরেছ দান, এই দেহভূমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে 'আমি', আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আমি কই?
আমি আমি নই, ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা, তব সত্তা হই॥
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি, সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজ প্রভা, করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, হইবে মরণ॥
আকাশ রয়েছে এই, ঘটের আগারে।
এই ঘট হোলে নাশ, মৃত্যু বলে তারে॥
শূন্য হতে পুণ্য পাপ, গণ্য করি লয়।
অথচ জানেনা কেহ, মরিলে কি হয়॥
যে হয় সে হয় মোলে, বিফল বিচার।

দাতার প্রধান তুমি, দয়ার নিধান।
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান ॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ, করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন ॥
উপকারী দত্তহারী, দেহ কত শিব;
এ ভব-বন্ধন-দায়, মুক্ত হয় জীব ॥
যতকাল এই দেহে, থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই, থাকে যেন মন ॥
করিতে তোমার পূজা, কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি, কোন দ্রব্য নাই ॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর, ভাববিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই, পূজার সম্বল ॥
শরীর নৈবেদ্য মম, উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই, লহ লহ লহ ॥
ছয়রিপু দান শেষ, অতি বলবান।
তোমার নিকটে বিভু, দিব বলিদান ॥

বিশ্বকৌতুক।

হায়রে ভবের কার্য্য, বলিহারি যাই।
কুহকির কুহকেতে, মোহিত সবাই ॥
দেখিয়া কৌতক কাণ্ড, নাহি মিটে ধন্ধ।

যখন যে দিকে আমি, নয়ন ফিরাই।
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে, নাহি মেলে থাই॥
কোথায় কৌতুক করে, কৌতুকী গোঁসাই।
নাচে সব ভূতচেলা, কোথা সেই চাঁই?
কোথা গেলে দেখা পাব, কোন্ পথে ধাই?
একবার যারে মন, ভিক্ষা এই চাই॥
মন বলে সে যে বড়, ভয়ানক ঠাঁই।
কেমনে দুর্গম পথে, একা আমি যাই?
প্রাণাধিক প্রাণ মম, সহোদর ভাই।
পারি যেতে যদি তারে, সঙ্গে আমি পাই॥
ক্ষুধাহরা সুধা আছে, পেটভোরে খাই।
দুজনে সুজন হোয়ে, বিভুগুণ গাই॥
প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই।
শুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই॥
দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই।
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই॥
আমি গেলে যাব একা, দেখা দেখি নাই।
আর কিরে পাবি খেতে, জননীর মাই?
আমি বটে যেতে পারি, কিন্তু যদি যাই।
পুনর্ব্বার আসিবার, আজ্ঞা আর নাই॥

ভক্তাধীন।

যে হও, সে হও, তুমি, যে হও, সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারি হোয়ে ভবভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥

আমি।

সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাত্র সার॥
স্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে, মহিমা তোমার?
চিন্ময় চৈতন্যরূপ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
[illegible] তিমিরময়, অখিল সংসার।

যদি না প্রকাশ পায়, প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হোতে পারে, শোভার ভাণ্ডার ?
আমি যে হে, 'আমি' বলি, সে 'আমি' টি কার ?
আমির 'আমিত্ব' তুমি, সে নহে আমার॥
তুমিই বলাও (আমি) বলি, বারবার।
তুমি না বলালে (আমি) বলে সাধ্য কার ?
এ আমি যাহার (আমি) পুন হোলে তার।
বলিতে বলিতে (আমি) (আমি) নাই আর॥
(আমি) যদি (আমি) নই, কে হইবে কার ?
অতএব এ সংসার, সব ফক্কিকার॥
সকলি অসার আর, সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাত্র সার॥

তত্ত্ব।

এই এই, সেই সেই, সেই সেই, এই এই,
এ প্রকার বারবার কত আর করিব ?
যে আশায় হোলো আসা, পূরিল না সেই আশা,
কত আর ছেড়ে বাসা, আশাক্ষেত্রে চরিব ?
দেখিয়া কালের ধারা, হই সারা নাই চারা,
ফেলে কত অশ্রুধারা, ধরা আর ভরিব ?
আমার যে প্রিয়বর, সে ছাড়িছে কলেবর,

এই আছে, এই গত, এই হোলো, এই হত,
এই এই কোরে কত, শোক-জরে জরিব ?
এই আমি, তুমি এই, আমি সেই, তুমি সেই,
এই এই, নেই নেই, একে একে মরিব ॥
লোতেছি ফুলের বাস, কোথা বাস, কোথা বাস,
যাবে বাস, ছেড়ে বাস, বহির্বাস পরিব।
এখনো বিষয়ে ক্রোধ, কিছু নাহি হয় বোধ,
হইলে নিশ্বাস রোধ, এখনি তো মরিব ॥
কাটো মহামোহ-জাল, ভাব কাল, মহাকাল,
কোরে আর কাল কাল, কত কাল হরিব ?
পরমেশ কর্ণধার, কর তাঁর পদ সার,
ভীম ভব-পারাবার, অনায়াসে তরিব ॥

জীবের প্রতি।

কে তুমি, কে তুমি, জীব ! কে তুমি, তা কও ?
যে তুমি, যাহার তুমি, তার " তুমি " হও ॥
দেহে কর, আমি বোধ, " দেহ " তুমি নও।
অংশরূপে, হংসরূপে, দেহে তুমি রও ॥
কে তোমার, বহে ভার, কার ভার বও ?
আমার আমার করি, কার ভার লও ?
কিরূপে সৃজিত হয়, এই কলেবর ॥

করিছ যে দেহ পেয়ে, এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ, মনে কর কার?
মনে কর, কোথা তুমি, করিতেছ বাস?
মনে কর, কিরূপে এ, দেহ হবে নাশ?
মনে কর, কে তোমার, তুমিই বা কেবা?
আমার বলিয়া তুমি, কর কার সেবা?
দেহেতে অভেদ ভাব. একি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না, আপন স্বরূপ?
কেবল ভ্রমেতে কর, আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ, হোলোনা তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে, কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন, সখা "অবিজ্ঞাত"॥
কেবল দেখিছ স্থূল, দৃষ্টি নাই মূলে।
পেলে নাম "পুরঞ্জন", নিরঞ্জন ভুলে॥
মুকুরে নিরখি মুখ, সুখ কত রূপ।
মনে মনে অভিমান, হোয়েছি স্বরূপ।
গলদেশে সূত্র দিয়া, সূত্রে তায় তারি।
"ব্রাহ্মণ" হোয়েছি বোলে, কর কত জারি॥
বেদপাঠে পূজা পাও, পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর, কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে পোড়ে, না পাও পাথার।

তিন খাই "দড়ি" বেঁধে, আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি, কুহকের বলে॥
একেতো মায়ার সূত্রে, পড়িয়াছি বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে, লাগিয়াছে ধাঁধা।
কোথায় সূত্রের গোড়া, নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে, কত খেই, খেই॥
করিয়াছ আরোহণ, অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি, প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব, মদে মত্ত, কিসে পাবে পদ?
হারাইলে পূর্ব্বকার, সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সারমাত্র, কিছুইতো নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও, জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার, কেন কর ভাই?
নর নও, নারী নও, তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণ সাগরে কেন, গুণিতেছে ঢেউ?
তুমি, আমি, আমি, তুমি, জেনো এই সার।
তুমি আমি, এক হোলে, কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান, কর পরিহার।
আমার এ দেহ বোলে, ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তত্ত্ব, কখনো তো নয়।

জড়ে কেবা জড়ীভূত, করিল তোমারে ?
কেন হও অভিভূত, ভূতের ব্যাপারে ?
ভূতের কুহকে যদি, হোয়েছ হে ভূত।
আর কেন মিছামিছি, কাল কর ভূত ?
সকলি ভূতের হাট, ভূতের ভবন।
ভূতাতীত ভূতনাথ, কররে স্মরণ॥

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুঃখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হোলো হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ কোরো না।
চিরজীবি নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে, থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্, যায় যাক্, ভেবে আর মোরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হোরো না।
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,

ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরো না ॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংশ,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে, আর তুমি চোব্রো না ॥
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভালবাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ ধর ভাস, ভ্রমবাস পোরো না ॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হোলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ, আর যেন সোরো না ॥
অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার, দেহে আর, পাপভার ভোরো না ॥

কে আমি ?

হে নাথ ! আমি আমি, আমি কেন কই হে ?
জেনেছি, জেনেছি সখা, আমি আমি, নই হে ॥

তবে কেন মিছে আমি, আমি হোয়ে রই হে ?
'আমি' 'আমি' এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশালে ভাস, 'আমি' তবে কই হে ?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাঁদিয়াছে ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে ?
হোয়ে গেল যা হবার, উপায় ছিলনা তার,
বারবার কেন আর, করি হই হই হে ?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস, কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন কে আর আছে, বলিব কাহার কাছে ?
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে !
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিনধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে, পাবনাকো থই হে ॥
সকলি তো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ সোঝা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে ?
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হোলো দিন সই হে ॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে।
সমদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,

মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই হে ॥
রাখিব না 'আমি' নাম, ছেড়ে এই 'পঞ্চগ্রাম',
আমার যে নিজধাম, তাই আমি লই হে।
'তুমি বিম্ব' প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার 'তোমাতে' নাথ, লয় আমি হই হে ॥

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমা ছাড়া 'আমি' হোয়ে 'আমি' অভিমান ॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি, ভেদ নাহি রয় ॥
আমায় জানিলে আমি, আর নহি দায়।
অহং-কার বোধ হোলে, অহঙ্কার যায় ॥
বল বল তত্ত্ব কথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ ॥
তুমি আমি এই যদি, হোলো নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া, কারে বলি মন ?
কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ ?
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ?
হায় হায়, কারে আমি, সুধাইব আর ?
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার ॥

কোথা হোতে এ আবার, আসিয়াছে মন?
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি, না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোনোমতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে?
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন টুঁড়ে?
কবে বা, এ মন হবে, মনের মতন?
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
ততদিন পাইবনা, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়?
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয়॥
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার॥

রহিবে না কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, দ্বেষ ॥
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান ॥
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া।
রেখনা আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥

অলৌকিক বর্ষা।

অলৌকিক বরষার, বিষম ব্যাপার।
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার ॥
অজ্ঞান-তিমির ঘোরে, ঘোর অন্ধকার।
নয়নের জ্যোতি আর, না হয় প্রচার ॥
অন্ধকারে পরস্পর, আছে অন্ধ প্রায়।
আপনারে আপনি, দেখিতে নাহি পায় ॥
আপনারে আপনিই, না দেখে নয়নে।
পদার্থ নির্ণয় তবে, হইবে কেমনে?
সততই সমভাবে, মায়ারূপ ঘন।
সৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধারা, করে বরিষণ ॥
ধারার বিশ্রাম নাই, বহে এক ধারে।
সে ধারা কি ধারা, তাহা কে কহিতে পারে?
বিদ্যারূপা ক্ষণপ্রভা, ক্ষণ প্রভা ধরে।
তাহাতে চকিতে মাত্র, অন্ধকার হরে ॥

এখনি উদয় হোয়ে, এখনিই লয়॥
তাহাতে জীবের নাই, কিছু উপকার।
চপলার আলোতে কি, যায় অন্ধকার?
বরষায় শস্য হয়, ক্ষেত্রে ফলে ফল।
জীবের জীবিকারূপে, কৃষির কুশল॥
এ বর্ষায় দেহক্ষেত্র, আর্দ্র নিরন্তর।
কোথা হোতে কর্ম্মবীজ, পড়ে বহুতর॥
বিবিধ বিষয় শস্য, হতেছে সঞ্চার।
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাহা, করে অধিকার॥
বরষার পথ নাহি, পরিষ্কার রয়।
তৃণ আর কাঁটাবনে, আচ্ছাদিত হয়॥
পথের গতিক দেখে, পথিক সকল।
ভয়ে ভয়ে গতি করে, হইয়া চঞ্চল॥
এ বর্ষায় সেইরূপ, দেখ সর্ব্বজনে।
পাষণ্ডের হেতুবাদ, তৃণময় বনে॥
পরমার্থ পথ আছে, এমন গোপন।
পথ বোলে কখনো না, হয় নিরূপণ॥
সে পথের গুণ কেহ, দেখে না চাহিয়া।
কুপথে ভ্রমণ করে, সুপথ ছাড়িয়া!
বরষায় থাকে বল, কদিন দুর্দ্দিন?
এ বর্ষায় সমান দুর্দ্দিন চিরদিন॥

কোন কালে কোন দিন সুদিন না হয় ॥
বরষায় সন্ধ্যাকালে, খদ্যোতের ছটা।
এ বর্ষায় তার চেয়ে, অতি ঘোরঘটা ॥
বিষয়ের সুখরূপ, জোনাকির ঝাঁক্।
ঝক্‌মক্ করিয়া, আঁধারে করে জাঁক্ ॥
মানস চাতক হোয়ে, তৃষ্ণায় চঞ্চল।
মায়ামেঘে ডেকে বলে, দে জল দে জল ॥
নিরবধি নীর পানে, না হয় শীতল।
যত খায় তত হয়, পিপাসা প্রবল ॥
কামনা ভেকের মুখে, শুনিয়া কুরব।
বিবেক কোকিল আছে, হইয়া নীরব ॥
বরষায় মেঘদল, সবল হইয়া।
তারা, তারাপতি, রাখে, গোপন করিয়া ॥
অলৌকিক বরষায়, সেরূপ প্রকার।
প্রবোধ চাঁদের প্রভা, না হয় প্রচার ॥
দয়া শান্তি ক্ষমা আদি, তারাগণ যারা।
তারাপতি বিরহেতে, লুকাইল তারা ॥

মনের মানুষ।

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই !

দ্বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই!
মনের মানুষ কোথা পাই?

মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি সব শব,
মানুষ মানুষ করে সব।

নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার!
একাকারে সবার বিকার।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার!
নর সব দেখি একাকার॥

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক্,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হওনা কমল বনে ভেক্,

তুমি তো চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের(১) দরশন,
সুখে কর পীযূষ ভোজন।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে(২) চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন?
তুমি তো চকোর বট মন॥

বল দেখি কেন এলে ভবে?
এ ভাবেতে কত দিন রবে?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেননা তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে?
বল দেখি কেন এলে ভবে?

কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ,
নিস্ফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ?
কালে আর রহিবেনা কেহ॥

এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি, আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হোয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
এখন মুদিব আমি আঁখি।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

ভবসিন্ধু।

ঘোরতর নাদ করি, ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে, ঘাটে এসে, নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল ও কূল বুঝি, হারাই দুকূল।
নাবিয়া ভবের কূলে, ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম, নাবিলাম ঘাটে।
অকূল পাথার ইথে, সাঁতার কি খাটে ?
বাতাসের হুতাস, না মনে করে কেউ।
কোথা হোতে আচম্বিতে, উঠিতেছে ঢেউ ?
খরতর স্রোত তায়, ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান্ ভাঁটি, বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর, জলচর জলে।
শত শত দুষ্টলোক, ভ্রমিতেছে স্থলে॥

মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলায়!
মিছে দিন হারালেম, খেলায় খেলায়!
সদুপায় গেল সব, হেলায় হেলায়।
কেন না হোলেম পার, বেলায় বেলায়?
নিশা নিশাচরী প্রায়, হোতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
নিরাকারে নীরাকার, সব নীরময়।
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর তার, তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছ চোকের মাথা, নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি, দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার, হারায়েছ কাণ॥
হায় হায়, একি দায়, কি হইল জ্বালা।
দেখে তুমি কাণা হোলে, শুনে হোলে কালা!
দেখিতে না পাও যদি, বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে, পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর, এখানেতে রোয়ে।
দিনহারা দীন আমি, দিন যায় বোয়ে॥
ক্রমেতে উথলে জল, ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে পারে ফেলে, কোথা গেলে তুমি?
অপার সাগরে এনে, অপারে রাখিলে।

চাতর করিয়া তুমি, হয়েছ পাতর।
আতর প্রদানে আমি, হবনা কাতর ॥
এই বেলা চাল ভেলা, সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব, মূল যাহা আঁটা ॥
কোরোনা ঝাঁটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিবনা পাটুনির, খাটুনির কড়ি ॥
যদি না হইতে পার, পারি এই ভবে।
হাঁরে ও ধীবর তোরে, ধীবর কে কবে ?
যা বলিবে তা করিব, তাতে আছি রাজি।
পার কর পার কর, পার কর মাজি ॥
পার হোলে একেবারে, হোয়ে যাই পার।
আর না করিব পুন, এ পার ও পার ॥
যে পারের যত সুখ, সব জানিয়াছি।
কোন রূপে পারে পারে, পারে গেলে বাঁচি ॥
কিছুতেই পার নাই, অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার, এ পারে আসিয়া ?
সে পারে, সে পারে থাক, যে পারে যে পারে।
আমি কিন্তু কোনমতে, রবনা এ পারে ॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব, ভাবনা কি তায় ?

তোল তোল ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল ॥
পারে চল, পারে চল, ছুটী পায় ধরি।
দেখো মাজি, মাজামাজি, ডুবাওনা তরি ॥
তুমি তরি ডুবাইলে, কে বাঁচাতে পারে?
কার সাধ্য এ অসাধ্য, পারে যেতে পারে?
'পূর্ব্ব ঝড়' মনে হোলে, ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুঃখ, 'উত্তর পবনে' ॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে ॥
ছাড়িয়াছি যার ঘর, যাব তার ঘরে।
তোমায় তোমায় দিব, পার হোলে পরে ॥
তুমি আমি বলি শুধু, এ পারেতে এলে।
তুমি, আমি, বলা নাই, ও পারেতে গেলে ॥
আমায় একেলা ফেলে, কোথা তুমি যাবে?
আমায় না কোরে পার, কিসে পার পাবে?
পার যাই, পার তাই, কর কর কই।
না পার, না পার হব, পার আছে কই?
বোঝাপড়া হবে শেষ, ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড়, ছাড়িবার নই ॥
যায় হরি, হরি হরি, করে হরি হরি।
হরিস্মৃত হরি ভয়, লহ হরি হরি ॥

রবনা এ কূলে আর, খুলে দেও তরি।
হরি হরি হরি বোল, হরি বোল হরি ॥

সংগীত।

আর কবে ভাই মানুষ হবে?
মানুষ হবে, মানুষ হবে, আর কবে ভাই মানুষ হবে?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে, মানুষ কবে?
হোতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি নদী,
এই বেলা পার হওরে তবে।
মনেরে বোলে কোয়ে, শুদ্ধ হোয়ে,
ডুব দিয়ে আয় শান্তি-শবে (১) ॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নিরব মুখে,
মৃত হোয়ে যেন রবে।
লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব সবেই সবে ॥
নয়নে ছোট বড়, দেখ্‌বে যারে,
তুষবে তারে প্রিয় রবে।
জগতে হাড়ী মুচি, সবাই শুচি,
সমভাবে ভাব্বে সবে ॥

রজনী পোহায় পোহায়, হইয়াছে;
তিন্ ঘড়ি রাত্ আছে সবে।
এখনি প্রভাত হোলে, কুতূহলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥
স্বভাবে হওরে সোজা, ভূতের বোঁঝা,
আর কত দিন মাথায় ববে ?
ছাড়রে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে ॥
ভবে না তুমিই রবে, আমিই রব,
রবে কেবল রব্‌টি রবে।
চরমে হবে ভালো, গুপ্ত আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে ॥

মনভ্রমরের প্রতি করুণাকুমুদ।

শুনরে ভ্রমর মন, কি ভ্রম।
কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমে ভ্রম ?
করুণাকুমুদ-আমোদ ভুলে।
মজিলে কামনা-কমল ফুলে ॥
আদরে তাহারে, করিয়া বধ।

আমিতো সতত, সলিলবাসী।
তোমার নিকটে হয়েছি বাসি॥
তুমি তো হোলেনা, হৃদয়বাসী।
তবু হে তোমারে ভাল তো বাসি॥
নিয়ত নলিনী, নূতন রসে।
তোমারে আদরে, রেখেছে বশে॥
বধূর মধুর, বচন মুখে।
রাখিবে যতনে, থাকিবে সুখে॥
ভাল হে নাগর, তোমারি ভালো।
নিবিল আমার, প্রণয়-আলো॥

ভ্রমণ করিয়া কত, সরোবর সলিলে।
বিকসিত শত শত, শতদল দলিলে॥
রজনীতে ক্ষুণ্ণমনে, কোন্ বনে চলিলে ?
বৃথায় হইল সব, যত কথা বলিলে॥
বঁধূ বধূ-মধুপানে, মত্ত হোয়ে টলিলে।
প্রেমভরে নলিনীর, নলিনাঙ্গে ঢলিলে॥
আমারে প্রবোধ দিয়া, মিছা ছল ছলিলে।
সোহাগের সোহাগায়, সোণা হোয়ে গলিলে॥
বিহিত বচনে শেষ, ক্রোধানলে জ্বলিলে।
বঞ্চনা করিলে প্রেমে, সুখ ফল ফলিলে॥

সংসার সাজঘর।

বাজীকর হোয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ, জ্ঞান হই হত॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার ঝাঁকে।
কি ছিলাম কি হোলাম, বোধ নাহি থাকে।
নীলগিরী-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই!
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ॥
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন?
যে সাজ সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল, অবল কেন হই?
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল?
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।

থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি।
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি!
ধর ধর করি কিন্তু ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি ॥
তুমি যদি পোষা হোয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থির রূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে?
ডুরি দিয়া বাঁধি যদি, ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায় ॥

সংসার কানন।

দেখরে অবোধ জীব, কাল বোয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!
কি দেখিলে, কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার?
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব সময় নামে, খ্যাত চরাচর ॥
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামনা।
পথিক না পায় তাহে, বিশেষ যাতনা ॥
নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল ফলে।

পরিষ্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন ॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে ॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস ভ্রমরা ॥
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটেছে কেতকী যথা, সুহাস্য আননে ॥
মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হোয়ে, পায় বহু ক্লেশ ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী, অতি তীক্ষ্ণতর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ, করে জর জর ॥
তথাপি আসক্ত অলি, দুষ্ট ক্ষুধভরে।
সরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে ॥
কাল গতে হোলে কিছু, প্রবোধ সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী বিহার ॥
অন্য ফুলে ফুলবঁধূ, তত্ত্ব করে রস।
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত অলস ॥
ধনাশা-পিপাসা শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতকপদ্মে, লোভসরোবরে ॥
কালকূট সম রস, পান করি তায়।

ক্রোধ, কুচ্ছ, কলহ, কার্পণ্য, কদাচার।
চাপল্য, চাতুর্য্য, পরপীড়া, পরদার॥
লালসা, লাম্পট্য, শাঠ্য, চৌর্য্য, মিথ্যাকথা।
অনৃত আচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লি-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু-আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু পারে॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, নিভা নিরমল॥
সেই তামরসপূর্ণ, সুখ সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ, ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কায নাই বিষভরা, বিষয়-কাননে॥
হেররে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত, ঘোর দরশন॥
অতএব আয় আয়, মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মায়ানদী-পার॥

সংসার সমুদ্র।

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে॥
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পান বাসা॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াশে, যুক্ত নয় জালফাঁসে,
আর তার না হয় মরণ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহৃত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কাল ক্ষয়,

যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে;
কদম্ব কুসুম অনু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত॥

সংসার জাঁতা।

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাই আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,

যেজন সুজন হয়, চক্র মাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ॥
শুন জীব সবিশেষ, লোয়ে কারি উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার জাঁতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছু মাত্র বোধ?
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডির আশ্রয়।
স্থির ভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড-ভয়॥

দেহঘর।

পাঁচের বাঁধুনি এই, নবদ্বারে বাস।
এত দিন যাহে আমি, করিলাম বাস॥
পড় পড় হইয়াছে, নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চূরে, হল চূরমার॥
কালের বরষা ইথে, ভরসা কি আছে?
খুঁটীথসা কাঁচা ঘর, কেমনেতে বাঁচে?
বাঁধন গিয়াছে খসে, ছাঁদন ছাড়িয়া।

কাঁদে মন ঘন ঘন, শুনে ঘন ডাক।
যে দিকে চাহিয়া দেখি, সে দিকেই ফাঁক!
উড়িয়া চালের খড়, ঘর যেন ফাকা।
খুঁটি দিয়া কত দিন, চাল আর রাখা?
পবন পেছনে থেকে, মারিতেছে ঢেকা।
বংশহারা হতে হল, থাকে নাকো ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই, সে বংশ কি রয়?
ঘুন ধরে একে একে, হয়ে গেল ক্ষয়।
হংসবেদী ভেঙ্গে গেলে, ধ্বংশ সব হবে।
অংশে গেলে অংশ মিশে, বংশ কোথা রবে?
যখন ঘরামি এসে, ঘর গেল গোড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল, এই গেল পোড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে, ঢুকিলাম একা।
এখন যে ঘরামির, নাহি পাই দেখা॥
ঘরামির ঘর কোথা, জানিনেরে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা, খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও, বোলো তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে, সাধ্য কার আছে।
এ কারণ মাড়াবেনা, আমার এ ভূমি।
ভয় আছে বলি পাছে, কি করেছ তুমি?
এই হেতু মজুরির, কড়ি নাহি লয়।

ঘর গোড়ে মজুরি না, নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল, ভূতের বেগার॥
বল নাই বলিবার, বলি আর কারে।
যে গোড়েছে সে ভাঙ্গিলে, কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে, যাক ঘর, না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে, ঢুকিতে না হয়॥

সাধু।

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোণা আর ধূলি লাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, শাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক, রক্তবর্ণ হয়॥

গ্রন্থ পাঠ।

প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতি যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো?

জ্ঞানী।

আপনারে জ্ঞানী বোলে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥
যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

রূপ ও গুণ।

এ জগতে সুন্দর, সুরূপ যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে করে, অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

শাস্ত্র পাঠ।

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।

পাপ।

জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দূর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর, রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে, ঔষধ সেবন।
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত॥
জ্ঞানরূপ ঔষধ, করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবেনা আর॥

গুণী।

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার।
তার কাছে কোথা আছে, গুণের বিচার?
যে জন আপনি গুণী, গুণ সেই জানে।

বাজারে পড়িয়ে থাকে, অমূল্য রতন।
চলে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন॥
রত্নব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে॥

গুরু।

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে, যে করে হরণ।
গুরু বলে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু বলে, পূজা করি তারে॥

সৎসঙ্গ।

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি॥
বসত বিধান সদা, সতের সহিত।
দূর তায় সমুদয়, অহিত রহিত॥

অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥
পীপিড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
নাচিয়া বেড়ায় ঘুরে, শিবের মাথায়॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে॥

আত্মপর।

নিজ, পর, ভেদ করা, শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ, সহজ সেতো নয়॥
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয়॥
বনবাসী তরুলতা, ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাসিয়া॥

সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব।

দেখ দেখ দেখ এই, অসার সংসার।
বিরাজিত যথা জীব, অশেষ প্রকার॥
তুমি, আমি, তিনি, উনি, যত জন আছি।
পরস্পর দেখা শুনা, যত দিন বাঁচি।
সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না দেহ।
সময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ॥

এই তুমি এই আছ, এই আমি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই !
আসিয়াছি একরূপে, যাব এক ঠাঁই।
একা একা এসে দেখা, পরে দেখা নাই॥
অতএব যতক্ষণ, দেখা দেখি আছে।
সকলে বাধিত হও, সকলের কাছে।
পরস্পরে ভাই বলে, ডাক একরবে।
পরস্পর প্রেমপাশে, রক্ষা কর সবে।
পরস্পর প্রেমভাবে, থাক জীবগণ।
নদীর সহিত যথা, নৌকার মিলন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ।

বিধবাবিবাহ।

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী, প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁতি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি, দাপাদাপি, করিতেছে যত।
দুই দলে খাপা খাপি, ছাপা ছাপি কত॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার পথে, কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ।

অনেকেই এই মত, লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে, বিবাহ বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক, যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে!
বুকে ছেলে, কাঁকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি, হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা, চুড়ি হাতে, তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম, "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে, "খুড়ী খুড়ী খুড়ী"?
পোড়ামুখ পোড়াইয়া, কোন পোড়ামুখী।
'দুখী', 'সুখী' মেয়ে ফেলে, কেঁচে হবে খুকী?
ব্যাটা আছে যার তরে, বেশ গাছ এঁচে।
ভুটী মেরে খুড়ী বলে, সে বসিবে কেঁচে!
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি, মনে আর করে?
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব।

সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুল গুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সধবাপ', মায়ের কল্যাণে?

বিধবাবিবাহ আইন।

হিন্দু বিধবার বিয়া, আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার, নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত, না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে, নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায়, ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি, শুনিলেন কাণে!
গ্রাণ্ট (১) করি, গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল, কাল বিল (২) করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইন আদেশ॥

---

(১) ব্যবস্থাপক মেং গ্রাণ্ট সাহেব বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, ব্যবস্থাপক মেং কাল্‌বিল্‌ সাহেব তাহা গ্রাণ্ট অর্থাৎ গ্রাহ্য

যাহাদের ধর্ম্ম এই, আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে, করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা, ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই, শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে, কেন দেন কর?
আগে ভাগে রাজাদেশ, করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা, হইল রাজার?
যদাপি বিধান হয়, বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক, আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে, যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা, তাইতো উচিত॥
অনিয়মে করি এক, নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন, প্রকাশেন বল?
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, পোরে শাঁকা শাড়ী!
এবড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো বাধো করে॥
যুক্তি খোলে বিচার, করুন শত শত।

বিবাহ করিয়া তারা, পুনর্ভবা হবে।
সতী বোলে সম্বোধন, কিসে করি তবে ?
বিধবার গর্ভজাত, যে হবে সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয় ॥
কলে আর ছলে বলে, যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয়, মিছে বোকে মর ॥
শ্রীমান্ ধীমান্, নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হোতে চান, বিধবাতারক ॥
নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ?
বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত ॥
যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া ॥
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে ?
যদি পারে, তবে তারে, বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব, দুঃখ হয় দূর ॥
সহজে যদ্যপি হয়, এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবেনা তবে, আইন প্রচার ॥

যদি কেহ নাহি পারে, সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে, আইন করিয়া?
পরস্পর আড়ম্বর, মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে, অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই, বদন-ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হোতে পারে, মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা, বলা নয়, কাযে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমাছেড়ে নাহি থ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর (১) যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে, যায় শত্রু, যাক্ পরে পরে॥
তখন এরূপ কবে, হোলে ব্যতিক্রম।

"ফাটায় পোড়েছে কলা, গোবিন্দার নয়।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা, করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর, নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা, কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দে'য়া, রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক্ মরুক্ বাদ, প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি, হানি আছে তায়?

কৌলীন্য।

মিছা কেন কুল নিয়া, কর আঁটা আঁটি?
এ যে কুল, কুল নয়, সার মাত্র আঁটি॥
কুলের গৌরব কর, কোন্ অভিমানে?
মূলের হইলে দোষ, কেবা তারে মানে?
ঘটকের মুখে শুধু, কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে, কুল হলো টোপা?
আদর হইত তবে, ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা তার, দেখে যায় রুচি॥
অতএব বৃথা এই, কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায়, কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল, করিব কেমনে?
শতেক বিধবা হয়, একের মরণে!

কোলের কুমারী লয়ে, বিয়া করে সেই!
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই, শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী, দারা হয় তার!
নর নারী তুল্য বিনা, কিসে মন তোষে?
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ, এই সব দোষে॥
কুলকর্ম্মে নয় রূপ, সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি, শিরোধার্য্য তাহা॥
নচেৎ যে কুল তাহা, দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন, করিছ ধারণ?
হে বিভু করুণাময়, বিনয় আমার।
এদেশের কুলধর্ম্ম, করহ সংহার॥

স্নানযাত্রা।

গুণে বলিহারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধৃতিপরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ-রসভরা॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,

কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে॥
বদ্ধ হোয়ে আশাফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষত ছোটলোক যত॥
চরণে বিলাতি জুতি, পরিলেন ধোপ্ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস্ ঘসর্ ঘসর্॥
ঘাটে গিয়া কত চোট্, সুখেতে সাজান্ বোট,
বাঁধে কোট্ তাহার ভিতর।
দলে দলে গালাগলি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর॥
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোঘোথেকো রোঘো সব সাজে।
চুল কোরে প্যান্ চিট্, হয় ফিট্ কত টিট্,
মাজে মাজে চিট তার মাজে॥

রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে।
চোপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় যেন কাটে।
কত হাসে, কত ভাষে, ঘুরে ঘুরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগায়েছে হাট॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টি পোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে॥
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ।
আম্র তুলে কত গণ্ডা, কেহ আনে লুচি মণ্ডা,
যণ্ডা সব ভাবে গদ গদ॥
'নোচন্ গিয়াছে ঘর, নক্ষ্মীর হয়েছে জ্বর,
নৈকা চড়ি আমরা সবাই।
নিতাই নারাণ্ ওই, নৈতুন্ ইয়ার কই,
নল্ নিস্ নবীন্ নবাই॥'
এ, ওরে, ফর্ম্মাস্ করে, এক জন রাগ ভরে,
কহিতেছে করি খচো মচো।
বোতলের করি নাম, 'লড়ভম্ মোড়্লাম,
[illegible] লৈলবচো লৈলবচো॥'

খুলে তরি কত ধূম, ধূম কোরে উঠে ধূম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেহ বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
নাচ তোরা নাগর নাগরী॥'
আর আর নীচ জাতি, বাবু হোয়ে রাতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ।
ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাতি কিনে হোয়ে বসে ভূপ॥
সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন্ ধারে।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে॥
মাতুল-নন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে জলে, জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জ্জন কত, সাহা নয় সাহা বত,
সাহালম বাদসার প্রায়॥
হাড়ি মুচি যুগি জোলা, কত বা সেকের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে॥
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মদ্দ কত মেয়ে,
পথছেয়ে গান গেয়ে যায়।

আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকাআঁকি তাকাতাকি,
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়॥
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে করি কেলে হাঁড়ি,
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি,
গাল বেয়ে পিক পড়ে গায়॥
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
গরবেতে গোঁপে দেন চাড়া॥
যথা শক্তি শক্তি সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
শক্তি-ভক্তি সকলের সার।
ভক্তি ভাবে যত জীব, শক্তি যোগে হন শিব,
শিব শক্তি পূজে কেবা আর?
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
সেইরূপ আচার ব্যাভার।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ,
আদ্য তায় করে সহকার॥
গায়ে গাটী, তবলার মুখে চাটি,
পরিপাটী খান কোসে কোসে।
পূর্ণ হোলো ইচ্ছা যেটা, মান আর দেখে কেটা,
মানে পান এক ঠাঁই বোসে॥

বথিল না হয় তায়, অখিল ভরিয়া থায়,
মনে মনে সাধ আছে খুব।
বিলাতির শেষ হোলে, দেন শেষ তারে গোলে,
ধেনো গাঙ্গে বেণো জলে ডুব ॥
প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন বহুরূপী,
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
চালে উঠে নগ্ন ছবি, হাঁসা মূর্ত্তি গান কবি,
লোকে বলে জয় বাবু জয় !
লম্পট যুবক যারা, কাচ্‌ কোরে ফেরে তারা,
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।
যেখানে * * , সেই খানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে॥
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে মাহেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই॥

এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ।

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বির প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস, সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায়, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥
দৃশ্য মাত্র সর্ব্ব গাত্র, প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয়, কাঁটা আঁষ্ বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে, গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট্ ভরে॥
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি, ছাঁকাতেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে, মহাসুখে বাস॥

কেন কেন, কেনা কেনা, কে না করে রব ?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই ॥
সব গুণে বদ্ধ তব, আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে ॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে ?
লুণ পোড়া, পোড়া জল, ভাল লাগে কিসে ?
উলুবেড়ে আলো কোরে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে, গতি নাই আর ॥
বেনোগাঙ্গে জোর ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ ॥
জলধি কোরেছে তব, বহু উপকার।
লুণ খেয়ে গুণ গেয়ে, কাছে থাক্ তার ॥
ক্ষীরোদ মথন কালে, অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব, সুধার কারণ ॥
সাগর সলিলে হয়, বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, সুধার সুধার ॥
সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল, তপস্যার ফলে ॥
অমৃত ভক্ষণে তাই, এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার ॥
এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে।

সাহেবেরা সুখে তাই, ম্যাঙ্গোফিস্ বলে ॥
ব্যয় হেতু কোনমতে, না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত, করি সমাদর ॥
ডিস ভোরে ফিস লয়, মিস বাবা যত।
পিস কোরে মুখে দিয়ে, কিস খায় কত ॥
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস।
এই কয় মাস আর, নাহি খায় মাস ॥
তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরির, গেলাসে দেয় মুখ ॥
বেচিলর যারা তারা, প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে, আয়োজন করে ॥
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে গিয়া বসে।
পেটে হারামের ছুরি, মুখ ভরা রসে ॥
ব্লেক ফিস বোলে ডিস, কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গ ভোগ, এঁটো খেতে পেলে ॥
বাঙ্গালির মত তারা, রন্ধন না জানে।
আদ সিদ্ধ করি শুধু, টেবিলেতে আনে ॥
মসলার গন্ধ গায়, কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন, কমলিনী রাই ॥
হ্যাদেরে নিদয় বিধি, ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক হিঁদু, কোরেছিস মোরে?
গোরা কোরে ছোরা মেরে, চোকে মনোরথ।

টেবিলে যেতেম খেতে, ডেবিলের সঙ্গে ॥
প্রেমানন্দে পিস করি, সুখে খায় মিস্।
বলিহারি যাই তোরে, ওরে ম্যাঙ্গোফিস ॥
কিন্তু এক মম মনে, এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ, উত্তরের লোক ॥
তোমার চরণে করি, এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে, দয়া বিতরণ ॥
গোঁৎ কোরে সোঁৎ ঠেলে, ভাঁটি গাং ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি, গোঁপ নেড়ে ॥
শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে ॥
ভিটে বেচে পূজা দিব, মিটে জলে এলে ॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক, মনোহর মীন।
পেট ভোরে খেতে যেন, পাই এক দিন ॥
তোমার তুলনা নহে, কোটিকল্পতরু।
লঘু হোয়ে হও তুমি, সকলের গুরু ॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য, নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন, খড়দার প্রভু ॥
নিরাকার নিত্যানন্দ, মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ, লাভ হয় তার ॥
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম ॥

তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা ?
কতরূপ ভাবহয়, মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে ॥
গাভীন হইলে তুমি, রস তায় কত।
ষাঁড়া হোলে বাড়া, সুখ নাহি হয় তত ॥
তোমার ডিমের স্বাদ, সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে, ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥
প্রসব করিবে যত, তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে, হবেনাকো বাঁজা ॥
জন্ম এয়ো হও তুমি, রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে, হও গর্ভবতী ॥
কোন মতে নাহি মেটে, বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই, তবু বাড়ে লোভ ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয়, দেবা মাত্র গালে ॥
আচার ছাড়িয়া যদি, আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে, অনাচার নাই ॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে, হোলে কুলাচার।
আচারে আচারে বাড়ে, সকল আচার ॥
যাতে পাই তাতে খাই, করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর, তপস্যা কি জোর !

আনারস।

বন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে, মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর, চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টি মাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে?
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়;
আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায়, রস যোল আনা।

অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পোনেরো আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস" বলে লোক তাকে॥
অরসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্বমনোহরা?
রস যত, যশ তত, বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয়, ধনিদের কাছে।
এক আদসের খায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হোলে মন, নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে, আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে, মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি, মঙ্গলের দেশে॥
আমাদের আনারসে, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন্ বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরদ হতো তুমি, নহ সুধাকর।

তবে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর ?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান ?
মৃত হোয়ে লোকেরে, অমৃত কর দান ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব, তোমার মহিমা ?
সে বড় দূরের কথা, সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল, হাতে ফল পেলে ॥
কৃপণের কর্ম্ম নয়, তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই, নাহি পায় তার ॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে, মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফ্যালে, চোকখেকো লোকে ॥
ফলে আমি মিছা কেন, নিন্দা করি তায় ?
সাধ পূরে বাদ দিতে, বুক ফেটে যায় ॥
ছাল্ ফেলে কাটি কিন্তু, চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে, চোক্‌খেকো বলে ।
নুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল ॥
একবার যে জন না, পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয়, বৃথা জন্ম তার ॥
দু ভাই প্রেমের প্রেমী, ভ্রান্তিশীল যারা।

তোমার নিগূঢ় রস, নাহি পায় তারা ॥
আস্বাদন নাহি জানে, পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে ॥
রসে রত যেই সেই, রস করে পান।
রসিক রসনা তার, যশ করে গান ॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হোলে এক যোগ, ধরা করে বশ ॥
তার সহ আনারস, তোর আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে, সুখে গায় যশ ॥
বুঝহ রসিক জন, রস বোধ যার।
সে রসে যে অরসিক, রস কোথা তার ?
রসে রসে রস পেয়ে, রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি, দোষ দেয় দশে ॥
চিরকাল খেয়ে শুধু, ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব, হোয়ে যাক্ শাদা ॥
নন্দন বনেতে ছিলি, দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র, ছিল তোরে নিয়ে ॥
বাসবের অঙ্গে সদা, করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ, সহস্র লোচন ॥
নানারূপ নবরূপ, রসালাপ যোগে।
দেবগণে ফাকি দিয়া, ছিলে ইন্দ্রভোগে ॥
দেবতার ইচ্ছা মনে, করে সুখভোগ।

কোনমতে না হইল, সেই যোগাযোগ ॥
সুরকুল প্রতিকূল, পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হোয়ে শেষ, দিলে অভিশাপ ॥
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ, বনে কর বাস ॥
আনারস নাম তাই, এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ, বনে কর স্থিতি ॥
সাধু সাধু সাধু বটে, দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হোলো, আমাদের বর ॥
গোপন হইবে কিসে, বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি, শরীরের বাস ॥
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার, বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল, স্বর্গ থেকে আনা ॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি, তোমায় প্রণাম।
জানা রস হোয়ে পেলে, আনারস নাম ॥
শচীর সপত্নী হোয়ে, সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্, গন্ধে হয় রুচি ॥
অরুচির রুচি হয়, মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খায়, বেচে বাড়ী ঘর ॥
তিনলোক জয় করে, তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি, জননীর স্তন ॥
তোমার সমান কোথা, আর নাহি আছে।

যুবতী-অধরামৃত, যুবকের কাছে॥
হরিনাম সুধা তুমি, বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট বদনে হাসি, দেখিতে বিকট॥
ত্রিজগতে তব গুণে, বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি, প্রাণ পায় শব॥
অন্তে যেন এই হয়, আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো, মরণের কালে॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য।

শরদের রাজ্য লয়ে, হিম মহাশয়।
কুআশার ধ্বজা তুলে, করিলেন জয়॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে, করি আরোহণ।
অধিকার করিল, গগন-সিংহাসন॥
রজনীর পরিমাণ, বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন, দীন দিনপতি॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে, হোয়ে জর জর।
শীতভয়ে অগ্নিকোণে, গেল দিবাকর॥
হিমের প্রভাব হেরি, ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হোয়ে, লুকাইল মুখ॥
তুষারে তুষারকর, কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে, অভিমানে মরে॥
স্বজাতীয় বিজাতীয়, শব্দ করি কাক।

শিশিরের শুভ হেতু, বাজাতেছে ঢাক॥
কিছু মাত্র দুঃখ নাই, মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্য সুখে সুখী হোয়ে, বাদ্য করে মুখে॥

দ্বিজদল নিজদলে, পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে, বৃক্ষ পরিহরি॥
শূন্যচর, সহচর, সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায়, স্বভাবের স্বরে॥
রাজদণ্ডে ভয় নাই, লয়ে সহচরী।
চঞ্চুপূরে শস্য খায়, দস্যুবৃত্তি করি॥
কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আশাপূরে খায়।
ভালবাসা ভাল বাসা, আশামাত্র তায়॥
স্বভাবে অভাব নাই, পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব, নিজ নিজ দলে॥
পেয়ে শীত বিকশিত, রাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত, বিহঙ্গের কুল॥
পরস্পর লাগে যদি, বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হোয়ে, ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম, কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে, আহার বিহার॥
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায়, কত তায় সুখ।
সদাই স্বাধীন হোয়ে, করে দূর দুঃখ॥

অভিমানে অহঙ্কারে, না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে, সুকৃতি সাধন॥
পাখী, পশু, কীট আদি, যত যত প্রাণী।
মানুষের চেয়ে সবে, ভাল বোলে জানি॥
বড় বোলে অভিমান, কিসে করে নর।
নানা রূপ দুঃখ যার, মনের ভিতর॥
একেতো অভাব তায়, রিপু বলবান।
কেমনে হইবে তারা, প্রাণির প্রধান?

স্বভাবে শোভিত সব, অনুকূল ধাতা।
নানা শস্যপরিপূর্ণ, বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ক, হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে, করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে, নিশির শিশির।
ঋষির জটায় যেন, মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু, চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে, মস্তক দুলায়॥
ফুর ফুর বাজে বাদ্য, বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায়, ঝুর ঝুর রবে॥
কৃষকের মহানন্দ, আশার সুসার।
শস্য-শিরে দৃশ্য ভাল, উষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায়, পরিপূর্ণ আশা।

ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত, সুখে করে চাষা ॥
জীবের জীবিকা দিয়া, রক্ষা করে অসু ।
রত্নগর্ভা বসুমতী, শস্য তায় বসু ॥
যে করিল ধরণীরে, ধনের ভাণ্ডার ।
ফল, মূল, শাক আদি, শস্যের আধার ॥
ধরার ধারণা গুণ, কত ভাব তায় ।
ধরাধরে ধরা ধরে, যাহার কৃপায় ॥
হায় এই ধরাধামে, যে দিয়েছে ধান ।
তার পদে নত হোয়ে, কর গুণ গান ॥
অন্ন (১) যদি না করিত, অন্নের সৃজন ।
কিরূপে বাঁচিত তবে, জীবের জীবন ?
অন্নেতে হয়েছে এই, শরীর ধারণ ।
যত কিছু করিতেছি, অন্নের কারণ ॥
জগতে অন্নের দাস, হয়েছে সকল ।
ছেড়ে বুড়া আদি সবে, অন্নের পাগল ॥
ওরে ভাই অন্ন বিনা, বল এ সংসারে ।
কঠোর জঠর জ্বালা, কে জুড়াতে পারে ?
অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন ব্রহ্ম, এই জেনো সার ।
স্বভাবে করেন বিভু, অন্নেতে বিহার ॥
অন্নের যে কত গুণ, নাহি তার সীমা ।
একমুখে কত কব, অন্নের মহিমা ?

---

(১) অন্ন—ঈশ্বর ।

আমি নাই, তুমি নাই, উনি আর ইনি।
তারে তুমি ব্রহ্ম বল, অন্নদাতা যিনি॥
অন্নের দায়েতে দেখ, হইয়া কাতর।
অগাধ জলধিজলে, ডুবিতেছে নর॥
বাঘের মুখেতে যায়, ভয় নাই মনে।
অনায়াসে হাত দেয়, সাপের বদনে॥
সকল ধনের সার, অন্ন মহামণি।
ভূমির ভিতরে ঢুকে, প্রকাশিছে খনি॥
অন্নের যে অনুরাগ, মনে মনে রাখো।
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে, ভাল চেলে থাকো॥

গোধুম পেকেছে মাঠে, নাম যার গম।
তুলনায় তণ্ডুলের, কাছে নন কম॥
অতিশয় গুণময়, শস্যের প্রধান।
"বহুদুগ্ধ রসাল" হয়েছে অভিধান॥
হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবনাদি, যত জাতি আছে।
এ যবন (১) প্রিয়তম, সকলের কাছে॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য, সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর, কিছুই না লাগে॥
দুধে গমে, ঘিয়ে ভাজা, নাম যার লুচি।
ছেলে, বুড়া, সকলেরি, ভোজনেতে রুচি॥

---

(১) যবন—গম।

মনোহর, রুচিকর, দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই, মুচি নাই, লুচির নিকটে॥
যত খায় তত মন, থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে, অন্ধ হয় লোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে, লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায়, রাখে সাধ্য কার?
এই লুচি ব্রাহ্মণের, পেটের সম্বল।
বিশেষত রাজপুরে, বৈদিকের দল॥
যত পারে তত খায়, তত লয় তুলে।
কর্ম্মের কুলান্ কিসে, ভাবেনাকো ভুলে॥
আচার বিচার আর, কিছুই না করে।
দই মাথা লুচি গুলা, নিয়া যায় ঘরে॥
দেও দেও, গোল করি, ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁছড় পূরণ করে, হাঁড়ি থেকে কেড়ে॥
রবাহুত রেও ভাট, শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে, উদর পালন॥
গালি, মেরে, নাহি হয়, মানের লাঘব।
কে দিলে 'রাঘব' নাম, রাঘব, রাঘব॥
খাজা, গজা, আদি করি, সুখের মেঠাই।
এই গমে জন্ম লাভ, করেছে সবাই॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন, ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার, বৃথা জন্ম তার॥

ময়দার মহিমা, কেমনে দিব গেয়ে।
খোট্টারা কেবল বাঁচে, পুরি রুটী খেয়ে॥
সেট আর বসাক, তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা।
রুটি ঘণ্টে কত সুখ, জেনেছেন তাঁরা॥
রুটি আর বিস্‌কুট, সাহেবের খানা।
কেক নামে সুজিতে, মেঠাই করে নানা॥
ভূমিতলে না হইলে, যবনের চারা।
যবনের দেশে সবে, প্রাণে যেতো মারা॥
একবার দেখে এসো, পৃথিবী ঘুরিয়া।
কতলোক বেঁচে আছে, গোধূম খাইয়া॥
শস্যরূপে যে বাঁচায়, জীবের জীবন।
'ব্রহ্ম' বোলে সম্বোধন, কর তারে মন॥
হিমকরে, প্রভাকরে, প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার, প্রণিপাত কর॥
গুণ দেখে, বুঝে লও, গোধূমের গোড়া।
নিদানে লিখেছে, দেয়, ভাঙ্গা হাড় যোড়া॥
বল, বীর্য্য, রুচিকর, দেহ-হিতকর।
স্বভাবে সারক, বাত, পিত্ত, দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু, মন স্থির করে।
গুরু হোয়ে পাকভেদে, লঘু গুণ ধরে॥
ভোগির ভোগের ধন, সুখের আহার।
রোগির সুপথ্য হোয়ে, করে উপকার॥

শিশিরে যবের শীষ, কিবা মনোহর।
ধান্তরাজ নাম তার, দেখিতে সুন্দর॥
বাতাসে দুলিছে ডগা, করি ঝর ঝর।
মরি কত অপরূপ, শোভা মনোহর॥
চুমকিজড়িত চারু, পীতাম্বর চেলি।
কেলি (১) যেন তাই পোরে, করিতেছে কেলি॥
এ যব দোষের নয়, গুণের কেবল।
মেহ, পিত্ত, কফ হরে, মধুর, শীতল॥
নানা কর্ম্মে হিতকর, নানা গুণনিধি।
নানারূপ রোগে হয়, যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে, পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান, চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ, কেমন প্রধানি।
যে তারে পেষণ করে, রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নাই, বুঝে যদি খায়।
যবে বল, যবে বল, চিরকাল পায়॥

সুখের শিশির কালে, কৃষির কৃপায়।
অড়কির তরু চারু, কিবা শোভা পায়॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে, বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন, চলেছে আশ্রমে॥

(১) কেলি—পৃথিবী।

আহারেতে পূর্ণ হয়, প্রাণির উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা, জটার ভিতর॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সবলের বলদাতা, অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে, পেটরোগাদলে।
খেতে সুখ, কিন্তু দুঃখ, বুক বড় জ্বলে॥
এপ্রকার মুখপ্রিয়, ডাল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই, অগ্নি আছে যার॥
পশ্চিমের পালোয়ান, লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা, কিছুই না খায়॥
ভীমের সমান তারা, বলে ও আহারে।
ডাল, রুটি যত পারে, কোসে কোসে মারে॥
কফ, পিত্ত, বাত, শ্লেষ্মা, যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই, এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে, করিনে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে, করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত, মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে, নানা রূপ হিত॥

ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী, পেকেছে এই শীতে।
কাটিছে ছাঁটিছে সব, হাসিতে হাসিতে॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধুলা, কাড়িছে গোলায়।

কতবা ছাড়িছে কত, নাড়িছে তলায়॥
গরিবের গুণনিধি, অশেষ বিশেষে।
অতিশয় সমাদর, বাঙ্গালের দেশে॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড়, যত জমীদার।
কেবল খেঁসার ডাল, করেন আহার॥
ইহাতে বিশেষ গুণ, যদি নাহি রবে।
সে দেশেতে এত প্রিয়, কেন হবে তবে?
আস্বাদ উত্তম বটে, দেখিয়াছি খেয়ে।
এই হেতু মোটামুটি, গুণ যাই গেয়ে॥

মাঠে এসে শোভায়, সকল যাই ভুলে।
কনকের নিভা হরে, চণকের ফুলে॥
ফুলেতে ধরেছে ফল, গুটি গুটি সুঁটি।
ইচ্ছা করে দিবানিশি, নখ দিয়া খুঁটি॥
ছাল খুলে মুখে তুলে, কচি কচি খাই।
এমন সুখের স্বাদ, আর নাহি পাই॥
কাঁচার খিচড়ি তার, সুধার অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয়, রসনা রসিক॥
পাকাছোলা গুণ ধরে, অশেষ প্রকার।
বিশেষ করিয়া সব, লিখে উঠা ভার॥
অগ্নির দীপন করে, ভিজে হোলে পর।
বল বর্ণ রুচিকর, বাতপিত্তহর॥

সে ছোলার জল হয়, অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত, পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে, কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে, করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি, সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা, দাঁত আছে যার॥
খোট্টারা এ ছোলা লয়, পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে, ছাতু খেয়ে, দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য, বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে, বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া, যে করে আহার।
সে ছোলা, আছোলা হয়, পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি, অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে, করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস, অতি গুণকর।
পাকে মধু, বাত, কফ, শ্বাস, কাশহর॥
বল বৃদ্ধি করে, করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্য বিধি, পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয়, দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারি, ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে, দেখ দেখ নর।

আত্মা আর জ্যোতি দেহে, চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা, মায়ার খোসায়॥
আর কেন? সার লও, ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর, বস্তু কর ভোগ॥

'রাজমাষ' নাম তাঁর, বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের, গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক সে রুচিকর, অতি মনোহর।
কফ, শুক্র, আম, পিত্ত, চেরের আকর॥
পূজার নৈবিদ্যে তাঁর, আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে, সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত, কুশল সাধন।
কখনই হইত না, বীজের সৃজন॥

মাঠে গিয়া দেখ সব, মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা, শোভার ভাণ্ডার॥
জটিল সে তরু বটে, কুটিলতো নয়।
এমন্ সরল বীজ, আর নাকি হয়॥
সূপশ্রেষ্ঠ, ভক্তিপ্রদ, রসোত্তম আর।
সুফল বলিয়া নাম, হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য, মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা প্রচুর।

ঔষধ পথ্যের স্থলে, সবার প্রধান।
জ্বরহর, শুভকর, বল করে দান ॥
সকলেরি শোনা আছে, স্বোণামুগ ভাই।
এ স্বোণার নিকটেতে, স্বোণা হয় ছাই ॥
মুগের ডেলের গুণ, কি লিখিব আর?
সর্ব্বরোগ হরে করে, রক্ত পরিষ্কার ॥
স্বভাবে সারক মুগ, পিত্ত করে ক্ষয়।
সদাকাল, সমভাবে, রুচিকর হয় ॥
লাউ দেও, মূলা দেও, থোড় দেও ফেলে।
সকলি অমৃত হয়, মিশে এই ডেলে ॥
এই শীতে মুগের, খিচুড়ি যেই খায়।
সেজন ভোজনে আর, কিছুই না চায় ॥
মুগের মগধ লাড়ু, মেঠায়ের রাজা।
সেই জানে তার তার, যে খেয়েছে তাজা ॥
এ মুগের ভাজাপুলি, মুগ্ধ করে মুখ।
বাসি খাও, তাজা খাও, কত তায় সুখ ॥
ইহার কনিষ্ঠ যিনি, কৃষ্ণমুগ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি, বহুগুণধাম ॥
যুগে যুগে আছে এই, মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞান যোগ কর, ভোগ কর সব ॥

কড়াই বড়াই করে, নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে, কেবা কোথা লাগে?
চাসার আশার ধন, তেমন্ কি আছে?
অপরূপ কিবা ফল, ফলিয়াছে গাছে॥
সুচারু শ্যামল রূপ, ধরিয়া কলাই।
দূর করে উদরের, সকল বালাই॥
আদা দিয়া হিঙ দিয়া, রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও, কিছু নাই গোল॥
গরিবের গুণনিধি, মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায়, খুলে যায় মন॥
দীন লোক যারা তারা, এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে, বালাই কি আর?
কাঁচা খায়, ভাজা খায়, রুচি যার যাতে।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত, যত দেও পাতে॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে, যত সব রেড়ো।
সমভাবে সকলেই, কলায়ের ভেড়ো॥
অতিশয় দুঃখ সয়, বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা, মারা যায় প্রাণে॥
কলাই মালায়ে কত, কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয়, পেটভোরে খাই॥
সকলের মুখপ্রিয়, কলায়ের বড়ি।
কুমড়া যাহার পায়, যায় গড়াগড়ি॥

সহজে ধরেছে গুণ, কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে, মেহ হরে, বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে, নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসাভরা, ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধর, সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও, বাহিরে কি করে?

মসুর অসুরভোগী, সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে, নাহি তায় সম॥
গুড়বীজ নাম ধরে, গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু, টুক্‌ টুক্‌ রাঙ্গা॥
ভাতে দেও, ডাল রাঁধো, ব্যয়ের সুসার।
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে, ভুলিবনা আর॥
যূষের গুণেতে হয়, মেহের সংহার।
কফ, পিত্ত, জ্বর নাশে, নাশে অতিসার॥
কর ভাই মসুরির, গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ, কত আছে সার॥

সরু সরু তরু সব, চারুকলেবর।
নবঘন শ্যামরূপ, দৃশ্য মনোহর॥
জটিল রামের ন্যায়, শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা, পেটে যায় যটা॥

নিজে বটে ছোট, কিন্তু দানাদার ছেলে।
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম, ঘণ্ট কোরে খেলে॥
আনাজেতে তুল্য আর, জুটি নাই ছুটি।
বলিহারী যাই তোরে, মটরের শুঁটি॥
শুঁটির খিচুড়ি করি, খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর, তার আস্বাদন॥
কাঁচার নিকটে নয়, পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম, পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায়, তাজা বীর যারা।
পেটরোগা যারা তারা, প্রাণে যায় মারা॥
মেটো গাঁয়ে চলে যারা, কাঙালের ছেলে।
অনেকেই পেট পালে, মটরের ডেলে॥
কষা আর রুক্ষ বটে, ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে, পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি, শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের, উপকারী হয়॥

শিশির সময়ে দেখ, কৃষির কুশল।
তিশির তরুতে কিবা, ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুল শোভা, যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর, ফিরুতে না পারি॥
ফুলের ভিতরে বীজ, সমুদয় সার।

হেরে হয় সুখোদয়, আলোর আধার॥
বীজের নিজের গুণ, উষ্ণভাব ধরে।
কফ, পিত্তকারী বটে, বায়ু নাশ করে॥
মদগন্ধী, মধু. স্বাদু, পাকে কটু খেলে।
বায়ু, কফ, কাশ দোষ, নাশে এর্ তেলে॥
কত মতে বিলাতে, হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি, তিশ্মির ওজন॥
আগুণ হয়েছে দর, বিলাতের খাঁই।
দিশি হোয়ে তিসি আর, আমরা না পাই॥
মসিনার ক্ষুদ্রবীজে, যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তমুখে, গাও তার যশ॥
যে বীজের তরু এই, অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ, কিরূপ প্রকার॥
বসুমতী রসবতী, যাঁহার কৃপায়।
হায় হায়, কি কহিব, কত রস তায়?
সে বীজের তেল গুণ, কহে সাধ্য কার?
রবি, শশী, তারা আদি, আলো হয় যার॥

নয়ন প্রফুল্ল হয়, গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা, স্বভাবের হাটে॥
শরদ পড়িল সরি, সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার, শোভা নিল কেড়ে॥

মনোলোভা কিবা শোভা, ছটা তার জলে।
দামিনীর হার যেন, জলদের গলে॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র, তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক দিয়া, রাখিয়াছে যশ॥
সরিষার সার অংশে, ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাম্ভীর স্তনে, দুগ্ধের সঞ্চার॥
যার গুণে রজনীর, অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা, শীতের কৃপায়॥
শাদা, কালো আদি করি, নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের, উপকার করে॥
বীজের অশেষ গুণ, নিদানে প্রকাশ।
কফ, বাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ॥
গুল্ম আর কণ্ডূরোগ, দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব, কি কব বিশেষ?
বিচির ভিতরে রস, আলোর আধার।
'তেল' নামে নাম যার, হয়েছে প্রচার॥
শরীর হতেছে রক্ষা, খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয়, প্রদীপেতে থেকে॥
অবিকল গুণ ধরে, ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে, সকলের প্রাণ॥
যোগী, ভোগী, রোগী, রাজা, দীন হীন জন।
সকলেরি করিতেছে, মঙ্গল সাধন॥

বীজের ভিতরে রস, নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব, নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ, মনোহর দেহ।
মনেরে পেষণ করি, বার কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে, দ্রব হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল, মিছে দেহ তবে॥
কর কর প্রণিধান, মানব সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের, স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহ-রসে, সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই, স্নেহরূপ রস॥

ফুলে ফলে, সুশোভিত, হইয়াছে তিল।
হেরে আঁখি ফিরাতে, না পারি এক তিল॥
অতি ছোটো বীজ গুলি, রসের সদন।
বাত, অর্শ হরে, করে, বল বিতরণ॥
সৌরভের হুলোল, ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয়, জনম তাহার॥
বায়ুহর হিতকর, ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে, মরে সেই ফুলে॥
তিল ফুল রূপের, আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে, স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে, দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন, সে করেনা আর॥

হায়রে শিশির তোর, কি লিখিব যশ?
কালগুণে অপরূপ, কাটে হয় রস!
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু, খেজুরের কাটে।
কাট ফেটে উঠে রস, যত কাট কাটে॥
দেবের দুর্লভ ধন, জীবনের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি, বেঁচে উঠে মড়া॥
না থাকে বিরস ভাব, রস পেটে পড়ে।
বিন্দু পান, যদি পান, প্রাণ পান্ ধড়ে॥
সে জলের ভাল ধর্ম্ম, মর্ম্ম তায় গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়া-জালে, জ্বালে হয় গুড়॥
আমাদের ভাগ্য দোষে, মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হোয়ে, নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারি আবকারি, যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর রসে, বসাইল কর!
মাশুল উশুল করে, রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে, কর দেবে যুড়ে॥
মূল্য দিয়া তবু খাই, কর পরিমাণে।
একচেটে না করিলে, তবে বাঁচি প্রাণে॥
মাদকতা শক্তি নাই, পেটভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায়, ফলনার ছেলে॥
গুণ দেখে, অভিধানকর্ত্তা, গুণধাম।
খেজুর গাছের দিলে, 'হরিপ্রিয়া' নাম॥

রসের যশের কথা, না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান, মেহ করে নাশ॥
বায়ু হরে, মল মূত্র, করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে, সুধার সুতার॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ, কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে, মধুর আগার॥
নূতন খেজুরে গুড়ে, দেবতার সক্।
নাম শুনে জল সরে, নোলা লক্ লক্॥
এ প্রকার সুখসেব্য, আর নাকি আছে।
নলিনীর মধু কোথা, নলেনের কাছে?
মাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয়, লুচি দিয়ে খেলে॥
'ভোজালের পাটালি', যে খায় একবার।
কখনো সে ভুলিতে, পারে না তার তার॥
নূতন নলেন গুড়ে, মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম, অতি প্রেমকর॥
এ গুড়ে পিষ্টক হয়, বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে, সুখের আহার॥
বায়ু পিত্ত হরে করে, মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছারির, করিছে সৃজন॥
মিছারি চিনির গুণ, সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই, না হয় উচিত॥

দেখহ খেজুর গাছ, কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া, উপকার করে॥
যে তাহার মাথা কাটে, তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা, গুণের নিধান॥
কাটের ভিতরে রেখে, সুমধুর জল।
মানবে শিখান প্রভু, করুণা-কৌশল॥

শিবা সহ সদাশিব, ছাড়িয়া-কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত, এই কয় মাস॥
ফল মূল রস খান, সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীফলের গাছে॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি, তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু, বস্ত্র পরিহরি॥
স্বভাবে হইল তায়, মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা, মিষ্ট তার তার॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই, খণ্ড এক পাপ।
বাহুতুলে স্বর্গপুরে, নাচে তার বাপ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, মনে ভালবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান, পুণ্যধাম কাশী॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ়, যত সব মূঢ়?
বানে ঢুকে বৃষারূঢ়, জ্বাল দেন গুড়॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে, শোভা বাড়ে তার।

কাশী নামে নাম খ্যাত, ধবল আকার ॥
শিবের স্বজিত বস্তু, নাম হলো চিনি ।
সাহেবেরা শিরে ধরে, ভাল রূপে চিনি ॥
মহৎ কে আছে আর, আকের মতন ?
তাহারে অমৃত দেয়, যে করে পীড়ন ॥
যত পার তত খাও, দেও দেও পেটে ।
সুখেতে ভোজন কর, পাপ কেটে কেটে ॥
গেঁটে গেঁটে রস ভরা, রসের আধার ।
'মধুতৃণ' 'মহারস', নাম হোলো তার ॥
গোড়া আর মাজখানে, সুধা আস্বাদন ।
গেঁটেতে লবণ রস, মাথায় লবণ ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই, মধুময় ঘাসে ।
বপুবাসে বল দেয়, লাবণ্য প্রকাশে ॥
গুড়ের বিশেষ লোয়ে, গুণের সন্ধান ।
'শিশুপ্রিয়' অভিধান, দিলে অভিধান ॥
কি, চিনি ? কি, চিনি আমি, কি কব বিশেষ ?
সবাই মোহিত খেয়ে, মেঠাই সন্দেশ ॥
ভাতে খাও, যাতে খাও, দুধে আর জলে ।
চিনি বিনা মানুষের, আহার না চলে ॥
সব দেশে প্রিয় ইনি, সকল সময় ।
ছেলে, বুড়া, সকলের, সমান প্রণয় ॥
আহার ঔষধ চিনি, অতি হিতকর ।

চিনিতে শোধিত হয়, দ্রব্য বহুতর॥
রোগী, ভোগী, উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন, কোথা পাব আর?
আকের মিছারি হয়, অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি, কিছু নাই দোষ॥
আখে রস, রসে গুড়, গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায়, মিছারিতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে, সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব, সার উপদেশ॥
কর্ম্ম হোতে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হোতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের, সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড়, দিওনাকো মুখে।
পরম পীযূষ রস, পান কর সুখে॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার, ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি, ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কালো নানা রূপ, ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন, কৃষ্ণ বলরাম॥
বোঁটা রূপ চারু চূড়া, কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন, রাখালের সাতে॥
পতিতপাবন নাম, মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন, সকল ব্যঞ্জনে॥

চড় চড়ি সড় সড়ি, পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন, কত কত রাজা॥
অল্প দরে বহু মিলে, গোষ্ঠি শুদ্ধ বাঁচে।
গরিব নোয়াজ নাম, গরিবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায়, আহার যে করে।
রোচক, পাচক হোয়ে, বাত, কফ হরে॥
বেগুণ স্বগুণ ইথে, অগুণতো নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে, পেট ভোরে খাই॥
যে করেছে বেগুণে, এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার; তার, গুণকর গান॥

গোড়া সরু আগা গুরু, শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার, ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই, নাম ধরে মূলো।
রোগাপেটে খেতে হোলে, যেতে হয় চুলো॥
এক দিন বাবাজীরে, করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয়, সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তাঁর, সমাদর বাড়ে।
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয়, কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুইমাস সাহেবেরা; সুখে পেট পালে।
নিয়ত হাজির করে, হাজিরের কালে॥
জলপানে সমাদর, সকলের স্থানে।

কচুরির সহ প্রেম, খোট্টার দোকানে ॥
গোষ্ঠীপোসা ব্যঞ্জনেতে, বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে ॥
কচি মূলা রুচিকর, ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু, পিত্তের জনক ॥
শোথ, বাত, শ্লেষ্মা নাশে, শুখাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ, আপনি সে ধরে ॥
মূলাতে হিঙের গুণ, আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে, সবল সকল ॥
মূলক মূলক বটে, অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার, মূল পরিচয় ॥
মূলে কোন দোষ নাই, ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে, তারে দেয় মূল ॥
মূলকের কাছে কিছু, অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে, মূল রাখ ভাই ॥

প্রাচীনার স্তন সম, অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু, মোটা মুখ, বিমল বরণ ॥
কখনো মাচায় বাস, কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে, যুক্ত হোয়ে ডালে ॥
বড় বড় ধনীলোক, জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন, তেতালার ছাতে ॥

পড়িয়া চাসার হাতে, তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই, মাটিতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি, দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগিলি, ভাব অপরূপ॥
চিঙ্গড়ির সহ যোগ, লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই, মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই, যদি হয় রুচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে, বাসবের সচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে, আহারের বেলা।
ডাঁটা, খোসা আদি, কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিম্বা ঝোলে ডাঁটা, যুক্ত হোলে মাচে।
তেমন সুখাদ্য আর, জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে, সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ, অতিশয় মান॥
ভেদকর, কফকর, হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই, ইহার নিকটে॥
একমুখে কি কহিব, কত গুণ ধরে?
শুখাইয়া 'বচ' হোয়ে, কাশ নাশ করে॥
যোগী ঋষি, সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান, তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে, করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে, জীবিকা সাধন॥

তানপূরা, বীণাযন্ত্র, মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে, সর্ব্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ, গীত আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য, বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন, মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার, সকলি সফল॥

মনোহর ফুলকপি, পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন, বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা, এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে, চিরকাল বাঁধা॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে, যুক্ত হোলে কই।
যত পাই, তত খাই, আরো বলি কই?
ঘৃণার স্বভাবে যেই, নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি, নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ, দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে, যেরূপেতে খাই॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে, শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন, মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্, দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে, পালঙেতে রাখি॥

অল্প ভাগ কটু, আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে, সুপথ্য শীতল ॥
বিট নামে পালঙ, কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে, হইতেছে চিনি ॥

চুখায় চুখায় মুখ, সুখ কব কত ?
হাতে হাতে উঠে যায়, পাতে পড়ে যত ॥
অতি অম্ল, উষ্ণ করে, অগ্নির প্রকাশ।
শূল, গুল্ম, আম, বাত, শ্লেষ্মা করে নাশ ॥

অর্শরূপ বস্তু এক, মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয়, সমুদয় মিছে ॥
কচুর সমার্জে তার [illegible]তিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে, নাম দিলে মান ॥
মানদাস বাবাজীর, অভিমান নাই।
পরিমাণে বাড়ে মান, মানে দিলে ছাই ॥
মাচের সহিত প্রেম, যুক্ত হোলে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে, সে কি আর ভোলে ?
ঝোলের সহিত দেখে, মানের এ মান।
পটল পটলতুলে, করিল প্রস্থান ॥
মানের মানের কথা, কি কহিব আর ?
আনাজের রাজা ইনি, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥

শোথহর, পিত্তহর, পাকে স্বাদু, লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে, তারে বলি 'রঘু'॥
মানের কেমন মান, দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে, মানে দেও ছাই॥
দেখিয়া মানের মূল, মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত, উঠনাকো ফুলে॥
এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে, তখনি নিপাত॥

মৃত্তিকায় জন্ম লয়, গাছ যেন লতা।
একমুখে কত কব, মহিমার কথা?
পূর্ব্বে তার বাস ছিল, ইংরাজের দেশে।
'গোলআলু' নাম হোলো, বাঙালায় এসে॥
সাহেবেরা 'পটাটস্' নামে, নাম ধরি।
খানায় আনায় তারে, সমাদর করি॥
মটনের অগ্রভাগে, ধরে তার ডিস্।
সুখে দিয়ে বুকে কাঁটা, মুখে করে পিস্॥
কাঙালের ত্রাণকর্ত্তা, অধমতারণ।
অনেকের হয় তাহে, জীবন ধারণ॥
কিছু যদি নাহি পাই, মরিনেকো দুখে।
গোটা দুই ভাতে দিয়া, ভাত মারি সুখে॥
ভাতে দিই, যাতে দিই, তাতে হয় রস।

গুণভরা, দোষ নয়, আলু 'পটাটস্' ॥
ইউরোপে কোটি কোটি, শ্বেতাকার নর।
কেবল নির্ভর করে, আলুর উপর।
মাস, রুটি, নাহি পায়, দীন হীন জন।
আলুখেয়ে করে শুধু, জীবন ধারণ ॥
গুণে লঘু, সুধাস্বাদু, বল করে দান।
অবিকল গুণ ধরে, অন্নের সমান ॥

শিমের হইল জন্ম, হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি, শোভিত লতায় ॥
শরীরে সংলগ্ন শির, অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হোলে, সমাদর তাঁর ॥
শীতল অথচ রুক্ষ, পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে, বল করে ক্ষয় ॥

ভূঁই ফুঁড়ে 'পুঁই গাচ' হইয়াছে খাড়া।
অধমতারণ নাম, ধরে তার খাড়া ॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ির, সহ হোলে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয়, সুখের সুভোগ ॥
ভেদকর, শুক্রকর, কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয়, স্নিগ্ধ গুণ ধরে ॥

পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন, যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে, মাথার উপর॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত, মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি, ধ্বজা তুলে কলি॥
যবনে ভবনে আনে, যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা, জাঁকেনাকো খানা॥
লুকাচুরি খেলা তাঁর, হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস, বাবুদের পেটে॥
পাকে আর রসে প্যাঁজ, উষ্ণ নাহি হয়।
বল বীর্য্য করে আর, বায়ু করে ক্ষয়॥
মাংসভোজী জনের, বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে, সেই জানে তার॥
প্যাঁজখোর যারা তারা, আহারে সন্তোষ।
লোমকুঁড়ে গন্ধ ছুটে, এই বড় দোষ॥

শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু, অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে, নিজ কর্ম্মফল॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান।
মনোহর বৈকুণ্ঠ, ভবন যাঁর স্থান॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি, না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ, চক্রের সহিত॥
চক্র করি চক্র তার, কেটে দিলে নাক।

অভিমানে ভূতলে, পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হোয়ে তার, দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ, মাটির ভিতর ॥
সুধাময় রসে করে, ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী, কে আর এমন ?

বাহিরে গৌরাঙ্গ তার, ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন্ যাঁর, সহোদর দাদা ॥
বয়সে কনিষ্ঠ হোয়ে, জ্যেষ্ঠ গুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে, সুখের আহার ॥
ভজা, পোড়া, ভাতে আর, ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব, তাতে পাব, সুখের সুভোগ ॥
পাকে লঘু, গুণকর, দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে, চিনিকন্দ, নাম দিলে তাই ॥

কমলা কমলারূপে, অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী, বাঙ্গালের দেশে ॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে, সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই, ছিলেটের নাম ॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ, টুপিধারী যাঁরা।
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া, টেষ্ট পান তাঁরা ॥
একবার তুষ্ট যেই, কমলার তারে।

অন্য ফল আর নাহি, ভাল লাগে তারে ॥
বায়ু, পিত্ত নাশ করে, মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর, মুখের সম্বল ॥

আমড়ার চামড়ার, সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে, কথা কয় বোবা ॥
সুমধুর মিষ্টতার, গুণ কব কত?
রসনা রসিক হয়, রস পায় যত ॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবেরে, ছাইপেড়ে কাটি।
এমন্ আমড়া ফলে, কেন দিলে আঁটি?
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দোষ, আম্রাতক ধরে।
বল করে, তৃপ্তি করে, পিত্ত, কফ হরে ॥

চালতা পেকেছে গাছে, হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে, মোহিত মানস ॥
আমাদের নিকটে, আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে, যম বোলে ভয় ॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয়, নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ সুখ, মুখে কব কত?
নূতন নোলেন্ গুড়ে, অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার, মুখ ভেসে যায় ॥
তারে তারে ঢোক্ গিলে, খেতে লাগে খাসা।

রসনা রসিক হয়, গন্ধে মাতে নাসা॥
টক বটে, কষা বটে, অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল, করে পিত্ত, কফ দূর॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী, পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধিকর অতি, স্বাদু কল্পতরু॥
চালিতার অম্বল, যে জন নাহি খায়।
ধিক ধিক ধিক তার, ধিক রসনায়॥

পেকে হোলো কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী, দধিফল, গন্ধফল নাম॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু, হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয়, পাকার সময়॥
কতই আমোদ বাড়ে, করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে, ত্রিদোষ হরণ॥
শ্রমজাত-তৃষা কৃশা, হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয়, তারে তারে খেলে॥
ইহার পাতার গুণ, কি লিখিব আর?
পাতাপোড়া রসে নাশে, রক্ত অতিসার॥

বৃক্ষের উপরে হেরে, নানা কুল কুল।
লোভাকুল হোয়ে মন, নাহি পায় কুল॥
পাকালোভী পাকা খায়, কাঁচা খায় কাঁচা।

কুলেতে অকূল লোভ, বিচি নাই বাঁছা ॥
পবনের পুত্র প্রায়, অভিলাষ ভোগে।
উদর ভবনে ছাড়ে, লবণের যোগে ॥
রিপুর পঞ্চমে যার, নারীকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই, নারিকুলে কুল ॥
বিশেষ সময়ে পেলে, কুলের আচার।
কোন ক্রমে নাহি থাকে, কুলের আচার ॥
গুণেতে বদর, বায়ু, পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর, মলের রেচক ॥
কুলের মহিমা কথা, কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে, বায়ু করে ক্ষয় ॥
রেখে কুল খাও কুল, যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার, ধর্ম্ম যেন রয় ॥
এ কুলের কর্ত্তা যিনি, তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি, সকলের কুল ॥
কুল দিয়ে কূল দিয়ে, যে ধরেনা কুল।
অকূলসাগরে ক্বর, তারে অনুকূল ॥
অকূলে যে কূল দিলে, সেই দেবে কুল।
কূল কুল কোরে কেন, হতেছ ব্যাকুল ?
যাহার কৃপায় তুমি, খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর, একূল ও কূল ॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার, নহে প্রতিকূল।

সকল কুলের পতি, স্বভাব অকুল ॥
মনে যেন অভিমান, আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু, তাহে কর লয় ॥

সকলের সার মেয়া, ফল অতি খাসা।
বিশেষত শীতকালে, যদি হয় ডাঁসা ॥
কেবা জানে ডাঁসা, পাকা, কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয়, অরুচির রুচি ॥
শাঁস বিচি দূরে থাক্, খেলে পরে ছাল্।
একেবারে পরিতোষ, তৃপ্ত হয় গাল্ ॥
পাকা ফল পেলে পরে, বৃদ্ধ লোক যত।
চুষে চুষে রস খায়, যশ গায় কত ॥
বালকেতে যাহা পায়, তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাতে লয়, মাতৃস্তন ছেড়ে ॥
ডাঁশার আদর অতি, যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি, বোসে থাকে গাছে ॥
দন্তের আহ্লাদ অতি, চর্ব্বণের কালে।
কোরে অতি মন্দগতি, রস ঢোকে গালে ॥
কিন্তু পায় তার তার, রদনবদন।
আপনার অন্তহীন, হইলে মদন ॥
এবড় আশ্চর্য্য ভাব, ভেবে জ্ঞান লোপ্।
মদন হারায়ে অস্ত্র, প্রকাশে প্রকোপ্ ॥

নপাঠ, নপাঠ হোলে, মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ, কত রঙ্গ বাড়ে॥
এই বড় মনে খেদ, দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারা হোলো, বেয়ারার দেশে॥
সে দেশের খোট্টালোক, খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি, করিছ সে খানে?
ছাতু খায়, চানা খায়, ভোট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল, কি জানিবে তারা?
বাঙালী আছেন যাঁরা, তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গ দোষে অঙ্গহীন, হোয়েছে বিরূপ॥
স্বদেশের প্রতি আর, স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন, বাই যাঁর বাই॥
মোহিত হোয়েছে মন, মিঠেনের জলে।
আধা তেরি মেরি বাৎ, খোট্টাচেলে চলে।
মাচ ভাত খায় যারা, তারা চলে বেঁকে।
কায কি তোমার আর, সে খানেতে থেকে?
এদেশে বাঙালী বাবু, ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি, দর পাবে বড়॥
সেখানে তোমায় কেহ, জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে স্বোণার থালে, বালাখানা ঘরে॥
আমরা গরিব অতি, স্বোণা রূপা নাই।
ফলত সুফল তুমি, তোমারেই চাই॥

আস্বাদন এক রূপ, সম সুখ খেতে।
তোমারে ধরিব বুকে, ছেঁড়াচট্ পেতে॥
নিয়ত হাজির আমি, আঁজির তলায়।
ইচ্ছা করে কোসে খাই, গলায় গলায়॥
ডাঁসা খেতে খাসা লাগে, কত তায় সুখ।
এখন্ পড়েছে দাঁত, এই বড় দুঃখ॥
চর্ব্বণের সুখ যত, করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল, সে কাল আমার?
যে মুখে পাতর কেটে, করিয়াছি চুর।
এখন হইল তার, অহঙ্কার দূর॥
ব্যঞ্জন বৃথায় হয়, রদন বিহনে।
অদনের সুখ আর, হইবে কেমনে?
এখন পড়েনি সব, সবে গ্যাছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব, নীচে আছে কটা॥
এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু, নাহি করি আর।
ভাঙন ধরিলে গাঙে, রাখে সাধ্য কার?
এ কটা যদিন আছে, যেরূপেতে পারি।
কত চেবা, কত গেলা, গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না, এই সুখহত।
আদ্‌বুড়া কালে খাব, আদ্‌পাকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি, ফল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হরে, বহুগুণধর॥

নাশে বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, ক্রিমি, শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে, হোয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায়, এত গুণধাম।
তার পায়ে, তার পায়, করহ প্রণাম॥

তুই কন্যা অপরূপ, রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে, বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি, মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম, পাটনায় এসে॥
স্থির চক্ষে চেয়ে দেখি, উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল, আর নাকি আছে॥
যত পাই তত খাই, নাহি মিটে সাদ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই, বিচি যায় বাদ॥
কে বলে রসিক বিধি, অতি রসময়?
রসময় হোলে পরে, হেন কেন হয়?
রসবোধ নাই তোর, তাই বলি ছিছি।
বিধাতা এমন ফলে, কেন দিলি বিচি?
উদর পবিত্র হয়, যার রস খেলে।
খেতে খেতে তার বিচি, দিতে হয় ফেলে।
স্বভাবের অস্ত্রযোগে, অপরূপ কাটা।
চারু বর্ণে বিভূষিত, চৌউচির ফাটা॥
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয়, কে দিয়াছে কেটে।

এমন অমৃত ফল, কেন যায় ফেটে ?
সুরসিক লোক সব, করে অনুমান।
দেশ দোষে দাড়িমের, নাহি থাকে মান॥
দানাদার নহে যত, থোট্টা তালকাণা।
অভিমানে ফেটে তাই, দেখাতেছে দানা॥
পুনর্ব্বার ভাবি আর, এপ্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার, দেখি সমুদয়॥
যুবতীর হৃদয়েতে, পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান, বৃক্ষ কাঁটাময়॥
মানিনী রূপসী রামা, আপনারি দুঃখে।
অভিমানে ফেটে তাই, থাকে অধোমুখে॥
দান করি ভাণ্ডারের, সকল রতন।
একেবারে করিতেছে, শরীর পতন॥
ফাটিবার আর এক, আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে, করে "আয়, আয় ?
আমার নিকটে আয়, ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর, প্রসূতীর স্তন ?
চুষিলে আমার বিচি, বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু, সুধাসিন্ধু; একবিন্দু রসে॥
"আমার মধুর রস, একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেকো, জননীর ছেলে॥"
শুনরে দালিম এই, করি নিবেদন।

আমাদের প্রতি কর, প্রীতি বিতরণ ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি, উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে, নাহি কোন ফল ॥
বড় বড় বাঙালিরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ, গাছপাকা খেয়ে ॥
সেইতো শেষেতে তুমি, স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে, বস্তাপচা হও ॥
অন্তরে তোমার প্রতি, অতিশয় স্নেহ।
পচা বোলে ঘৃণা কোরে, নাহি খায় কেহ ॥
'মধুবীজ, সুফল, রোচন কুচফল'।
'মণিবীজ, রক্তবীজ, আর বৃত্তফল' ॥
নিদানে লিখিত আছে, এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে, বৈদ্য গুণধাম ॥
সকল রোগের পথ্য, পাকা হোলে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে, হরে দাহ জ্বর ॥
শুক্র, বল বৃদ্ধি করে, তারে সুমধুর।
হৃৎ, কণ্ঠ, মুখরোগ, সব করে দূর ॥
শীতল অথচ উষ্ণ, পাকে লঘু হয়।
কাশ, কফ, পিত্ত, বাত, তৃষ্ণা করে ক্ষয় ॥
শ্রম হরে, রুচি করে, অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানব আর কাকে?
কেবল মধুর হোলে, হিত করে নিছু।

হইলে অম্বলমধু, পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয়, হোলে পরে টক।
ফলত সে ফল, বাত কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে, সফল নয়ন।
তাকায় সে দিগে কেটা, পাকায় যখন॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি, গাছের তলায়।
কেবল আহার করি, গলায় গলায়॥
দিশিতেই খুসি কত, দেখি যথা তথা।
পাপ মুখে কি কহিব, 'বেদানার' কথা?
সাধুরে 'কাবেল' তোর, সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই, জঙ্গলের ফল॥
বেদানার দানারস, পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে, করি নমস্কার॥
দেখ এর গাচ কত, হিতের কারণ।
পাতা, ছাল, শিকড়, ঔষধে প্রয়োজন॥
গাচ দেখ, ফল দেখ, ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর, ফলের বিচার॥
চাকো চাকো রস লও, ফল হাতে লোয়ে।
ফলে আর বেড়াওনা, 'ফলচাকা' হোয়ে॥
তবেই সফল সব, যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল, না হয় বিফল॥
যদি বন্ধু যে গাচেতে, ফল ফলিয়াছে।

দেখিতে না পাই গাচ, কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই, গিয়ে তার কাছে?
ফল ধোরে ফল পাবে, ফল নাই গাছে॥

অনেক যতনে তোরে, রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি, গোড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণে, সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর, অতি সুখদাতা॥
হৃদয়ে ধোরেছে তোরে, বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে, কোরে হেঁট মাতা॥
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা, সকল শরীরে।
কেমকের ছাতা যেন, প্রকৃতির শীরে॥
থাকেনা রসের লেশ, নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হোয়ে যাও, পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক, রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধোরেছে যেন, পারদের রেখা॥
যার বাড়ী বাস কর, সিদ্ধ তার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই, তোর মত মিটে॥
কোথায় পায়স্ ক্ষীর, কোথা গুড়পিটে?
ছোটো ছোটো কুঁষি চুষি, মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো, সাদ নাহি মিটে।
বিচিভরা সমুদয়, কত পাব সিটে?

মনে মনে অতিশয়, খেদ আছে ভাই ।
পাখির দৌরাত্ম্যে নাহি, গাচ্‌পাকা পাই ॥
এমন বজ্জাৎ চোর, আর নাকি আছে ।
উড়ে এসে, জুড়ে বসে, সমুদয় গাছে ॥
কিচিমিচি ডাক্ ছাড়ে, বিষম বিকট ।
ভোজ্‌পুরে কোথা আছে, তাদের নিকট ?
গাচেতে পাকিলে তুমি, মানুষে না পায় ।
যোগেজাগে জাগ দিয়া, তোমায় পাকায় ॥
যেরূপেতে পাক তুমি, ক্ষতি তাহে নাই ।
আশার সময়ে তোরে, খেতে যেন পাই ॥
বায়ু, পিত্ত উভয়ে, তোমাতে হয় হত ।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে, কোফোধেত্তো যত ॥
দেখিলে তোমার মুখ, লোভ অতি বাড়ে ।
বিকার স্বীকার তবু, তোমায় না ছাড়ে ॥
পবনের প্রবলতা, আমাদের খেতে ।
কোনরূপে ভয় নাই, কত সুখ খেতে ॥
শিশিরে ছোফলা তুমি, অতি সুমধুর ।
মুখে গিয়ে অরুচির, রুচি করে দূর ॥

এসেছে কাবুল হোতে, সুধার আঙুর ।
মানস মোহিত হেরে, রূপের ভাণ্ডার ॥
সমাদরে রাখে তারে, কৌটার ভিতর ।

তুলার তোষক গদী, করে থর থর ॥
তথাচ গলিয়া যায়, এমন কোমল।
রুচির রজত রূপ, করে ঝলমল ॥
বহুমূল্য ফল এই, তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে, স্বাদ লয়, ভাগ্যধর যেই ॥
গরিবে জানে না নাম, দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম বোলে, উঠে দেয় ছুট ॥
বধূর অধরে এত, মধুর কি আছে ?
সুরসের উপমেয়, হবে এর কাছে ?
মৃতকে অমৃত করে, অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময়, কিছু নাই দোষ ॥
রোগ ভেদে পথ্য নয়, করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার, সুখের আহার ॥
গালে দিয়ে স্থির হোয়ে, যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু, কত গুণ তার ॥
স্মরিবে বিভুর গুণ, মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে, টলিবে শরীর ॥

সুখের সুফল পেস্তা, বিচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে, খেয়ে ফেল কাঁচা ॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো, সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে, কত সুখ ওঠে ॥

পেস্তার মেঠাই অতি, উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম, আর কিছু নয়॥
পাকে গুরু, গুণেতে, গরম অতিশয়।
বল, বীর্য্য বৃদ্ধি করে, পিত্ত করে ক্ষয়॥
আর আর যত মেয়া, পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ, আমাদের হিতে॥
কত তার সুখ ভোগ, যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার, কত উপকার॥
কতরূপে কৃষকের, হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে, মানস সফল॥

তাম্রকূট তরু চারু, দৃশ্য সুখ তায়।
সারি সারি বাতাসের, সুরে শারি গায়॥
এক পত্রে কত গুণ, পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে, যে পেয়েছে, তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায়, গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক্, ফুড়ুক্ টানি, গুড়ুক্ করিয়া॥
কত কত মহীপাল, উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে, ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম, চিন্তা উভয়ের, বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উস্কিবার কাটি॥
বড় বড় সাহেবেরা, করেতে ধরিয়া।

মধুর অধরে ধরে, চুরুট করিয়া ॥
ধূম্রপান আস্বাদন, যে জন না পান।
বদন সদনে দেন, যুক্ত করি পান ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি, সঙ্গে লন্ তাঁরা ॥
না লইলে সর্ব্বনাশ, নাম তার 'নাশ'।
বিচারের স্থানে হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি নাশ ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ, নস্য গুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ, হ্যাঁচ্ হ্যাঁচ্ হেঁচে ॥
বিশেষত ধনীলোকে, সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে, পেঁচোয়ার টানে ॥
আল্‌বোলা বোল্‌বোলা, বুদ্ধি খুব পায়।
শীতকালে বন্ধু তার, তাম্রকূট ভায়া ॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান, দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, থেলো আর ডাবা ॥
এ শীতে শীতল হোয়ে, ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই, কড়ার হিসাবে ॥
শিশিরে তামাক টান্, যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে, দিনপাত হয় ॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে, ধুম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার, কিরূপেতে চলে ?

ধূম্র পানে সুখী হন, সকল সুধীর ॥
মুখ-রোগ হরে, করে, দাঁতের কুশল।
দন্তরোগে রোগী নয়, "চুরুটে" সকল ॥
দিবানিশি "পিকা (১)" খায়, জালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বাড়া নাই, উড়ের মহলে ॥
যত সব নারী নর, দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ, মুখ-সুখ, তারা ভাল জানে ॥
রসে তিক্ত, ক্রিমি, কাশ, রোগের নাশক।
সততই রুচিকর, অগ্নির দীপক ॥
গুড়ুকের গুণ মুখে, ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর, প্রেমকর, প্রিয় অতিশয় ॥
পুলকে পূরিত করে, কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে, ভাবের উদয় ॥
ভাব হয় অনুকূল, বচন রচনে।
যত টানি টানাটানি, নাহি হয় মনে ॥
বল করে, বুদ্ধি করে, করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি, এমন তামাক্?
যে করে লেখক্ হোয়ে, ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হোক সেই, গুড়ুকের দাস ॥
কফ, আমজ্বর হরে, শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুঃখ নাই, সব দিকে সুখ ॥

---

(১) উড়ে ভাষায় চুরুট।

গীত, বাদ্য, নৃত্য যারা, করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে, পরম রতন॥
এ তামাকে যে করিল, এত গুণময়!
তার প্রেমে মন আর, প্রাণ কর লয়॥

রজনী বেড়েছে শীতে, ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও, হরষিত মনে॥
কয় মাস খাও মাস, উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাচ, যতন করিয়া॥
পরিপাক পাবে সব, করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল, ভাবনা কি আর?
নিশিতে নিদ্রার আর, কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোক্ পচে তবু, না হয় প্রভাত॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে, ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয়, ক্ষুধায় কাতর॥
মাস, মাচ, ডিম খাও, রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর, রুটি আর ভাতে॥

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু, বাতহর, বল, বীর্য্যকর॥
রূপেতে মোহিত করে, মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে, এ হাঁসের ডিম॥

সিদ্ধ খাও, ভাজা খাও, সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও, আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর, এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হোলে, নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায়, এ হাঁসের ডিম।
মরুক্ সে চিরকাল, খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার, বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায়, আহারের সুখ॥

ডিমভরা কাঁকড়া, এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয়, অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি, কি কব বদনে?
মোহিত হয়েছে মন, লোহিত বরণে॥
ডিম খাও, মাস খাও, খোসা দেও ফেলে।
বল করে, বায়ু হরে, পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ, কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ, সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও, উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার, অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই, খেয়ে গায় যশ।
মর্কটে জানিবে কি সে, কর্কটের রস?

জলের ভিতরে মাচ, কত রসভরা।
দাড়ি, গোঁপ, জটাধারী, জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন, গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা, মধু তার পায়॥
বিশেষত শীতকালে, অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি, মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙুড়ি মাচ, নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে, এলাইয়া কোঁচা॥
'কালিয়ে, পোলাও' রাঁধো, রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও, ভেজে খাও, হবে মুখপ্রিয়া॥
ভিতরে থাকিলে ডিম, কি কহিব আর?
ত্রিভুবনে নাই হেন, সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হোয়ে, বল বৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা, পাকে গুরু মেদ. পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী, চিঙুড়ির ঘুষো।
সুমধুর, বাতহর, পয়সায় ছুশো॥
মূলক, বেগুণ, শাক, যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ, সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা, ভারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর, এমন কে পারে?

শুখায়েছে ঝীল, বিল, খানা, সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয়, চুনা বহুতর॥
টেঙরা, মৌরলা, পুঁটি, বেলে আর চাঁদা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত, রাঙা, কালো, শাদা॥
এই শীতে তারা অতি, উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য, নাশে দোষত্রয়॥
স্বাদুরসা, লঘুপাকা, রুচিকর আর।
বল, শুক্র করে, করে, বাতের সংহার।
কে জানে অম্বল, ঝোল, কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও, তাতে সুখ, যদি হয় তাজা॥

মীনরাজ রোহিত, অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর, সকল সময়॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ, শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে, মিঠে জল খেয়ে॥
কাতলা, মৃগেল আদি, বড় মাচ যত।
রুয়ের শ্রীপদতলে, সবাই প্রণত॥
কতরূপ সুখোদয়, ভোজনের বেলা।
তেল, কাঁটা আদি করি, নাহি যায় ফেলা॥
কামুকের কত সুখ, কুলটার কোলে।
রসনা যে সুখ পায়, এ মাচের ঝোলে॥
পলায়ের রাজা মাচ, না হয় এমন।

সুধার আধার এই, রুয়ের ব্যঞ্জন ॥
বল দেয়, বুদ্ধি দেয়, বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে, মুড়া খেলে পরে ॥
চক্ষুরোগা যারা তারা, গুণ জানে ভালো।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে, অন্ধকারে আলো ॥
যার জন্যে রুই, মানবের সার।
সাধু সাধু সাধু সেই, মানবের সার ॥

লাউ আলু বেগুণ, বাজারে দেখে ভাই।
কই, কই? কই, কই? করিছে সবাই ॥
কেহ যদি কহে ওই, আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ, করে কই কই ॥
কেহ কয়, কাঁটাময়, সাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই, নাম পেলে কই?
আমি কই এর সম, ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া, কই, কই কই ॥
সকল গুণের নিধি, দোষ ইথে কই?
যত পার পেট ভরে, সুখে খাও কই ॥
এমন মধুর মাচ, নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী, উভয়ের সম উপকার ॥

যুবকের কত সুখ, যুবতীর কোলে ?
কতবা অমৃত আছে, বালকের বোলে ?
কত বা আমোদ হয়, পূর্ণিমার দোলে
সকল আমোদ এই, মাগুরের ঝোলে
বায়ু নাশ করে হরে, অর্শ অতিসার।
অথচ করেনা কফ, পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই, শিঙি নাম যার
হিঁদুর নিকটে নাই, সমাদর তার॥
ফলে হয় গুণময়, ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি, রাখিয়াছে মান॥

ভেটকী, ভাঙন, বাটা, পারিসার ঝাঁক।
আমলেট্ আদি করি, মাচের কি জাঁক!
বাজারে বাজারে দেখ, সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে, দিয়া দুনা দর॥
লোনা গাঙে জন্ম লোয়ে, এ সকল মীন্।
হইতেছে আমাদের, পেটের অধীন॥
সকলে সুখাদ্য হয়, অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি, যাই বলিহারী॥
শীতকালে সুখী সেই, কড়ি আছে যার।
ধনের যোগেতে হয়, ভোগের আহার॥

ভবন যাঁহার ভরা, ধ্যানে আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায়, যাহা লয় মনে॥

পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে, যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা, এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটোবেলে, বেলে গুড়্‌গুড়ি।
এক আনা পণে পাই, মাচ এক ঝুড়ি॥
বেগুণেতে মজে ভাল, চড়্‌চড়ি তার।
ভুলিতে কি পারে কভু, যে পেয়েছে তার?
হলুদের জলে গুলে, এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়্‌চড়ি কর, কাটে দিয়া জ্বাল॥
এমন্ মধুর আর, পাবেনা পাবেনা।
হেন সুখসেব্য আর, খাবেনা খাবেনা॥
নগরের ধনীলোক, খেতে নাহি পান।
উত্তরে মিঠেন জলে, বসতির স্থান॥
ভাগ্যধর দূরে থাক্, সে দেশের দীন।
এ শীতে আহারে দুঃখী, নহে কোন দিন॥
তাজা তাজা তরকারি, তাহে নেটোবেলে।
অমৃতের স্বাদ পেয়ে, পেটে দেয় ফেলে॥
মিছে মরি গুণ লিখে, খেতে নাহি পাই।
ইচ্ছা করে এখনি, নগর ছেড়ে যাই॥
সে দেশে আমার বাস, যে দেশে এ মাচ।

মেচনীর কাছে গিয়া, কিনি বাছে বাছ॥
বুকে কোরে নিয়ে আসি, নিজে রাঁধি ভাই।
সাধ পূরে এক দিন, পেট্ ভোরে খাই॥
মনে মনে আশা তাই, এই বেলা যেতে।
শীতকালে গেলে আর, পাবনাক খেতে॥
আহারের কালে হয়, অতিশয় তোষ।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই, কিছু নাই দোষ॥

নয়ন জুড়ায় দেখে, অতি প্রেমকর।
"খয়রার" পেট যেন, ময়্রার ঘর॥
অড়রের ডেলে তার, তার যায় মেতে।
তাজা তাজা খর ভাজা, মজা বড় খেতে॥

মানবের উপাদেয়, আহার কারণ।
জলে করিলেন বিভু, মীনের সৃজন॥
সব দিকে উপকারী, এই জলচর।
আহার, ঔষধ, মীন, পথ্য শুভকর॥
সলিল-শাখির এই, ফল সুধাময়।
দেবের দুর্ল্লভ ধন, এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার, খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর তাই, দিয়াছেন বিধি॥
ভাত মাচ খেয়ে বাঁচে, বাঙালী সকল।

ধানভরা ভূমি তাই, মাচভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই, যদি নাহি হবে।
এত ধান, এত মাচ, কেন বল তবে?
যে করিছে শস্য আর, মাচ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার, ডুবে রও মন॥

মৃগ, মেষ, ছাগ, কূর্ম্ম, পাখী জলচর।
কয় মাস, কয় মাস, অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ, নিদানে প্রকাশে।
বল করে, রুচি করে, কফ হরে মাসে॥
শ্রমী আর অগ্নি বলি, এই দুজনার।
তরস (১) ভোজনে হয়, কত উপকার॥
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ, আর যক্ষ্মাকাশ।
এ সব বিনাশ করে, প্রসহের (২) মাস॥

---

(১) তরস—মাংস।

(২) প্রসহ—হিংস্রক পক্ষী ও পশু। কিন্তু সকল প্রকার প্রসহ-মাংস হিতকর নহে; পক্ষির মধ্যে চীল, ফিঙ্গে, ক্রোর, বাজ, কাক ও পেঁচা প্রভৃতি কয়েকটা পক্ষী অত্যন্ত মন্দ। তাহাদিগের মাংস অতিশয় অনিষ্টকর। এবং পশুর মধ্যে বানর, বিড়াল, শৃগাল ও কুক্কুরাদির মাংস বিধেয় নহে, কারণ অশেষ প্রকার পীড়ার আকর, এজন্য অত্যন্ত নীচলোকেরাও উল্লিখিত প্রাণিপুঞ্জের মাংস সকল আহার করে না।

সকল প্রসহ মৃগ, ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর, প্রেম যাহে হয়॥

ছাগল ভোজনে হয়, পাগল সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর, রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল, পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু, পিত্ত, কফ, দোষের আধার॥

মেষমাস ভার বটে, শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে, দুঃখ হয় দূর॥
তরুণ মেষের অতি, মনোহর কীর (১)।
তার কাছে কোথা আছে, চিনিমাখা ক্ষীর?

বনচর, বনচর, পাখী আছে যত।
হরিয়াল, চকা, ডাক, আদি শত শত॥
এসব আহারে হয়, দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে, বৃদ্ধি করে বল॥

কত মতে শুভ হয়, কচ্ছপের মাসে।
বল, মেধা, স্মৃতিকর, শোথ-দোষ নাশে॥

---

[১] কীর—মাংস।

সহজে কোমল অতি, নানা গুণধর।
বাতহর, শুক্রকর, নেত্র-হিতকর॥

শিশিরে মৃগের মাস, প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে, অগ্নি করে, পাকে লঘু হয়॥
সন্নিপাত হরে, করে, শরীর সবল।
ছয় রসে অনুকূল, মধুর শীতল॥
কফ, পিত্ত হরে, করে, ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত গুণ, ধরে সুলোচন (১)॥
কৈলাস শিখরে থেকে, হোয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (২) করেন সুখে, হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে, এই কৃষ্ণতার (৩)।
কতবার লয়েছেন, কৃষ্ণ তার তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি, কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাই, উদরে হরিণ (৪)॥
এ হরিণ বাসি হোলে, মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে, সিদ্ধ কর আগে॥

---

[১] সুলোচন—হরিণ।
[২] হরিণ—শিব।
[৩] কৃষ্ণতার—হরিণ।
[৪] হরিণ—বিষ্ণু।

পরে সেই জল আর, খড় গুলি ফেলে।
ভালকোরে ভেজে লও, সুরিষার তেলে॥
মেটে আর পচাগন্ধ, দূর হবে তায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ, ঘৃত মসলায়॥
পচা মাসে পুঁই-খাড়া, সুধার সমান।
সেইজন সুখে খায়, যে জানে সন্ধান॥
কাননের নিকটেতে, বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাস, খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া, হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর, রচা যাবে কত?

মাংস ভোগ রাজভোগ, ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু, ইহার সমান॥
বলকর, বুদ্ধিকর, সর্ব্বগুণধর।
হৃদয় প্রফুল্লকর, সদা সুখকর॥
যে মাসে যাহার রুচি, তাই খাও সুখে।
কোন কালে নিন্দা কথা, এনোনাকো মুখে॥
ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী, খাবে প্রেম ভরে।
আহারের পাঠ যেন, না উঠে উপরে॥
তাহাতে যে সব দোষ, জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল, সকল নবীন॥
জীবন হতেছে রক্ষা, যার দুগ্ধ খেয়ে।

কল্যাণকারিণী সেই, জননীর চেয়ে ॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে, যুক্তি তায় ন্যানা।
বিচার করিলে যায়, সহজেই জানা ॥
নিত্য যারা মাংস খায়, হয়ে প্রেমাধীন।
বলী তারা, জ্ঞানী তারা, সদাই স্বাধীন ॥
যে নর না মাংস খায়, পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার, বৃথায় উদর ॥
আমিষ-আহারীদলে, কোন দুখ নাই।
মাংসভোজী পশু, পাখী, সবল সবাই ॥
ইউরোপ আদি করি, ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে, সদাই স্বাধীন ॥
ভারতে যখন ছিল, ব্যবহার কীর।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল, সবে ছিল বীর ॥
ধন, মান, যশ, ভাগ্য, স্বাধীনতা, সুখ।
সমুদয় ছিল, নাহি ছিল, কোন দুখ ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী, হিন্দু সমুদয় ॥
প্রচুর প্রমাণ তার, নানা গ্রন্থে আছে।
সকলই প্রিয় ছিল, মাসে আর মাছে ॥
মাংস, মাচ, হিতকর, যদ্যপি না হবে।
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণ, কেন লেখে তবে ?
সব দেশে সব শাস্ত্রে, ভেষক নিপুণ।

লিখেছে বিশেষ কোরে, আমিষের গুণ ॥
আমিষ ভোজনে যদি, না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন, লিখিবেন শিব?
যে মানব ঘৃণা করে, আমিষ আহারে।
পশু বোলে সম্বোধন, করেছেন তারে ॥
জীবের কারণে হলো, জীব বহুতর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর ॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ, শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন, ব্যতিক্রম নেই ॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই, মুখের ভিতর ॥
রদনে অদন সুখ, বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম, দন্ত দুই পাশে ॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে, ভ্রান্ত তবু জীব।
হায় হায়! নাহি বুঝে, নিজ নিজ শিব ॥
এ মতের বিপরীত, কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি, গ্রহণীয় নয় ॥
সে যে মত, মত নহে, মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয়-মত, কে বলে অক্ষয়?
প্রণিধান কর সবে, গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হোলে, ক্ষয় বলি কারে?
অক্ষয়, অক্ষয় মত, ভেবে ভ্রমে রয়।

ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায়, সে নয় অক্ষয় ?
আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল॥
নোদে, শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি॥
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে॥
কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায়, বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবা নিশি মাথা ঘোরে, সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে, লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার, শক্তি তাঁর কই ?
কলম ধরিলে হাতে, মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর, কথা নাহি স্ফুরে॥
মাংস, মাচ বিনা আগে, ছিলনা আহার।
কিছু দিন করিলেন, বিপরীত আর॥
শেষেতে পেলেন তার, সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল॥
সমাজ হাঁসিছে তাঁর, ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি, বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পোড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।

শুধু মাচ, মাস নয়, আরো আছে কিছু ॥
সমুদয় ফুটে লেখা, না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত, পানের সহিত ॥
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা, ফেলে দেও "কুম (১)"।
মাস, মাচ, ভাত খেয়ে, সুখে দেও ঘুম ॥
করোনাকো ধুম্ ধাম্, টুম্ টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার ॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাথ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে, নাহি ঘটে দায় ॥
পাকতেল মাথ আর, নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর, যা হয় বিধান ॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখিছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন, কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যত দিন, সৃষ্টির বয়েস।
তত দিন আছে এই, মতের আদেশ ॥

---

[১] কবি, নিজে টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, "কুম নামক একজন গ্রন্থকারের মতে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার শেষভাগে কতিপয় চিকিৎসা-শাস্ত্রানভিজ্ঞ অতথ্যদর্শী লোকের অস্থির অভিপ্রায়ানুসারে আমিষ ভক্ষণ অবিধি লেখেন এবং স্বয়ং তাহাতে মত প্রদান করেন, এইক্ষণে তাহার ভোগ বিলক্ষণ রূপেই ভুগিতেছেন।" মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, কবির একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

দ্রব্যের যে গুণ হয়, সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন, তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ, রোগ ভেদে, খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি, বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হোয়ে উপদেশে, করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ, গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে, আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও, নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাকো আর॥
শেষে তুমি চেলা হও, মন করি কষা।
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা॥
সেই গুরু গুরু হয়, গুরু বোধ যাঁর।
গুরু নিজে লঘু হোলে, কিসে হবে ভার?
"রাজসিক" এই ভোগ, দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময়, দয়াময় তিনি॥
ইথে যদি না হইবে, মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিতনা, বিধান প্রচার॥
যিনি সর্ব্বশিবময়, সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর, মহিমা প্রচার॥

কোন দিকে নাহি দেখি, কিছুর অভাব।
সমুদয় সম্পাদন করিছে স্বভাব॥
সর্ব্বকালে ভবধব, দীন দয়াময়।
সমভাবে আমাদের, আছেন সদয়॥
বিশেষ এ শীতকালে, দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে, শস্যের ভাণ্ডার॥
ফল, মূল, শস্য কত, আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন, পরমান্ন শেষে॥
আস্বাদনে রসময়ী, হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর, মহিমা ঘোষণা॥
প্রণয় পীযূষ তাঁর, সুখে কর পান।
ভাব ভরে উচ্চ স্বরে, কর গুণ গান॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময়, প্রাণনাথ বোলে।
কৃতজ্ঞতা রসে যাও, একেবারে গোলে॥

পৌষপার্ব্বণ।

রাগিণী আড়ানাবাহার,—তাল আড়খেমটা।

এবারে বছরকার দিন, কপালে ভাই,
জুট্‌লোনাকো, পুলি পিটে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার,
মোর্চ্ছে লোক, কপাল পিটে॥

ভাত না পেয়ে উদর ভোরে, কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার শস্তা কোরে,
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে ॥
ঘরে হাঁড়ি ঠঁঠনাস্তি, মশা মাচি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি,
একটু কাপড় নাইকো পিটে ॥
দারা, পুত্র হন্‌হনাস্তি, অস্তি, নাস্তি, নজানস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥
আদ্ পেটা ভাত কদিন্ খাবো, দুদিনেই তো মোরে যাবো,
পেটের জ্বালায় জ্বোলে বুঝি,
বেচ্‌তে হোলো কোটা ভিটে ॥
ভিটে গেলে যথা তথা, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,
কাঁদ্দে হবে বোসে ঘাটে ॥
কোস্কে গেলো, "আস্কে" খাওয়া 'চেলের পানে যায় না চাওয়া,
তিল্ নারকেল, তেলের দাওয়া,
টাকায় দুখান নাগরী চিটে ॥
গিন্নী মাগীর বদন্ বাঁকা, হাতে মাত্র দুগাছ্ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল্ ভাঙে আস্ত ইটে ॥

রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে, কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাক্‌রা বুড়ো ন্যাক্‌রা করিস্?'
বোলে দেবে খ্যাংরা পিটে ॥
পোষ্ পার্ব্বণ গেলো শাদা, হোলোনাকো বাঁউনি বাঁদা,
ঘরে বোসে মিছে কাঁদা,
মোলেই যাবে সকল মিটে ॥
যার্ কাছে যাই মাথা খোঁড়ে, দুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জাম্‌ড়া পোড়ে,
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে ॥
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে, চাল্ কোটা নাই কারো ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে,
মরে কেবল্ মাথা কুটে ॥
মেয়ে গুলো বেঁধে খোঁপা, তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষ্ গুলো তাদের্ কাছে,
পারেনাকো কথায় এঁটে ॥
রান্নাঘরে কান্নাহাটি, তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হোলেম্ মাটি,
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে ॥
ভিক্ষে করি চুরি করি, ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি,
খাবার কুমীর কেবল তারা,
তাদের তো না * * ॥
কাঁসারি পসারি কত, ছুতোর্, ধোবা, 'মামা' যত,

তারাই থাচ্ছে রাজার মত,
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে ॥
নিত্তি আনে নূতন কড়ি, ভেট কিমাচে, কুমড়োবড়ি,
জ্ঞাৎকুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ী দিচ্ছে গেটে ॥
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে, আয়েস্ পূরে পায়েস্ খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর, ঢেঁকুর তুলে,
শুচ্ছে সুখে ছাপর খাটে ॥
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে, কারকাছে না পারি যেতে,
বিষ্ হারাণো ঢোঁড়ার মত,
অভিমানে মরি ফেটে ॥
পেট পুড়ে যায় অনাহারে, ফুটে নাহি বলি কারে,
ধ্যান কোরে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কাঁদি, এসে মাটে ॥
মাজে মাজে উপবাসী, পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে ॥
হাসিও পায়, কান্না ধরে, এবারে ভাই অনেক ঘরে,
বৌ, শাশুড়ী, ননদ্ ভেজের,
চুকলি করা গেল উঠে ॥
পূবের বাড়ীর সেজোদাদা, দুখান্ গয়না দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,

ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে।
তাই দেখে "বৌ" রেগে মরে, কোনো কিছু থাক্‌লে ঘরে,
বেচে খেতেম্‌ বাঁধা দিতেম,
শোধ যেতো শেষ খেটে খুটে॥
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে, বেড়িয়ে এলেম্‌ তাদের কাছে,
নানা মত গোড়ে তারা,
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে॥
মুখের পানে ছিলেম্‌ চেয়ে, 'দুখান্‌ একখান্‌ যাওনা খেয়ে,'
একটিবারো এমন কথা,
বোল্লেনা কেউ মুখটি ফুটে!
হোলে পরে মুচি হাড়ি, গিয়ে যত বাবুর বাড়ী,
সাপুর্‌ সুপুর জুব্‌ড়ে দাড়ি,
মেরে দিতেম পাৎড়া চেটে॥
বামুন্‌ বাড়ী গেলে পরে, ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে,
বেড়িয়ে এলেম ঘুঁটে ঘেঁটে॥
পাতের এঁটো যাহা ছিলো, একটি বামুন দিয়ে ছিলো,
ঘাঁটা ঘোঁটা, কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বমি উঠে॥
ডেকে নিয়ে সমাদরে, শ্রদ্ধা কোরে দিলে পরে,
এঁটে উঁটে খেব্‌ড়ে বোসে,
পেটে পুরি সেঁটে সুঁটে।

যদি আনি মেগে পেতে, পেট ভোরে পাবোনা খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা,
মুখে দিয়ে একটু ছিটে।
দেখতে পেলে চৌকীদারে, ধোরে দিবে কারাগারে,
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে,
আস্তে যেতেম্ লুটে পুটে॥
শাস্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী, গেলে পরে মারে কাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে,
যেতে হবে কলের ঘাটে॥
এ পাড়ার ঐ কর্ত্তা বুড়ো, নিত্তি মারেন্ পাঁটার মুড়ো,
খুড়ো আমার ভাইপো বোলে,
একটি দিন না দিলেন্ বেঁটে॥
দয়াল বাবু কোথায় আছে, পূর্ব্বে আশা গেলে কাছে,
দয়াল্ নয় সব কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো, মুখে মিটে॥
গোরাচাঁদের মেলায় যাবো, মেলায় গেলেই হেলায় পাবো,
দুঃখী দেখে দয়া কোরে,
অম্নি দেবে চিটি কেটে।
পূজা করে ভক্তি ভরে, পূজা করায় ঘরে ঘরে,
দুশো, পাঁশো, সাৎশো হাজার,
কত দিলে লিখে চিটে॥
এমন দাতা আছে কেবা, সুখে করায় উদর সেবা,

পিটে পুলির ছিটে গুলি,
মার্কে কোসে আমার পেটে ॥
ভাল ঘরে জন্ম লোয়ে, একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন মজুরি খেটে খেতেম্,
হোলে পরে নগ্দা মুটে ॥
শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কাণে, তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল ভেক্ভেকানি সার হয়েছে,
কার কাছে তা বোল্বো ফুটে?
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা, আমার হোয়ে খাবে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেবো,
হাত বুলায়ে তাদের পেটে ॥

বর্ষবিদায়।

ওরে ও চৌষট্টি সাল্। (১) সাল নোস্ তুই সাল্ ॥
তোরে কেটা বলে কাল্? কাল নোস্ তুই কাল।
দেখ্ দেখ্ এই বর্ষে। কি হয়েছে এই বর্ষে ॥
রাজা প্রজা তোর পর্শে। কেহ আর নাহি হর্ষে।
সম দশা সবাকার। ঘরে ঘরে হাহাকার ॥

(১) সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

হোয়ে গেল ছারখার। সবে দেখে অন্ধকার॥
যত সব দুরাচার। করে যত অত্যাচার॥
কাট্ কাট্ মার্ মার্। মুখে রব যার্ তার্॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাঁকা খাড়ু নাহি আর॥
পতিহীন হোয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে॥
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই॥
বিদ্যাসাগর্ নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা?
বিয়ে হোলে বেঁচে যেতো। সাধ পূরে খেতে পেতো।
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায়॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া॥
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সে জলের ভাঁটি ধারা॥
সাগরের লোণাজল। বাণ ডাকে কল কল॥
তত দূর নাহি যায়। ত্রিবেণীতে লয় পায়॥
মুক্ত বেণী এ ত্রিধারা। যুক্তবেণী-পারে তারা॥ (১)
ভবিষ্যতে হোতো ভালো। জ্বলিত ভাগ্যের আলো।
সদুপায়ে হোলে গতি। পুনরায় পেতো পতি॥

---

(১) যুক্তবেণী—প্রয়াগ। সিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দুরমণী বিধবা হয়; এখানে কবি, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছেন।

দুষ্ট লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় তাপ॥
কার ঘাড়ে কার বোঝা॥ কিছু নাহি যায় বোঝা॥
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়॥
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে বা পড়ে বালি॥
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায়॥
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন্ খুলে। ফের্ তাহা দিস্ তুলে॥
সাগর ডাগর হোয়ে। নাগর নাগরী লোয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়?
শত্রু লোক হাসালি। আঁখি জলে ভাসালি॥
রাগ কোরে যত রাঁড়ে। সাঁপ দেবে হাড়ে হাড়ে।
জাননা সতীর সাঁপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর সাঁপ। যম বলে বাপ্ বাপ্॥
সব দিকে নষ্ট তুই।. ঘাড় ভেঙে পুঁতে থুই॥
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে। রাহু আর কেতু পোড়ে॥
চিরজীবি জীব যারা। এখনিই মরে তারা॥
তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয়॥
ভাল ভাল ভাল পয়্। সৃষ্টি আর নাহি রয়॥
লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে। অমঙ্গল দেশ জুড়ে॥
আলক্ষ্মীর্ আগমনে। সবাই প্রমাদ গণে॥
জিনিষের অগ্নিদর। বাঁচে কিসে দুঃখী নর?

কি হইল হায় হায়! অনাহারে মারা যায়॥
অকাল হইল শেষে। মহামারি দেশে দেশে॥
বিদ্রোহিরা করে পাপ। ভূপতির মনস্তাপ॥
যারে যারে মর মর। নরকে প্রবেশ কর॥
মন্ত্রপোড়ে ভস্ম ছাই। তোমার বিদায় গাই॥

জড় কোরে পৃথিবীর, যত ছেঁড়াচুল।
জড় কোরে পৃথিবীর, যত কেশেফুল॥
তাহাতে মাখানো গেল, ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই, ডাঁই ডাঁই, গোবরের গাদা॥
কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী।
কাটিয়া পায়ের নখ, করিয়াছে কাঁড়ি॥
পুকুরের পানা আছে, কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে, আনিয়াছে ডোম॥
ছেলে বুড়ো আদি করি, আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায়॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায়॥

হাবাতে বছর ওই, যায় যায় যায়।
আলক্ষ্মীপিশাচী তার, পাছে পাছে যায়॥
ছুঁওনা, ছুঁওনা ওরে, পালাও পালাও।

পাকাটির আটি সব, জ্বালাও জ্বালাও ॥
উড়ায়ে তুষের ধূম, নৃত্য কর সুখে।
আলাই, বালাই, দূর, মন্ত্র পড় মুখে।
কাপাশে তুলার বিচি, দেও ছড়াইয়া ॥
শতমুখী রত্নে দেও, হার গড়াইয়া।
কাণাকড়ি যত দেও, মানা নাই তায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম বল বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

ও পাড়াতে গাধা আছে, মরে চেঁচাইয়া।
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া ॥
সে গাধার ডাক্ আর, শুনা নাহি যায়।
জ্বালাতন সব লোক, গাধার জ্বালায় ॥
মস্তক মুড়ায়ে দেও, কিছু নাই গোল।
আন্ আন্ ছেঁদামালা, ঢাল্ ঢাল্ ঘোল ॥
বিদায়ি দানেতে ভাই, হওনা কাতর।
রাস্তায় নালায় আছে, গোলাপ আতর ॥
বগল বাজাও সবে, হোগলকুঁড়ায়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥
রাম বল্, বাঁচিলাম, ঘাম এলো গায়।
কুলোর বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায় ॥

নিন্দকের দাঁতঘসা, জিবঘসা জল।
খলের খলতারূপ, আধারীয় স্থল॥
বিছুটির খেৎ দেও, বিছানা করিয়া।
আলকুশি দেও তায়, বালিস ধরিয়া॥
মশারি খাটাতে আর, হবেনা জঞ্জাল।
ঝুলের ঝালর দে'য়া, মাকড়্সার জাল॥
বস্ত্র দেও, জুতো দেও, দেও অলঙ্কার।
আঁস্তাকুড় ধোরে দেও, করুক আহার॥
পড়িয়ে এড্রেস খানি, ফেলে দেও পায়।
লক্ষীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল দায়॥
রাম্ বল, বাঁচিলাম্, ঘাম্ এলো গায়।
কুলোর্ বাতাস্ দিয়ে, কররে বিদায়॥

ঠেঁটিকাটা।

ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে॥
ভদ্র কর্ম্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ, কিছু নাহি মানি॥
যেখানেতে বাস করি, নিজ আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায়; সেই দেশ ছেড়ে॥

বিচার না করি কভু, মান অপমান।
সমাদর অনাদর, সকলি সমান॥
পিপে শুদ্ধ পার কোরে, শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্॥
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম ঝম ঝম, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥

ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ, নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার, শ্বশুরের বাড়ী॥
ইয়ারের ভাবে যদি, তুষ্ট রহে দেল্॥
তুল্যরূপে জ্ঞান করি, স্বর্গ আর জেল্॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে, খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ, বাহির হইয়া॥
আমার প্রতাপে ধরা, হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয়, কত বড় বীর॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা, মেরে এক দম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্॥

বয়স বাড়িছে যত, পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি, নটবর বেশ॥
গোডিম ভাঙ্গেনি যবে, উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি, পিতৃ-পিণ্ড লোপ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া, বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া, পদসেবা করে॥
চক্ষে দেখে চুপমেরে, কাষ্ঠ হন বাবা।
গোটুহেল্ ওল্ড ফল্স, ড্যাম্ ড্যাম্ হাবা॥
আমার বুদ্ধির কেউ, নাহি পায় ফম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্?
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম ঝম্।
একেতো মোহনমূর্ত্তি, মুখে মিষ্ট মধু।
দম্ দিয়া বার করি, কত কুলবধূ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি, বাহাদুরি ঢাক্।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি, কেটে নিজ নাক্॥
তটস্থ সকল লোক, দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি, মধ্যভাগ দিয়া॥
লাগে লাগে লাগে ফের, লাগে লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে, ফিরে আসি আগে॥

কত মিত্র ধরে মিত্র, সব হবে গম্ ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম্ ?
বাবা কিসে আমি কম্ ?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ ।
এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

কাণকাটা ।

বীরভাবে স্থিরচিত্ত, নৃত্য করে বীর ।
প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর ॥
বীরাসনে করে বীর, মহিমা প্রকাশ ।
টল টল ঢল ঢল, খল খল হাস ॥
হেরিয়া ভক্তের ভঙ্গি, ভয়ে কাঁপে যম্ ।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্ ?
বাবা কিসে তুমি কম্ ?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥
জারি কোরে দিলে তুমি, যত পরিচয় ।
সে দফাতে কোন অংশে, আমি কম নয় ॥
কত শত হাতি ঘোড়া, গেল রসাতল ।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া, দেখ মোর বল !
আমার নিকটে তুই, নাহি পাস কম্ ।

লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
বাহাদুরি দেখালাম, এক চালি চেলে।
আমি আছি ঠিক বোসে, তুই গেলি জেলে।
উপশক্তি প্রসাদেতে, উপশক্তি ধরি।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে, নাশ করি অরি॥
বিপ্রের রুধির ভাবি, ব্রাণ্ডি আর রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্?
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥
হাসাইলি সব লোক, ডুবাইলি নাম।
জীবন বৃথায় তার, বামা যারে বাম॥
নিরুপমা মনোরমা, গুণধামা বামা।
হৃদয়ে বিরাজ করে, তুল্য কেবা আমা?
জয় শব্দে বাজে ভেরি, ভভ ভম্ ভম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্?
বাবা কিসে তুমি কম্।
ফাইট্ লড়েগা ফের, কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥

মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত,
অবিরত উপকার পান।
তোমাদের মত হলে, বিধি আছে আছে বলে,
এখনই দিবেন বিধান॥
পুঁথি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি,
কহিবেন হইয়া প্রধান।
হিন্দুবালা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্ব্বার,
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ॥
শাস্ত্র এই, বিধি এই, অর্ব্বাচীন মূঢ় যেই,
বলে সেই ইথে নেই বিধি।
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে,
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি॥
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তারা কয়,
পরিণয় নয় নয় বলে।
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
অনুরোধ উপরোধ চলে॥
কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল,
গোলে মালে হরিবোল পাড়ে॥

সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া,
মতামত আমাদের ঘরে।
আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
টোল কোরে গোল কোরে মরে ॥
আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
কেটে কুটে করি ছারখার।
তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু,
দেখ কত ক্ষমতা আমার ॥
করিলাম এই পণ, স্মার্ত্ত আছে যত জন,
দেখি দেখি কেবা কিবা বলে॥
বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে ॥
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
কোরো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
অন্ন বিনা মারা নাহি যায় ॥

তোষামুদে।

তোষামুদে যারা তারা, সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে, আপন সুসার॥
ভুঁড়ি মারে টপ্পা গায়, টাকা ভেবে ঘার।

বয়ে মরে রাশি রাশি, 'যে আজ্ঞার' ভার॥
মূলেতে নিপাত করে, পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাঁদুরে গাছ তারা॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ, নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত, ফেরে পিছু পিছু॥
বাগানেতে শশা তোলে, পাড়ে পিচ নিচু।
কথায় কথায় কহে, জল উঁচু নীচু॥
তখন সেরূপ করে, বুঝে অভিপ্রায়।
বাবুজী বলেন যাহা, তাহে দেয় সায়॥
যদ্যপি বলেন বাবু, "কেমন গোবিন।
মানুষ কি ভাল নয়, বামুন নবীন?"
গোবিন বলেন, "বাবু তাই বটে বটে।
গুণ জ্ঞান কিছু নাই, সে বেটার ঘটে॥
ফোতোজারি করে সেটা, মিছে ঘুরে মরে।
বাহিরেতে কোঁচা লম্বা, অষ্টরম্ভা ঘরে॥
আপনি আসিতে দেন, কে করিবে মানা?
চিরকেলে পাজী তারা, সব আছে জানা।"
গোবিনের কথা শুনি, শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি, বলেন এমন।
"গোবিন কি শুন নাই, এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক, বিদ্যা আছে তার॥
কহিতে বলিতে ভাল, অতি সুভাজন।

আচার ব্যাভার সব, হিঁদুর মতন।"
গোবিন কহেন শুনে, "হাঁহাঁ মহাশয়;
বাবু যাহা কহিলেন, সত্য সমুদয়॥
চিরকাল মান্য তারা, সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী, ধন ভাল আছে॥
যেমন স্বরূপ নিজে, গুণ সেই মত।
পারসি ইংরাজি জানে, শাস্ত্র জানে কত।
গোষ্টিপতি বটে তারা, গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে যারে তারে, অন্ন করে দান॥
নবীনের বাড়ী আমি, যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত, পেটভোরে খাই॥"
বাবু কন "গোবিন, এসেছে এক খোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার, সঙ্গে এক ঘোড়া॥"
গোবিন্দ কহেন, "বটে, দেখিয়াছি তারে।
সে ঘোড়া আকাশে নাকি, উড়ে যেতে পারে?
পাছে নাহি দয়া হয়, হতেছে ভাবনা।
আমি কি তাহাতে বাবু, চড়িতে পাব না?"
এইরূপ যত আছে, তোষামুদে দল।
বাবু কাবু করিবারে, করে কত ছল॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ, সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হোয়ে, করয়ে অহিত॥

ইংরাজ সম্পাদক।

এদেশেতে আছ যত, সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের, বড়ভাই দাদা॥
তোমরা সকল মতে, সবাই প্রধান।
রাজজাতি, রাজপ্রিয়, রাজবৎ মান॥
ধীর বট বীর বট, দুদিকেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও, সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে, জেনে সব, তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ, সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের, তুল্য কভু নই।
বল, বীর্য্য, সাহস, সহায়হীন হই॥
আগেই তোমরা আছ, উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে, একপাশে পোড়ে॥
তুলেতে হয়েছি নীচু, খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু, হেসে মরি তাই॥
আপনারা বড় বড়, কি তায় সংশয়?
বড় বোলে প্রকাশিত, বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায়, কিসে করি স্থির?
সমান দেখিনে কেন, ভিতর বাহির?
বাহিরেতে ধোপদাস্ত, ধপ ধপ্ শাদা।
ভিতরেতে ঘিন ঘিন, পাঁকভরা কাদা॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, নহে অন্যমত।
দুদিক সমান হোলে, সুখ হোতো কত॥
যাহোক্ তাহোক ফলে, বৃথায় বচন।
গোটাদুই কথা বলি, কথার মতন॥
যখন বসেছ ভাই, সম্পাদকী পদে।
মত্ত যেন হওনাকো, অভিমান-মদে॥
রাগ, দ্বেষ, অভিমান, আর অহঙ্কার।
পাপকর পক্ষপাত, কর পরিহার॥
নিয়ত বিরাজ করি, তোমাদের করে।
পক্ষের লেখনী কেন, পক্ষপাত করে?
এডিটরি কর্ম্মে শুধু, ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন, কলঙ্ক প্রচার॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে, সেই ধর্ম্ম ধর।
নৃপতিরে ন্যায়মত, উপদেশ কর॥
এদেশের বর্ত্তমান, যত যত ভূপ।
ব্রিটিসের আনুগত্য, করিছে কিরূপ?
দরশন করিতেছ, যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই, কর একবার॥
তোমাদের কেন হয়, এমন ব্যাপার?
হিতে ভেবে বিপরীত, একে ভাবো আর॥
একজন কর্ম্মফলে, করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতি মাত্রে, বিধি হয় রোষ?

শরীরের একভাগে, দোষ যদি হয়।
এ বোলে কি সব দেহ, কাটা বিধি হয়?
এক দন্ত দুঃখকর, হোলে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত, কে ভেঙেছে কবে?
নানা পাপে পাপী নানা, দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে, দোষী হোয়ে রবে?
বিশেষ বাঙালী ভেতো, আমরা সবাই।
কোনকালে কোনোরূপ, দোষমাত্র নাই॥
রাজভক্ত অনুরক্ত, সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে॥
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে, খাঁড়া ওঁচাইয়া?
হায় হায় কার কাছে, করিব রোদন!
তোমাদের এ কথা কি, কথার মতন?
বল আছে, বোলে লও, ইচ্ছা যে প্রকার।
সে বলে না হেন কথা, ধর্ম্মবল যার॥
যাঁরা হন সুবিচারী, ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ?
জয় হোক্ ব্রিটিসের, ব্রিটিসের জয়।
রাজ-অনুগত যারা, তাদের কি ভয়?

বাজী। (১)

ভারতের অধিশ্বরী, মাতা মহারাজী।
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোষের বাজী॥
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধূমধাম, ধূমের ব্যাপার॥
বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগরে॥
ছোট, বড়, কত লোক, মাঠের ধোধারি।
কিলিবিলি করে যেন, পিঁপীড়ার সারি॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নোয়া।
যে দিকেতে দৃষ্টি করে, সে দিগেই "ধোঁয়া"!
দড়ী আর দরমার, প্রাণ হোলো হত।
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শতশত॥
ছুঁচুনি হইল ভাল, যেমন ফাগুনি।
তোপের নিদান মাত্র, কোপের গাছুনি॥
জে, আর, পিয়ার্সন, বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্ সাবাস তুমি, কাজে খুব দক্ষ॥
এ যে বাজী, টাকাবাজী, বাজী বড় জোর।
বা-জী, কি, বাজী হয়া, রাজী হয়া ভোর॥

(১) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতেশ্বরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার দুর্গপ্রান্তরে যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

দেখিয়া অবাক হোয়ে, সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে?
যে খেয়েছ তার তার. সেই জানে, জানি
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পস্তানি॥
রাজপদে অভিষিক্ত, বিলাতের নর।
জ্যাকেট, কামিজপরা, শ্বেতকলেবর॥
যা কর, তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
"বেলাক নেটিব" যত, মরিছে জ্বলিয়া॥
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার, বলিহারি যাই॥
দেখিতে কেমন মজা, হইলে বাঙালী।
পোঁতামুখ ভোঁতা হোত, খেয়ে করতালি॥

ডুয়েল যুদ্ধ।

বিলাতী সভ্যতা তোরে, বলিহারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি, আর কোথা নাই॥
হাসি খুসি, রঙ্গ রস, অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব. নাহি থাকে আর!
নিজ গুণ লোয়ে সদা, বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয়, ডুয়েল লড়াই॥

মরিতে মারিতে পটু, ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছু মাত্র দয়া নাই, প্রাণের উপর॥
প্রথমে প্রথম গুণে, ধরা দেখে শরা।
একাকী পঞ্চম নয়, ছয়খানি ভরা॥
তিন কাণা আগে কিন্তু, পঞ্জুড়ির জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ, বাজী করে ভোর॥
পথে রথে গুতা গুতি, জুতা জুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা, দোষ বড় নয়॥
এ কেমন দোষ বল, এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে, নাহি ছাড়ে ফোঁস॥
প্রথমেতে মাতামাতি, কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি, বিচারের স্থলে॥
ভিতর বাহিরে লাল, কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে, শোভা পায় ভালো॥

হিন্দুকালেজ।

নগরে অনেক কেলে, হিন্দুর কালেজ্।
গেল তার 'হিন্দু' নাম ঘুচিয়াছে তেজ্॥
মদকের মণ্ডা নাই, পড়িয়াছে মেজ্।
জাতি গিয়া একেবারে, হোয়ে গেল হেজ্॥
এর্ পরে মিসেনরি, রেতে জ্বেলে সেজ্।
খুলিবেন "থিয়েটরে", বাইবেলের পেজ॥
কায নাই নিয়ে আর, ইংলিস নালেজ।
কালেজের নাম হোলো, খিচুরি কালেজ॥(১)

ব্যোমযান।

উড়িয়াছে আকাশেতে, সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে, প্রফুল্লমানস॥
সাবাস সাহস তার, কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে, সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত, করে হই হই।
দেখি যত আমি তত, কত সুখী হই॥
নয়ন নিমিষহীন, এক দৃষ্টে রই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি, ক্ষণকাল বই॥
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই।
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই?

(১) হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্র গ্রহণ করায় ইহা রচিত হয়।

কেহ বলে, দেখা যাবে, এইখানে রই।
কেহ বলে, এতক্ষণে, হোলো চাঁদসই॥
হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে, মেঘের উপরে॥
নিরখি নীরদ তারে, হোয়ে হৃষ্টমন।
পুন পুন প্রেমভরে, দেয় আলিঙ্গন॥
ভূলোক পুলকপূর্ণ, আলোক ঈক্ষণে॥
ত্রিলোক করিছে জয়, গোলক গমনে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে, এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ, ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোকে, নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে, স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে, ধরাতলে, নিদাঘের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া, নীহারনিলয়ে॥
মানব আসিছে উড়ে, শূন্যের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, অঙ্গ থর থর॥
দ্বিজরাজ পায় লাজ, দিলে মুখঢাকা।
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা॥
কেহ বলে, দেখিছে, আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববৃক্ষের মূল, আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন, যুক্তি সহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ লোয়ে, চাঁদ ধরিবারে॥

একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা।
পেটভোরে খাবে গিয়া, সুবিমল সুধা॥
চন্দ্রলোকে মৃগয়া, করিয়া এইবার।
পোষা মৃগ কেড়ে লবে, কোল থেকে তাঁর॥
অকলঙ্ক হবে শশী, হারাইয়া শশ।
ভাল রে গগনগামী, ভাল তোর যশ॥
আর বার ভাবি যত, আকাশের তারা।
তারা নয়, তারা হয়, তারানাথ-দারা॥
বিনোদ বিমানে বসি, বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি, পরিতেছে গলে॥
নবীন নায়ক পেয়ে, সুখী সব তারা।
পুরান নাগরচাঁদে, নাহি চায় তারা॥
তারাহারা তারাপতি, পেয়ে অতি দুঃখ।
লাজে তাই গগনেতে, লুকায়েছে মুখ॥
লোকে কয় কুহূনিশি, মাখিয়াছে মসি।
তাহা নয়, খেদে অদ্য, অনুদিত শশী॥
যদি বল এ প্রকার, হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন, ভূতলে পতন?
শুন সার বলি তার, বিবরণ মূল।
চাঁদের অমৃত খায়, চকোরের কুল॥
ঘেরিয়াছে আশ পাশ, স্থিরপক্ষ ধোরে।
রাখিয়াছে সুধাকর, একচেটে কোরে॥

তারা দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাখী।
"চাঁদের চকোর," নাম, চন্দ্রকোলে থাকি॥
রাত্রি দিন সমভাবে, রোয়েছি "টাইট,"।
এ আবার কোথা হোতে, আইল "কাইট,"
বিনা সূত্রে উড়িয়াছে, কেমন "কাইট,"।
পাখা নাই শূন্যে এসে, কেমন "কাইট," ॥
নাহি বলে, বলে চলে, কলের "কাইট,"।
মর্ত্তলোকে শব্দ করে, "কাইট, কাইট," ॥(১)
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে ঊর্দ্ধে, যুদ্ধের "সাইট,"।
হরিয়া লইবে শশী, করিয়া "ফাইট," ॥
মনে এই ভাবিয়াছে, হইলে "নাইট,"।
কেড়ে লবে আমাদের, চাঁদের "রাইট," ॥
চেলেছে নূতন কল, জ্বেলেছে "লাইট,"।
এখনি নাশিব তারে, করিয়া "বাইট," ॥
চঞ্চল চকোরচয়, চঞ্চুর আঘাতে।
"কাইট, রাইট," করি, দিলে অধঃপাতে॥
খোঁচা খেয়ে ধূম গেল, ধূম কিসে আর।
পুনর্ব্বার এসে করে, ধরায় বিহার॥
কেহ বলে আছে এই, শাস্ত্রের বচন।
অতি উচ্চে উঠিলেই, পশ্চাতে পতন॥

(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ, কলিকাতায় প্রথম ব্যোমযানে উঠেন; ইহা তদুপলক্ষে রচিত।

ঝড়।

(২ রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৯ সাল।)

জগতের আয়ু তুমি, বায়ু নাম ধর।
বায়ু রোধ করি শেষ, আয়ু বায়ু হর॥
ভূতের প্রধান তুমি, ভূতরাজ নাম।
জল স্থল অনল, আকাশ তব ধাম॥
জলের জীবন নাম, নাম মাত্র সার।
তুমি কর জীবনের, জীবন সঞ্চার॥
আগুণে কি গুণ আছে, দীপ্তি কোথা তার?
তুমি তার সখা বোলে, করে অহঙ্কার॥
প্রতিভা প্রকাশ তার, তোমায় পাইলে।
অনল সলিল হোতো, তুমি না থাকিলে॥
ক্ষিতির যে খ্যাতি কিছু, সুযশ সৌরভ।
সে কেবল আপনার, গুণের গৌরব॥
ধরা ধরে হৃদয়েতে, বস্তু যত যত।
তোমার করুণা বিনা, সব হয় হত॥
স্থাবর জঙ্গম, জীব, জন্তু সমুদয়।
তোমার চালন বিনা, পালন কি হয়?
একবার ধর যদি, বিপরীত রীতি।
কোথা থাকে ক্ষিতি তার, কোথা থাকে স্থিতি?

আকাশের শোভা শুধু, তোমার কারণ।
যতনে তোমারে তাই, কোরেছে ধারণ॥
স্থলে জলে ঘটে ঘটে, থাকিয়া আকাশ।
তোমারে হৃদয়ে ধরি, বাড়ায় উল্লাস॥
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ, তোমার কৃপায়।
ভাল মন্দ গন্ধ সব, নাসাপথে ধায়॥
পদার্থের দোষ গুণ, ঘ্রাণেতে জানিয়া।
উত্তম গ্রহণ করি, অধম ছাড়িয়া॥
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ।
বায়ুর বিচিত্র গতি, অতি অপরূপ॥
নিরাকারে চলিতেছ, ভয়ঙ্কর চেলে।
না জানি কি হোতো আর, হস্ত পদ পেলে॥
এই চলি, এই বলি, চলাবলা যত।
কল বল সকল, তোমার হস্তগত॥
তুমি না চলালে নাই, চলিবার কল।
তুমি না বলালে নাই, বলিবার বল॥
কলেরে বিকল করি, দেহ কর মাটি।
সকল কলের কল, তুমি "কলকাটী"॥
এ কলে এ কলকাটী, যে জন চালায়।
সাধু সাধু সাধুহে, প্রণাম তাঁর পায়॥
প্রণিপাত তোমারে হে, প্রতাপী পবন।
ভব মাঝে তব সম, আছে কোন জন?

কখন কি ভাবে থাক, বুঝে উঠা ভার।
ত্রিভুবন জয় করে, বিক্রম তোমার॥
বানরের পিতে তুমি, অনলের মিতে।
ক্ষণমাত্রে পার সব, রসাতলে দিতে॥
উগ্রভাবে একবার, হইলে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে, ঠেকাঠেকি হয়॥
ত্রিভুবন রেখে দেও, এক ঠাঁই কোরে।
রবি শশী পড়ে খসি, তারা যায় ঝোরে॥
আকাশের চাল ভেঙ্গে, পাতালেতে চালো।
পাতালের জল তুলে, আকাশেতে ঢালো॥
ইন্দ্রধাম উপুড়িয়া, ফ্যালো নাগপুরে।
নাগপুর ইন্দ্রধামে, শূন্যে উঠে ঘুরে॥
নীচু গিয়ে উচু উঠে, উচু পড়ে নীচে।
মাঝে থেকে মাজখান, মরে আগে পীছে॥
স্থির মূর্ত্তি ধরি তুমি, থাক যে সময়।
সে সময়ে স্থিরভাবে, থাকে সমুদয়॥
চরাচরে স্বভাব, স্বভাব ভাল ধরে।
পেয়ে শিব যত জীব, গুণগান করে॥
মনে কর কি কোরেছ, গত শুক্রবারে।
হুলস্থূল বাধায়েছ, অখিল সংসারে॥
একে সবে বায়ু বলে, হারায়েছে দিশে।
তাহে বায়ু, বায়ুগ্রস্ত, রক্ষা আর কিসে?

কাণ পেতে সমীরণ, শুন শুন সব।
চারিদিকে হইতেছে, কত কলরব॥
বাগানেতে দেখিয়াছি, গাছে নিচু নিচু।
এখন সে নিচু মাঠ, নাহি আর কিছু॥
পুত্র তব লঙ্কাপুরে, বিস্তারিয়া গ্রাস।
রাবণের মধুবন, কোরেছিল নাশ॥
তুমি তার বাপ বটে, ধর বহু বল।
কটাক্ষে করিলে শেষ, সব মধুফল॥
তোমারে সাবাসি আছে, গুণে নাই ঘাটি।
এত খেয়ে গল দেশে, বাধে নাই আঁটি॥
খেলে খেলে, আঁব খেলে, ক্ষুধা ছিল যেন।
ছোট বড় গাচ্ সব, পেটে দিলে কেন?
বংশ সহ বংশ নাশ, করিয়াছ তুমি।
বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া, কোরেছ সমভূমি॥
উদরে পূরেছ কত, সাঁই সাঁই হাঁকে।
কাকের কোরেছ শেষ, বাঁকি আর কাকে?
মেষ খেলে, অজা খেলে, মজা দেখি এতো।
কেমনে খাইলে কাক, সে যে বড় তেতো?
পেটের জ্বালায় খেলে, হাতি ঘোড়া সাপ।
হারায়েছ হিঁদুয়ানী, ছুঁলে হয় পাপ॥
ঘর খাও, দ্বার খাও, খাও তরি তরু।
পবন "যবন" হোলে, খাইয়াছ গরু॥

এপাপে তোমার কি হে, জাতি আর আছে?
গঞ্জনা খাইতে হবে, অঞ্জনার কাছে॥
যখন হেদোর জলে, করিয়াছ স্নান।
কুইন্স কালেজে গিয়া, পাইয়াছ স্থান॥
ইস্কুলের ঘরে ঢুকে, কোরেছ ভ্রমণ।
ছুঁয়েছিলে ওগেলবির, খানার বাসন॥
তখনি জেনেছি মনে, ঘটিয়াছে দায়।
বাতাস লেগেছে তার, বাতাসের গায়॥
সে বাতাসে বাতাসের, ধর্ম্ম হোলো নাশ।
খ্রীষ্টান হইয়া বায়ু, খাইল গোমাস॥
এই ভয় বানরী সে, নেবে কিনা ঘরে।
ফলে তুমি তেজিয়ান, দোষ কেবা ধরে?
জগতের প্রাণ হোয়ে, প্রাণের বাতাস।
জগতের করিয়াছ, কত সর্ব্বনাশ॥
সমভূমি করিয়াছ, গোলাগঞ্জ গ্রাম।
গ্রাম নাই ধাম নাই, আছে মাত্র নাম॥
হাহাকার পড়িয়াছে, প্রতি ঘরে ঘরে।
বাস্ত গেল, বৃক্ষ গেল, কোথা বাস করে?
অনাহারে হাহাকারে, প্রাণে মারা যায়।
দেশে আর তরু নাই, কোথায় দাঁড়ায়?
গৃহ আর বৃক্ষাঘাতে, মোলো কত লোক।
পরিবার কাঁদে পেয়ে, ঘোরতর শোক॥

কারো দারা, কারো পুত্র, কারো বন্ধু ভাই।
কারো কারো সংসারেতে, কেহ আর নাই॥
পতি-শোকে সতী কাঁদে, সতী শোকে পতি।
সুত শোকে প্রসূতীর, দারুণ দুর্গতি॥
সমীরণ এসকল, তব অত্যাচার।
হাহারবে ভরিয়াছে, অখিল সংসার॥
যা খাবার খাইয়াছ, দোহাই দোহাই।
আর তুমি খেয়োনাকো, খেয়োনাকো ভাই॥
মারিয়াছ, মারিয়াছ, বটে সমুদায়।
তুমিওতো মোরে ছিলে, পেটের জ্বালায়॥
হোয়েছিল যে প্রকার, ওলাউঠা জোর।
টেনেছিল যমরাজ, মরণের ডোর॥
ভাগ্যে কাছে অহিফেণ, মদ্য ছিল যাই।
লাডেনম্ পেটে দিয়ে, বাঁচিয়াছি তাই॥
অনেক দেখিতে পাই, আরোগ্য লক্ষণ।
ঘুমাও, ঘুমাও, তুমি, ঘুমাও এখন॥
ঘোটেছিল কি প্রমাদ, দেখ দেখি বুঝে।
কুপথ্য কোরোনা আর, থাকো চোক্ বুজে॥

ছুটি ।

শুনিয়া ছুটির কথা, কুটিয়াল যত ।
গালে হাত চিৎপাত, প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
বিশেষতঃ দূরবাসী, পাড়াগেঁয়ে যারা ।
দম্ ফেটে সারা হয়, মারা যায় তারা ॥
ধরিয়াছে ছটফটি, যায় মাত্র কুটি ।
বার মাস কষ্টভুগে, অষ্ট দিন ছুটি ॥
বাটী আসা আশা মনে, কত দিন জাগে ।
পূরাবে মনের সাধ, কত অনুরাগে ॥
কে করে বাজার হাট, মুখে নাই রব ।
আট দিন ছুটি শুনে, কাঠ হোলো সব ॥
পড়িল মাথায় বাড়ি, বাড়ীর ব্যাপারে ।
আর কারো বাড়ি নাই, কমী একেবারে ॥
চোকে দেখে অন্ধকার, হারাইল দিশে ।
যেতে যেতে আশা যায়, আসা যায় কিসে ॥
যাবো বটে রবোনাকো, পূরিবেনা আশা ।
শ্রীপদে প্রণামি দিয়া, শুধুমুখে আসা ॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে, মিছে ছুটাছুটি ।
যেতে যেতে পথে পথে, ছুটে যাবে ছুটি ॥
নাহি রবে প্রবাসে, নিবাসে নহে যোগ ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার, যেমন স্বর্গভোগ ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে, হয় লুটালুটি।
কুটি গিয়া দুঃখে করে, মাতা কুটাকুটি ॥
এক দৃষ্টে আছে কেহ, নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে, নিশ্বাস ফেলিয়া ॥
কেহ বলে বাপ্ কত, করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক্ বোলে, কেহ দেয় শাঁপ ॥
কলমের সহ নাহি, যোগ করে কালী।
ভেবে ভেবে কালী হয়, বলে কোথা কালী ॥
হায় হায় এই ভাগ্যে, ছিল কি আমার।
ওমা দুর্গে, ঘোর দুর্গে, ফেলিলে এবার ॥
তোমার পূজার কালে, ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব, বছরের সাদ ॥
তবে বল দয়াময়ী, বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাবনা আর, স্ত্রী পুত্রের মুখ!
বুঝিতে না পারি কিছু, বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন, কোম্পানির মন?
বিলাতী বণিক যত, এতে নয় মেল।
মেল মেল বোলে সবে, কোরেছে বেমেল ॥
সে মেলে, সে মেলে কিনা, আসে যে কি মেল।
মেল হোয়ে এবার কি, পাবোনা ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী, এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি, ধারি বল ধার?

কেহ বলে মেজের কি, দোষ আছে তাতে।
পোড়েছে রাজ্যের ভার, পিসীমার হাতে ॥
সাহস ভরসা নাই, দৃশ্য বটে নর।
কোনদিকে ছোট নন, ছোট গবানর ॥
ছোট বড় দুই তুল্য, কেহ নয় লঘু।
একজন বন বিবী, আর জন ঘুঘু ॥
কেহ কয় শুন ভাই, আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি, আছে যত জন ॥
তাঁদের নিকটে গিয়া, করি নিবেদন ॥
তবেই হইবে গ্রাহ্য, এই আবেদন ॥
চেষ্টায় দেখিতে হয়, যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন, হোয়ে যাবে জিত ॥
আর জন বলে ভাই, এরূপে কি পার্ব্বি ?
যেওনারে বাপ বাপ, সেখানেতে হার্ব্বি ॥
আপনি মরিবি প্রাণে, আমাদের মার্ব্বি।
চাকরির দফাটি কি, একেবারে সার্ব্বি ?
কাঁচা খেকো বোঁচা সেটা; কাছে যেতে নার্ব্বি।
হার্ বিরে, হারবিরে, হারবিরে হার্ বি ॥
কেহ কহে হারবি কি, হারবি ধরিনে।
'ডরিনে' ডরিনে আমি, 'ডরিনে' ডরিনে ॥
ডালহৌসী তারে বলে, ডালে হৌস্ যার।
কতদিকে কত আছে, ডালপালা তার ॥

এডাল ওডাল দেখ, যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র, মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি, মূল যায় ধরা।
ধরা বাৎ, বাজীমাৎ, ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত, এরূপ প্রকার।
হেনকালে পাইল, সঠিক সমাচার॥
শ্রীগোপাল পক্ষ হোয়ে, পক্ষ লক্ষ্য করি।
করিল বিপক্ষ জয়, এক পক্ষ ধরি॥
এক পক্ষ ছুটি পেয়ে, দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ, এমন কি হয়।
হয় নাই, হইবে না, হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে, মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের (১) জয়॥

(১) মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষ।

তৃতীয় খণ্ড।

যুদ্ধ।

সিপাহী-যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা।

কর কর কর দয়া, দীনদয়াময়।
হর হর হর নাথ, বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে, কোনরূপ দায়।
রাজা প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু, সুবিমল স্নেহ।
যেন আর হাহাকার, নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে, যত দুরাশয়।
তাদের পাপের ভার, কত আর সয়?
ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ?
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে, কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে, কে লইবে আর?
সব দিকে রক্ষা কর, এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই॥

করুণাকর হে, করুণা কর।
হর হে সকল, বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে, চরণে তব।
প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ, হৃদয়ে রোয়ে।
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে॥
তোমারি চরণ, স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি॥
কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয়, মনেতে রাখি॥
ধর হে আপন, প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর॥
পালন শাসন, তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা, রাখিতে হবে॥
পামর্ পাতকী, পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা, করিছে কত॥
অদোষে হইয়া, কুপথে রত।
রমণী, বালক, করিছে হত॥
শুনিয়া বধির, হতেছি কাণে।
সহেনা সহেনা, সহেনা প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া, হোয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে, ধরিব প্রাণ?

দেখিতে কিছুতো, নাহিক বাঁকি।
তপন-শশাঙ্ক, তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে, যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত, তোমার কাছে॥
অন্তর বাহির, অধীপ হোয়ে।
কিরূপে এখনো, রয়েছ সোয়ে?

বিলাপিনী ছন্দ।

দয়াবান, ভগবান, দয়া দান, কর।
দিয়ে জয়, সমুদয়, শত্রুভয়, হর॥
সবাকার, তুমি সার, মূলাধার, হরি।
কোথা নাথ, ভবতাত, প্রণিপাত করি॥
প্রতিক্ষণ, জ্বালাতন, দুখে মন, দহে।
বার বার, অনাচার, কত আর, সহে?
তোমা বই, কারে কই, হোয়ে রই, স্তব্ধ।
অনিবার, অশ্রুধার, হাহাকার, শব্দ॥
এ বিপদে, রাখো পদে, দুটী পদে, ধরি।
প্রতীকার, কর তার, সুবিচার, করি॥
কলেবর, জর জর, অতি খর, তাপে।
ধরাধর, থর থর, ঘোরতর, পাপে॥
এ দেশের, বড় ফের, পাপিদের, দাপে।
টলটল্, টলমল্, ধরাতল্, কাঁপে॥

হও মূল, অনুকূল, শ্বেতকুল, পক্ষে।
সমুচয়, শক্রক্ষয়, তবে হয়, রক্ষে॥
অতি ক্ষীণ, জ্ঞানহীন, চিরাধীন, যারা।
মেরে লাপ, কোরে পাপ, দেয় তাপ, তারা।
আজ্ঞাচারী, রক্ষাকারী, অস্ত্রধারী, যত।
একেবারে, এপ্রকারে, পাপাচারে, রত॥
নরপশু, হরে বসু, করে অসু, নষ্ট।
হতরব, কত কব, কত সব, কষ্ট?
কি বিশাল,,সেনাপাল, বামাবাল, নাশে।
অকারণে, ক্রোধমনে, প্রভুগণে, শাসে॥
যে বিহিত, কর হিত, সমুচিত, স্নেহ।
নিজবলে, দুষ্টদলে, রসাতলে, দেহ॥

নানা সাহেব।

নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার, কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?

প্রকাশিছে পাপপন্থা, হোয়ে পন্থী "ঢুঢু" ।
'ঢু' মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার "ঢুঢু" ॥
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না ।
অধর্ম্মের অন্ধকারে, হইয়াছে কাণা ॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

কাণপুরের যুদ্ধে জয়।

রেক্তাচ্ছন্দ। (১)

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে।
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।

---

(১) এই ছন্দটী অক্ষরগত নহে, মাত্রাগত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই ছন্দের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বতন লোকেরা টিকেরার ও কাড়ার বাদ্যতালে এই ছন্দ গান ও পাঠ করিতেন।

আত্ম সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে ॥
হোয়ে সে পুত্রহত,
হোয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হোলো না সন্তান ॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,
পুত্র হোলো 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা ॥
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পক্ষি যেন, না করিতে পারে ॥
নানা, কি, নানাকেলে,
নানা, কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি?
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হোয়ে স্বেচ্ছাচারী ॥
হোলে সে পাসার ছেলে,
হোলে সে পাসার ছেলে, চাসার চেলে,
কেন তবে চলে?
হোয়ে কাল, বামা, বাল, নাশে নানা ছলে ॥
হোলো সে হোলোই হিন্দু,

হোলো সে হোলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে॥
সেটাতো একা নয়,
সেটা তো একা নয়, ছুরাশয়,
ভাই তার ভোঁলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা॥
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, ফেরে গাধা,
বড় দাদার হিতে।
"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তাঁর মিতে"॥
জুটেছে সমান ছুটো,
জুটেছে সমান ছুটো, দাঁতে কুটো,
কোর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ি, ফির্ব্বে দেশে দেশে॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো কোরে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা, যে পন্থী ঢুঢু,
তারা, যে পন্থী ঢুঢু, ঘরে ঢুঢু,
গেল ছারে খারে।

হাড়ে মাটি, বাড়ে দুর্ব্ব, হোলো একেবারে।
বিথুরে আর কি আছে?
বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি॥
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বোলে ছুটে॥
হোয়েছে হতভোম্বা,
হোয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি॥
কোরেছে যেমন মতি,
কোরেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে॥
ছেড়ে দেও বামুন বোলে,
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
থাবড়া মেরে, হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,

যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি,
কোর্ব্বে গোরা সবে ।
বাঘেরে গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে ?
নানা, না, পাপী নানা,
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
কায়ো না রে কেহ ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হোতে হবে ।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
সেটাতো কতক ভাল,
সেটা তো কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে বটে ।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করেনিকো বটে ॥
তবুতো অত্যাচারী,
তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হবে ।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥
হোয়ে সে রাজ্যছাড়া,
হোয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে ?

কর্ম্ম দোষে, ধর্ম্ম দোষে, অধঃপাতে যাবে ॥
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গোমর করে কিসে?
চামর হোয়ে, কোমর বেঁধে, সমর করে কীসে!
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কোসে।
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে খোসে ॥
মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে সিং,
কিং হবে বোলে।
কুর্ত্ত হোয়ে ধূর্ত্ত খান, অভিমানে গোলে ॥
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম-সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হন্যা হোয়ে মোরে যাবে, খেউ খেউ ডেকে ॥
থেকে, সে অনুগত,
থেকে, সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি দোষে মরে।
খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এত ভাই বড় মজা,

এত ভাই বড় মজা, হোয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে॥
হ্যাদে কি শুনি বাণী?
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হোয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥
হোয়ে শেষ নানার নানী,
হোয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানির মুলুকে কি, বর্গিগিরি খাটে?
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে,
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে ঝুকে।
চোড়ে ঘাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে॥
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা বোলে।

কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্বোলে ॥
কেবলি মর্জ্জি তেড়া,
কেবলি মর্জ্জি তেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামিতে ভরা।
টেনি পোঁরে চটে বোসে, ধরা দেখে সরা ॥
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া,
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্ক।
একরত্তি বিষ নাইকো, কুলোপানা চক্র ॥
সাজরে যত গোরা,
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হোয়ে, রক্ত খাও ফেঁড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও, খেয়ে সেরি, হোয়ে মেরি,
পাত্র হাতে ধোরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্ হিপ্ হোরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,

এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, ঈশু-গুণ গেয়ে॥
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি॥
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড।
কলিন কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, কোরে দাও গয়া॥

দিল্লীর যুদ্ধ।

ভারতের প্রিয়পুত্র, হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে, ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ, করুণা নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান॥
কুজনের কদাদেশে, কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল, বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ, হোয়ে বলবান।
হোরেছিল প্রজাদের, ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিক, দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি, বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে, করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত, ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি, তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে, হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হোলো, শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর, কিছু নাই ভয়॥
পুড়ুক বিপক্ষদল, মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস ধ্বজা, সমুদয় স্থলে॥
ঝুড়ুক্ দুষ্টের মাথা, যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক্ ফুড়ুক্ করি, গুড়ুক্ কে খাবে?

ধুড়ুক ধুড়ুক্ কোসে, তোপ্ দিলে দেগে।
ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ সব, ভয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল, একে একে সোরে।
ঘেউ ঘেউ, ফেউ ফেউ, কেঁউ কেঁউ করে॥
শরদের মেঘ সম, ডাক্ ডোক্ সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে, কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম, রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার, হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য্য তরু, করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হোল, বিপক্ষের বন॥
"হোরা" মেরে গোরাগণ, ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব, উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায়, নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল, মুখে কোরে ল্যাজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে, বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে, করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার, নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম তোমায়॥

প্রতি ফল পেলে ভাল, হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হোয়ে গেল, পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা, গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে, খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে, মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে, পুন আসে?
করিয়াছে মছলন্দ, দূর্ব্বাঘাসে।
পশুসহ পশু হোলো, বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম, যত দুষ্ট।
কার বলে হোয়েছিলি, এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে, নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের, বিধি রুষ্ট॥

আলাহাবাদের যুদ্ধ।

প্রয়াগেতে ছিল যত, সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে, হোলো হতবল॥
অধিকার কোরেছিল, তরণির সেতু।
হয়েছে তাদের তায়, মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে, মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে, অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে, এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা॥

আগরার যুদ্ধ।

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাটি।
বীরদাপে দাপিয়াছে, কাঁপিয়াছে মাটি॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র, করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্‌খানে, ভাগিয়াছে তারা॥
হেল্লা কোরে, কেল্লা লুঠে, দিল্লির ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত, অহঙ্কার ভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা, হেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয়, দাড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা, বলে আল্লা, পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা, তোবাতাল্লা ডাকে॥
সবার প্রধান হোয়ে, যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে ঢুকে, গুণিয়াছে কড়ি॥
হইয়া হুজুর আলি, হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি, তাজি ঘোড়া চড়ি॥
নিদয় স্বভাব ধরি, ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড়, যত ধন কড়ি॥
মনে মনে লক্ষ ভাগ, আঁক দিয়া খড়ি।

মনোরাজ্য করি আগে, যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল, ছুড়ে ঢিল, ঝামা॥
ধরিয়াছে রাজবেশ, পোরে টুপি, জামা।
কোথা সেই কালনিমে, রাবণের মামা?

যুদ্ধ শান্তি।

ভয় নাই আর কিছু, ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড়, শুভ সমাচার॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে, দিল্লী অধিকার।
"বাদশা, বেগম" দোঁহে, ভোগে কারাগার॥
অকারণে ক্রিয়া দোষে, কোরে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর, প্রাণের কুমার॥
ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার॥
কোথা সেই আস্ফালন, কোথা দরবার?
হাড়ে মাটী, বাড়ে দুর্ব্বা, হোয়ে গেল সার॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে, হোলো ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে, বিহনে আহার॥
দূরে থাক্ সমুদয়, সম্পদ সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিস কোপে, প্রাণে বাঁচা ভার॥

কোরেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল, ফোলে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই, সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন, এত পাপ ভার?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা, মরি কিবা, করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর, পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে।
একূল ওকূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে, দিকেতে চাই রে।
শকুনী, গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে॥

সাজাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে॥
স্থলে স্থলে মৃতদেহ, পর্ব্বতের ঢাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু, স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে, কোথা শুয়ে, সুখে নিদ্রা যাই রে?
সবদিকে সমদশা, কোন্‌দিকে চাই রে?
এদেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে।(১)
বিকট বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিসের জয় জয়, বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে, বিভুগুণ গাই রে॥

(১) যম।

চতুর্থ খণ্ড।

রাজনৈতিক।

ব্রিটিস-শাসন।

অনুগত রাজা যত, অধীনেতে রয়।
তাদের বিষয়ে যেন, লোভ নাহি হয়॥
করুণা-তরুর তলে, বাস করে যারা।
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা॥
ঈঙ্গিত করিলে যারা, উঠে আর বসে।
নত হোয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়?
রাজধর্ম্ম নয়, সেতো, রাজধর্ম্ম নয়॥
রাজা হোয়ে এরূপ, অন্যায় যেই করে।
ভবের ভাণ্ডার তার, অপযশে ভরে॥
রাজ-বল, বড় বল, তুল্য যার নাই।
শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, দুই বল চাই॥
ক্ষিতিপতি হইবেন, পণ্ডিত-মণ্ডিত।
করিবেন সুমন্ত্রণা, মন্ত্রির সহিত॥
মন্ত্রী হবে ধর্ম্মশীল, সাধু সুভাজন।
মন্ত্রণা করিবে দান, ধর্ম্মে রেখে মন॥

সভাসদ কুলীন, পণ্ডিতগণ যত।
সেই মতে সকলে, দিবেন অভিমত॥
তবে করিবেন রাজা, সে মত চলিত।
রাজা প্রজা উভয়ের, হবে তায় হিত॥
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শুকো আর হাজা।
এ সকল বিবেচনা, করিবেন রাজা॥
যেবার যেমন হবে, শস্যের সঞ্চার।
সেবার লবেন কর, সেরূপ প্রকার॥
চাসার আশার ধন, না ফলিলে ক্ষেতে।
কেমনে রাজস্ব দিবে, নাহি পায় খেতে?
কর নেয়া বিধি হয়, এরূপ বিধানে।
চাসা আর ভূমিস্বামী, যাহে বাঁচে প্রাণে॥
কর পেতে, কর পেতে, থাকুন ভূপাল।
সে কর না হয় যেন, বিষম বিশাল॥
পাইতে বিলম্ব হোলে, কররূপ নিধি।
প্রচার না হয় যেন, রবি অস্ত (১) বিধি॥
কৃষির কুশল যাহে, নিরন্তর হয়।
সেইদিকে নৃপতির, নেত্র যেন রয়॥
ভূমিতে হইলে শস্য, গাছে হোলে ফল।
নানারূপে হয় তায়, দেশের মঙ্গল॥

(১) রবি অস্ত—জমীদারী নীলামের আইন।

অভাব থাকেনা কিছু, দূর হয় দুঃখ।
সকলি সুলভ হয়, কত তাঁয় সুখ॥
রাজার রাজস্ব লাভে, ব্যাঘাত না হয়।
প্রজা আর কৃষকেরা, স্থির হোয়ে রয়॥
বণিক বাণিজ্যে করে, বিশেষ ব্যাপার।
শ্রমজীবি জনেদের, আনন্দ অপার॥
পরস্পর বিনিময়ে, বেড়ে যায় ধন।
সে ধনেতে হয় কত, কল্যাণ সাধন॥
কতজন পেয়ে ধন, ধনী হোতে চায়।
ধনেতেই ধন বাড়ে, কৃষির কৃপায়॥
সে ফসলে কুশলের, সীমা নাই আর।
খুলে যায় অনেকের, ভাগ্যের ভাণ্ডার॥
স্বদেশের লোক সব, বাহু তুলে নাচে।
বিনিময়ে পরস্পর, কত দেশ বাঁচে॥
বাণিজ্য ব্যাপার তায়, বেড়ে যায় কত।
অনুরাগে সবে হয়, পরিশ্রমে রত॥
রাজ্য হোলে ধনশালী, অপার কুশল।
প্রজার মঙ্গলে হয়, রাজার মঙ্গল॥
কৃষিকার্য্য করি ধার্য্য, প্রথমে ভূপতি।
পরে করিবেন দৃষ্টি, বাণিজ্যের প্রতি॥
বাণিজ্যবিহীন রাজ্য, শোভা নাহি পায়।
বৃদ্ধি হোলে বাণিজ্যের, কত সুখ তায়॥

যে দেশে বাণিজ্য নাই, সে দেশ কি দেশ ?
সে দেশে না হয় কভু, লক্ষ্মীর প্রবেশ ॥
যে দেশেতে বণিকের, ব্যবসা না চলে।
লক্ষ্মীছাড়া দেশ তারে, সকলেই বলে ॥
কতরূপে উপকার, একরূপে নয়।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শাস্ত্রে এই কয় ॥
বিদেশে বিনোদ বস্তু, বিরাজিত যত।
দেশে বোসে সে সকল, হয় হস্তগত ॥
পরস্পর দ্রব্য যত, করি বিনিময়।
কোনরূপ জিনিষের, অভাব না রয় ॥
কোন্ দেশ কত দূর, কিরূপ প্রকার।
কিরূপেতে প্রজাগণ, চালায় সংসার ॥
রীতি নীতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার বিচার।
কিরূপ স্বভাব তার, কিরূপ ব্যাভার ॥
কিসেতে নির্ভর করি, কাল করে গত।
আমাদের সহ তার, ভেদাভেদ কত ॥
এইরূপে সমুদয়, হোয়ে অবগত।
বল, বুদ্ধি, সাহস, সভ্যতা, বাড়ে কত ॥
কতরূপ দেশভাষা, করিয়া প্রচার।
বিধিমতে বহুবিধ, বিদ্যার বিস্তার ॥
বিদেশের সবিশেষ, জেনে ইতিহাস।
স্বদেশে করিবে সুখে, পুস্তক প্রকাশ ॥

যে দেশের ভাল যাহা, করিয়া সংগ্রহ।
ব্যবহারে দূর হবে, দেশের নিগ্রহ॥
এ দেশের যে সকল, উত্তম হইবে।
উপদেশে সে দেশেতে, প্রচার করিবে॥
এইরূপে কুশলের, না রহিবে সীমা।
দিন দিন বৃদ্ধি হবে, রাজার মহিমা॥
করিবেন বণিকেরে, বিশেষ সাহায্য।
রাজা যেন আপনি না, করেন বাণিজ্য॥
বাণিজ্য করিবে সাধু, (১) সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
রাজার বাণিজ্য বিধি, কখনই নয়॥
সাধুর সন্তান সবে, রাজার আদেশে।
ব্যবসায় রত হবে, স্বদেশ বিদেশে॥
জলে স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে।
নৃপতি লবেন দান (২) বিধান প্রমাণে॥
প্রজার প্রতুলপথে, করে প্রতিষেধ।
রাজার বাণিজ্য তাই, নিয়মে নিষেধ॥
পৃথিবীর চারিদিক্, চেয়ে দেখি ভাই।
ভূপালের সদাগরি, কোন দেশে নাই॥
যে দেশের রাজা করে, বাণিজ্য ব্যাপার
সে দেশের প্রজাগণ, করে হাহাকার॥

---

(১) সাধু—সদাগর, বণিক।
(২) দান—শুল্ক, মাশুল, হাট বাজারের তোলা বা কর।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার, এদেশে এখন।
কোম্পানির "একচেটে" আফিম লবণ॥
রাজার অন্যায় লোভে, প্রজা যায় মারা।
নীরদ নয়নে ফ্যালে, দর দর ধারা॥
"মলঙ্গীরা" যেখানেতে, করিতেছে লুণ।
সেই খানে গিয়া দেখ, নৃপতির গুণ॥
পাটনা প্রদেশে গেলে, দেহ হবে হিম।
কেমন করিয়া রাজা, নিতেছ আফিম॥
এই মত ভয়ঙ্কর, রাজ-অত্যাচারে।
দুঃখী প্রাণী প্রজা আর, বাঁচিতে না পারে॥
আহার, ঔষধ, যাহা, স্বভাবে সম্ভব।
তাই হোলো নৃপতির, নিজের বিভব॥
একবার প্রজার, নিকটে পেতে কর।
রীতিমত লয়েছেন, যে ভূমির কর॥
সে ভূমির জাত বস্তু, লোয়ে পুনর্ব্বার।
করিলেন কররূপে, ভাণ্ডারে সঞ্চার॥
যাহার আহার বিনা, প্রজা যায় মোরে।
রাখিলেন সেই দ্রব্য, "মনাপুলি" (১) কোরে॥
ভূতে ভূতে যোগ হোয়ে, জন্ম হয় যার।
তাহারে বলিতে হবে, ভৌতিক ব্যাপার॥

---

(১) মনাপুলি ইংরাজী শব্দ একচেটিয়া বাণিজ্য।

স্বভাবে উদ্ভব যাহা ভৌতিক ব্যাপার।
সকল প্রাণির তায়, সম অধিকার॥
চমৎকার সুবিচার, রাজার আমার।
করেন "রাজস্ব" বোলে, নিজে অধিকার॥
আমার বাড়ীতে মাটি, বাড়ীতেই জল।
আকাশের রবিকর, বাড়ীর অনল॥
পরস্পর যোগাযোগে, যদি করি লুণ।
হাতে দড়ি দিয়ে রাজা, মেরে করে খুন॥
ঝুলি, কাঁথা লুটে লয়, যেখানে যা থাকে।
খাটুনি আঁটুনি কোরে, কারাগারে রাখে॥
তখনিই পাড়ে টান, জমীদার ধোরে।
জমীদারী বেচে লয়, জরিমানা কোরে॥
লোভের অধীন হোয়ে, অন্যায় আচার।
এই কি উচিত হয়, ধার্ম্মিক রাজার?
কিছুই উপায় নাই, শাসনের জোর।
আপনি আপন ধনে, সাধু হয় চোর॥
অনুগত আশ্রিত যে, সব লোক থাকে।
তাঁদের আশ্রয় দিয়া, অধীনেতে রাখে॥
এইরূপে উচ্চপদে, কর্ত্তাপক্ষগণে।
কর্ম্ম দিয়া পালিতেছে, শত শত জনে॥
রাজার নিকটে যেই, পরিচিত নয়।
ক্ষমতায় নাহি পায়, রাজার আশ্রয়॥

তার আর নাহি হয়, সম্পদের সুখ।
আপনার কর্ম্মফলে, ভোগ করে দুঃখ॥
পদেতেই মান হয়, পদেতেই যশ।
পদে না থাকিলে তার, কেবা হয় বশ?
ক্ষমতায় রাজপদ, পাবার কারণ।
পরস্পর করে তাই, সমান যতন॥
করিবেন দেশে রাজা, সুরীতি স্থাপন।
সকলের হবে তায়, স্বভাব শোধন॥
করিবেন সবিশেষ, বিদ্যার বিধান।
বিদ্যাবান হবে সব, প্রজার সন্তান॥
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা, ভাবনা কি আর।
পরস্পর করে সবে, প্রিয় ব্যবহার॥
বিদ্যা আর নীতি গুণে, সাধুভাব ধরে।
কারো প্রতি কেহ নাহি, অত্যাচার করে॥
রাজ্যের মঙ্গল তায়, অশেষ প্রকার।
কোনমতে নাহি হয়, শান্তির সংহার॥
শান্তি হোলে সঞ্চারিত, না রহে জঞ্জাল।
প্রণয় প্রভাবে সবে, সুখে কাটে কাল॥
সুরীতির সমাগমে, সুখ কব কত।
কুরীতি, কুনীতি হয়, একেবারে হত॥
যে রাজার প্রজাগণ, নীতিতে নিপুণ।
শিল্প আদি আর আর, ধরে বহু গুণ॥

বিবিধ ব্যাপারে করে, বিহিত বিশেষ।
স্বর্গের সমান হয়, সে রাজার দেশ॥
নীতি আদি বিদ্যা দান, করিয়া প্রথমে।
বিজ্ঞানের উপদেশ, ক্রমে যথা ক্রমে॥
ভূগোল, খগোল আর, পদার্থ নির্ণয়।
জ্যোতিষ প্রভৃতি আরো, শাস্ত্র সমুদয়॥
বিশেষত বৈদ্যশাস্ত্র, সকলের সার।
যার চেয়ে শুভকর, কিছু নাহি আর॥
অনুরত হোয়ে রাজ খুলিয়া ভাণ্ডার।
করিবেন এ সকল, শাস্ত্রের প্রচার॥
প্রজাদের জাতি, ধর্ম্ম, আর কুলাচার।
চিরদিন চলিতেছে, যেমন যাহার॥
স্থিরভাবে শান্তিযোগে, সেইরূপ রয়।
তাহে যেন কোনরূপ, ব্যাঘাত না হয়॥
যার যাহা ধর্ম্ম হয়, ভাল তার তাই।
পরধর্ম্মে পীড়া দেয়া, প্রয়োজন নাই॥
আপনি পালুন রাজা, ধর্ম্ম আপনার।
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা, করুক প্রচার॥
পরিত্রাণ তায় তার, যে ধর্ম্মে যে থাকে।
সকলেই একভাবে, এক ব্রহ্মে ডাকে॥
ধিক্ ধিক্ অধীনতা, ধিক্ তোরে ধিক্।
কুকুরে কাঁদিতে হয়, লিখিতে অধিক॥

বোধ আর কোনরূপে, প্রবোধ না ধরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হোলে পরে ॥
মনের যাতনা আর, ফুটে বলি কারে?
এরূপ না হয় যেন, কোন অধিকারে ॥
কোথায় করুণ প্রভু, করুণানিধান।
করুন রাজার মনে, করুণা প্রদান ॥
ইঙ্গিতে আদেশ কর, রাজমন্ত্রিগণে।
যাতনা না দেন যেন, অধীনের মনে ॥
করুন করুণ হোয়ে, প্রজার কুশল।
হরুন বাণিজ্য আদি, কুরীতি সকল ॥
ধরুন তরুণ ভাব, ন্যায়ে হোয়ে রত।
করুন উচিত দয়া, অরুণের মত ॥
তরুন্, কলঙ্ক হোতে, করি সুবিচার।
যথা রীতি কর লোয়ে, ভরুন্ ভাণ্ডার ॥
সমুদয় বিষয়েতে, আছি পরিতোষে।
কেবল কাঁদিতে হয়, গোটাকত দোষে ॥
সেইগুলি গেলে পরে, রাম রাজ্য হয়।
মুক্তমুখে সবে কবে, ইংরাজের জয় ॥
প্রজাদের ব্যবহারে, করিয়া ব্যাঘাত।
জাতি আর ধর্ম্মনাশে, কেন দেন হাত?
যথা ধর্ম্ম সকলেই, করিবে আচার ॥
সে বিষয়ে কেন হয়, আইন প্রচার?

পূর্ব্বকার অঙ্গীকার, করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসি" (১) নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা, অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে, রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর, কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হোলো, "তক্ষক" হইয়া॥
রাজায় বিরত হোলে, প্রতিজ্ঞা পালনে।
তাহার উপায় আর, হইবে কেমনে?
কে আর শুনিবে সব, মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে, করিব রোদন?
ধর্ম্ম ধন মহাধন, সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য, বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম্ম তার, তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে, ধর্ম্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ, কেহ নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা, চিরদিন দুঃখী॥

---

(১) 'লেক্স্লোসি' স্বধর্ম্মত্যাগিদের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওন বিষয়ক আইন। মৃত মেং বেথুন সাহেব এই আইনের সৃষ্টিকর্ত্তা।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ।

প্রভাত।

প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কলবধূ দিবা॥
স্বামি অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুম ঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু, দুলিয়া দুলিয়া॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত।
নানা স্বরে রাগভরে, গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল, সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে, অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ॥

ছটাযুক্ত সুবর্ণের, সুন্দর অঙ্গুরী।
অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি সুন্দরী॥
হেরিয়া-প্রভাত প্রভা, পূর্ণানন্দময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

মধ্যাহ্ন।

আর এক নব ভাব, মধ্যাহ্ন সময়।
দিবার যৌবন যাহে, প্রকটিত হয়॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন, হুতাশন ভরা।
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত করে ধরা॥
সমীরণ সখা অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া।
জানায় পৃথিবীময়, প্রকৃতির ক্রিয়া॥
নবভাবে নভো পূর্ব্বভাব পরিহরি।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয়, ধৌত বস্ত্র পরি॥
পশু পক্ষী চোরে থায়, তাপ লাগে শিরে।
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটিরে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের, একত্র মিলন।
আলস্য আলয় লয়, দেহ নিকেতন॥

শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে।
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে॥
অকস্মাৎ এই ভাব, কিসের কারণ?
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন॥
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরূপণ।
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া স্বপন॥
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নুতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচল চূড়া॥
ঈশৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে, মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম॥

দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকার মাঝে॥
তিমিরের শয্যায়, শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তায়, নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবুকের মন।
বুঝরে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয়ে রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয়, নিজগণ সহ॥
তরু শাখা স্নিগ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গি করি গীত গায়, পবনের তালে॥
মানস মোহিত হয়, সায়াহ্ন সময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

রজনী।

রজনী সজনী সহ, প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি, আকাশ আসনে॥
ক্ষণমাত্রে দেখা যায়, অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন, নূতন স্বভাব॥

তারা যারা, তারা, তারাপতি ঘেরে জ্বলে।
মুকুতামণ্ডিত যেন, রজত অচলে॥
বায়ুর বিচিত্র গতি, নানা ভাবে বহে।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু, এক ভাব নহে॥
কখনো নির্ম্মল করে, গগন মণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন ভিন্ন, মেঘ টল টল॥
নদ নদী কত দেখি, গগন উপর।
ললিত লহরী যেন, চলে থর থর॥
প্রহর হইলে গত, নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্দ রব॥
ভূমিতল সুশীতল, তাপ নাই আর।
তৃণ পত্রে শোভা করে, নীহারের হার॥
বহুরূপী বিভাবরী, বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি, সমুদয় হরে॥
কখনো বা অন্ধকার, কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

ঋতু।

—○—

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব, করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু, ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে, শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ, একের সময়।
এইরূপে কত কাল, গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে, গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায়, অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে, ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে, নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায়, শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয়, রবির কিরণে॥
কখনো তপন-তাপ, সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে, ইচ্ছা অতিশয়॥
কখনো বা ভাসে সৃষ্টি, বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার, দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু, ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক তাঁর, প্রভা প্রকটন॥

প্রতিক্ষণ পায় মন, নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সৃষ্টি।

এই ধরা, এই বহ্নি, এই বায়ু জল।
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ, এই দৃষ্টি, এই স্পর্শ রব।
এই এই, এই এই, এই এই, সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত, পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত, ভেদগুণে, কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা, এই তৃষ্ণা, এই শোক, রোগ
এই সুখ, এই দুখ, এই তৃপ্তি, ভোগ॥
এই ভাব, এই বোধ, এই চিন্তা, মন।
এই খাদ্য, এই মুখ, এই আস্বাদন॥
এই নদী, এই ক্ষেত্র, এই উপবন।
এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই তারাগণ॥
এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বার।
এই দৃশ্য, এই আলো, এই অন্ধকার॥

এই প্রাত, এই সন্ধ্যা, এই মধ্যকাল।
এই পল, এই দণ্ড, এই খণ্ড কাল॥
কি আশ্চর্য্য, ভবকার্য্য, সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য, নিরখি নূতন!
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি, ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

দয়া।

সুশীতল সুশীল হৃদয় শতদলে।
সুধা সম সুমধুর, দয়া-রস টলে॥
দীন হীন জন-মন-চকোরের ক্ষুধা।
ক্ষণমাত্র নিবারণ, করে সেই সুধা॥
কেমনেতে মনে হয়, দয়া আবির্ভাব॥
ভাবিয়ে ভাবুক জনে, নাহি পায় ভাব॥
আমি বলি কায নাই, অন্য কোন ভাবে।
সঞ্চারিত দয়ারস, স্বভাব প্রভাবে॥
পাষাণ সমান যার, নিদয় হৃদয়।
কেমনে হইবে তাহে, দয়ার উদয়?

উপায়বিহীন জন-মানস নলিন।
নিরদয় নিকটেতে, নিয়ত মলিন ॥
করুণাবিহীন সেই, নিদারুণ জন।
পর কাতরেতে নাহি, গলে তার মন ॥
নিরবধি নীরধর, বরিষে শিখরে।
গিরিবর কলেবর, তাহে সিক্ত করে ॥
কখন কি হয় দ্রব, ভূধর-শরীর ?
অভিমানে নিম্নগামী, হয় সেই নীর ॥
মানুষের প্রতি যার, প্রীতি নাই মনে।
মানুষ বলিয়া তারে, গণিব কেমনে ?
আত্মদুঃখে দুঃখী যেই, সুখী আত্মসুখে।
কাতর কি হয় সেই, অপরের দুঃখে ?
আত্মসুখ অভিলাষী, বটে সেইজন।
কিন্তু মনে নাহি পায়, সুখ এক ক্ষণ ॥
নিরন্তর অন্তরে কল্পনা করে কত।
কিছুই সফল নহে, আশা মাত্র হত ॥
কোথায় সুখের সূত্র, খুঁজিয়া না পায়।
কামনা কণ্টক বনে, ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জীবের হয়েছে মাত্র, জীব পরিবার।
প্রিয় পরিজন প্রতি, স্নেহ নাহি যার ॥
কেমনে জগতে সেই, পাবে সুখলেশ।
উচিৎ তাহার মাত্র, সমুদ্র প্রবেশ ॥

সরল স্বভাব যার, হৃদি সকরুণ।
নয়নের শোভা যেন, তরুণ অরুণ ॥
প্রেমভাবে সৃষ্টি প্রতি, সদা দৃষ্টি করে।
অনায়াসে মানসের, অন্ধকার হরে ॥
চক্ষে শত ধারা বহে, দেখি পর ক্লেশ।
নীহারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ ॥
কাতর অন্তর তাহে, বিকশিত করে।
প্রফুল্ল কমল তুল্য, অতি শোভা ধরে ॥
দুঃখের দারুণ দশা, দয়া দানে দলে।
ছল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গ ফলে ॥
দয়ার বিচিত্র মায়া, যেন বট বৃক্ষ-ছায়া,
সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা,
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর ॥
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধারা,
শান্ত করে পথশ্রান্ত মন।
পক্ষীদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে,
ফলে করে উদর তোষণ ॥
দয়াতরু এপ্রকার, বিরাজিত হয় যার,
সুবিমল মানসের ক্ষেতে।
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার,
পরিপক্ক প্রণয় রসেতে ॥

মৃত্যু।

সুচারু সকল ভঙ্গি, সুবদনময়।
সহাস্য অধর বিম্ব, সদা নিরাময়॥
প্রতি ভাব প্রকাশিত, নয়ন পলকে।
প্রসন্নতা পরিদীপ্ত, ললাট ফলকে॥
এরূপ মাধুর্য্য রাশি, কোথায় বিলয়।
কিছুই না দৃশ্য হয়, মরণ সময়॥
এই যে মায়িক বিশ্ব, দৃশ্য সুখময়।
ভূত পঞ্চময় তঞ্চ, প্রপঞ্চ নিশ্চয়॥
অনাদি অনন্ত ভাবে, ভাবে শূন্যবাদী।
অনাদি অনন্ত ভাবে, হয় সেই বাদী॥
বৃথা শূন্যবাদী সেই, শূন্য বাদী নয়।
পরমেশে চিন্তা করে, মরণ সময়॥
চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবহার।
ভ্রম ভরে বিভু নাম, মুখে নাহি যার॥
কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয়।
মানসের আভরণ, দুষ্ট রিপু ছয়॥
জন্মাবধি ছিল যেই, নির্ভরহৃদয়।
সে বলে "ত্রাহিমে প্রভো" মরণ সময়॥
অতিশয় অনিবার্য্য, জগদিন্দ্র জাল।
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম মৃত্যু কাল॥

মায়া রূপ সুখ শয্যা, তাহাতে শয়ন।
লালসা লইয়া কোলে, ঘুমে অচেতন॥
কত মত স্বপ্ন দেখে, চেতনা না হয়।
কোথা সেই সুখ স্বপ্ন, মরণ সময়?
একে চিরবৈরি ভাব, নিশাচর নরে।
তাহে দশানন শ্রীরামের পত্নী হরে॥
অতিশয় শাত্রবতা, সহিত সংগ্রাম।
পরাভূত হত রক্ষ, জয়ী হন রাম॥
রিপু স্থানে উপদেশ, চান সদাশয়।
বিগত সে বৈরি ভাব, মরণ সময়॥
স্বয়ং ঈশ্বর অংশ, ঈশ্বর তনয়।
অবতীর্ণ অবনীতে, খৃষ্ট মহাশয়॥
নির্ব্বিকার হয়ে তিনি, আসন্ন সময়।
উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন "কোথা দয়াময়"॥
আপনি ঈশ্বর হয়ে, পাইলেন ভয়।
বিপরীত হেরি সব, মরণ সময়॥

সরস্বতী-চরণে।

হৃদয়কমলে আসি, বিনাশিয়া তমরাশি,
প্রকাশিতা হও বিধায়িনী।
কবিতা-কমল-মধু, দেহিমে মাধববধূ,
বীণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনী॥
তব অনুকম্পাধীন, ভারতের শুভ দিন,
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিনী।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী?
নহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
উলঙ্গী কবিতা সতী, শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি,
কূট অর্থ মাদকে ঘূর্ণিতা॥
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার,
সুসাহিত্যসন্তান বিয়োগে।
কেবল পদ্যের মুখ, হেরিয়া নিবারে দুঃখ,
শান্ত তার সান্ত্বনা প্রয়োগে॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাস,
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুকুরেতে খায় হবি, মুর্খমুখ্য হয় কবি,
জোনাকী রবিত্ব অভিলাষী!

তাই বলি ওগো বাণী, শীতল করহ প্রাণী,
রসনায় করিয়া আসন।
পুরাও বাসনা মম, নিবার জড়তা তম,
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন॥
বিতর করুণা-লেশ, কহি সব সবিশেষ,
অধিক আশ্বাস নাহি করি।
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হতে চাই,
কবিতাশেখর-চূড়োপরি॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কয়,
আনন্দ বিতরে জনগণে।
যতনে যাতনা শুদ্ধ, পাছে মাতা হও ক্রুদ্ধ,
শেষ নিবেদন শ্রীচরণে॥

কবিতা।

রসরত্নাকরোদ্ভবা, কবিতা কমলা।
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, যিনি ষোলকলা॥
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণা।
কবির কমল হৃদে, সতত বিকীর্ণা॥
মানবিক মানসিক, দুঃখরাশি হরে।
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে॥

ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, সহচরী সম।
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক-উপম॥
বসন্তাদি ছয় ঋতু, সেনাপতি হন।
প্রকৃতির পুত্রগণ, সেনা অগণন॥
ছয় রিপু অগ্রজ মনোজ মহাবীর।
দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত, মহারি মহীর॥
মধুদর্পহারীবধূ, কমলা-তনয়।
কবিতা কমলা-পদে, দাসত্ব করয়॥
রত্নাকর-কন্যা-অঙ্গে, রত্নাবলী প্রভা।
কবিতা কমল দেহে, অলঙ্কার শোভা॥
রূপক রূপার মল, চরণ কমলে।
অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে॥
চপলা চপলাগ্রাম, বটে সে চঞ্চলা।
কবিতা কমলা হন, দ্বিগুণ চঞ্চলা॥
ক্ষীরদ-তনুজাতনু, লাবণ্যে পূরিত।
ছন্দরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত॥
সুললিত ললিত, কবরী বিগলিত।
তোটক অপাঙ্গে আঁখি, সদা প্রমোদিত॥
ভুজঙ্গপ্রয়াত ভুজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য।
সাবিত্রী অধর ভাবে, এ ধরিত্রী ধন্য॥
কমলার প্রিয়পাখী, পেচক কঠোর।
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনোচোর॥

নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা, মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা॥
অতএব কবিতা গো, তোমার দোহাই।
ধনদাত্রী লক্ষ্মী হস্তে, কিছু নাহি চাই॥
কেবল ক্ষণেক নৃত্য, কর গো হৃদয়ে।
সর্ব্বদুঃখ পরিহরি, তোমার উদয়ে॥

কুরীতি সংস্কার।

ভারতভূমির মাঝে, হিন্দু আছ যত।
অলশ অবশ হোয়ে, রবে আর কত?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন?
এখনো রয়েছ সবে, মুদিয়া নয়ন?
ভবের কি ভাব তাহা, কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে, চেয়ে দেখ সব॥
কি হইবে মিছা আর, নিদ্রায় রহিলে?
এখনি রতন পাবে, যতন করিলে।
কি করিলে ভাল হয়, কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত, কর আলোচনা॥
মনে মনে স্থির ভাবে, কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয়, কুশল বিধান॥

কুরীতি কণ্টক বন, করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু, করহ রোপন॥
অনুরত হোয়ে দেও, অনুরাগ জল।
শাখির শাখায় হবে, সুশোভিত দল॥
আহ্লাদের ফুল তায়, সন্তোষের ফল।
সে ফল ফলিয়া ফলে, ফলাবে সুফল॥
পরস্পরে এক হোয়ে, এক কথা বল।
একমতে এক রথে, এক পথে চল॥
সকলেই একভাবে, এক হই যদি।
এখনি শুখায়ে দিব, ভ্রমময়ী নদী॥
আর না চালাতে হবে, অধর্ম্মের পোত।
একেবারে হবে রোধ, অজ্ঞানের স্রোত।
ভ্রান্তি নদী শুখাইলে, রবেনা উদ্বেগ।
যুক্তি নদী দেখাইবে, আপনার বেগ॥
সুসার সুধার স্রোত, খেলিবে অনিলে।
ভাঙ্গিবে ধর্ম্মের খেয়া, জ্ঞানের সলিলে॥

ভ্রমণ। (১)

ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিষাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন।
হেরি সব নব নব, কত কব, হত রব,
পরাভব মুখের বচন॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন।
কিছুমাত্র নাহি খেদ, কিছুমাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন॥
আদ্ সিদ্ধ করি পাক, উদরেতে পরিপাক,
ক্ষুধানল তখনি নির্ব্বাণ।
ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সমান॥
রোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ,
যোগীর যোগেতে মন লয়।
বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
সুখরূপ বারি বৃষ্টি হয়॥
একেতো গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ত্রিভুবনে তুল্য তার নাই।

---

(১) কবি, শীতকালে নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ইহা রচনা করেন।

তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন সন্তোষকর,
মনোহর চর ঠাঁই ঠাঁই ॥
স্থানে স্থানে কত কত, নদ নদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার চরণে।
বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
পুলকিত প্রেম আলাপনে ॥
নদী নদে যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা,
সে কথা কহিব কারে আর ?
যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভাব লয়,
দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥
স্বভাবের ভাল ধারা, এক ঠাঁই দুই ধারা,
প্রভেদ প্রভেদ তার তার।
একদিকে কৃষ্ণরেখা, স্থিররূপে যায় দেখা,
শ্বেতরেখা অন্যদিকে তার ॥
হয়েছে একত্র যোগ, স্বগত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল।
এক জল যেন সুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধা,
স্বভাবত অতি নিরমল ॥
নানা জাতি নানা জন, বিশেষত মহাজন,
তরিযোগে নানা পথে যায়।
ভাঁটি যায় দলে দলে, কেহবা উজান চলে,
যেখানে যাহার মন চায় ॥

গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয়।
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধন কেনা বেচা হয়॥
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর।
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল,
ভুল নাই সুদের উপর॥
কেহ যায় কার্য্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে,
কেহ করে তীর্থ পর্য্যটন।
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আস্বাদন॥
সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থিতি করি সর্ব্বরী সময়।
কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিরূপিত নয়॥
দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।
যতক্ষণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর॥
স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দস্যুচয় পাছে লয় ধন।

নিদ্রাযোগ পরিহরি, জপ করি হরি হরি,
বিভাবরী করি জাগরণ ॥
স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি শুকতারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, দেয় দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে ধরি তান।
ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্ব্বদিকে যায় দেখা,
পুলকে পূরিত হয় প্রাণ ॥
হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুঃখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।
নৌকাবাসী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয় ॥
পূবের বাঙ্গাল জীব, 'বৈরবী,'ববানী হিব,
অরিবোল অরিবোল অরে'।
যত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা
'আল্লা' বোলে ডাকে উচ্চস্বরে ॥
শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি,
দিনমণি করি দরশন।
অপরূপ আভা তার, তরুণ কিরণহার,
জলে জলে লোহিত বরণ ॥

হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবী-জল পান।
পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হতে স্বর্ণ করে দান॥
কুআশা যদ্যপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অন্ধকারে আবৃত সকল॥
আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
ম্রিয়মাণ নিজে দিনকর।
জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধূম্রাকার তিমির নিকর॥
শিশিরের ঘোর ধুম, জল হতে উঠে ধূম,
ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ুভরে খেলিয়া বেড়ায়॥
খেচর না চরে চরে, আঁখি মুদে বৃক্ষোপরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।
তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর॥
একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূর বোধ,
মহা ভ্রম মরীচিকা প্রায়।

উষার তুষার বৃষ্টি, দূরে গেল দূর দৃষ্টি,
আপনারে দেখিতে না পায় ॥
তরঙ্গের অঙ্গ পরে, নীহার বিহার করে,
স্রোতবেগে সিন্ধুপথে ধায়।
নাহি তার অনুরূপ, মৃদুধ্বনি টুপ্ টুপ্,
অপরূপ রূপ হয় তায় ॥
নয়নের পরিতৃপ্তি রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
জলে যদি জ্বলে সেই কালে।
তাহে বোধ হয় হেন, চঞ্চলা চপলা যেন,
বিভূষিত রজতের জালে ॥
ভূতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা,
ভ্যালা ভ্যালা ঐশিক ব্যাপার।
ক্রমে তার যায় ক্রম, ভ্রামকের যায় ভ্রম,
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্ব্বার ॥
অরুণ উদয় কালে, ছুটে যায় পালে পালে,
দাঁড়ি মাজি আর আর যত।
প্রভাতের কর্ম্ম সারি, উঠে সব সারি সারি,
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত ॥
হাঁক ডাক্ জোর্ জার্, করে কত শোর্ শার্
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল।
ধ্বজি তুলে খুলে তরি, "বদর বদর হরি"
"গঙ্গার পীরিতে হরিবোল" ॥

ভাঁটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস কত,
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।
কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া, পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
অনুকূল আপনি পবন॥
ফ্যালে দাঁড়্ বুঝে বাঁক, ঘোর হাঁক্ জোর ডাক্
গোঁপে পাক সন্তোষ হৃদয়।
একে পালি, তাহে ভাঁটি, দুইদিকে পরিপাটী,
শীতকাল তাদের সদয়॥
গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীর কেটে তীর ছুটে,
নিমিষেতে চক্ষু ছাড়া হয়।
কলের জাহাজ সব, মিছামিছি করে রব,
তার কাছে কোথা পড়ে রয়॥
যায় উজানের যান, যায় উজানীর জান,
প্রতিকুল অঞ্জনার পতি।
নির্গুণ সহজে গুণ, তার পেটে যত গুণ,
সেই গুণে অতি মৃদুগতি॥
চলে তরি অল্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ।
কি কব তাহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী,
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ॥
স্থানে স্থানে পাক জল, ছাড়ে ডাক কল কল,
বল করি বেগে দেয় মোড়া।

উজানীয়া সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
গোদের উপরে বিষফোড়া ॥
লহরী আসিছে আড়ে, গুণ বায় উচ্চপাড়ে,
ঘাড়ে বল করি দেয় টান।
অতি জোর একটানা, কি করিবে গুণটানা,
টানাটানি কোরে যায় প্রাণ ॥
কাটিতে জলের টান্, সটানে মারিছে টান্,
তবু নাহি আধ হাত নড়ে।
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না ছাড়ে গুণ,
হাঁটিতে হোঁছোট্ খেয়ে পড়ে ॥
পাছাড় মারিছে ধেয়ে, কাছাড় আছাড় খেয়ে,
তরুসহ পড়ে এসে জলে।
শক্ত হয় বিপর্য্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়,
সমুদয় যায় রসাতলে ॥
সেই খালে যত নায়, ঠেকাঠেকি হোয়ে যায়,
গুণ নিয়ে হুড়াহুড়ি লাগে।
পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালি,
গালাগালি পাড়ে সব রাগে ॥
পরস্পর ঠ্যালে রাগে, বাহির হইবে আগে,
ছই ঝাঁপ ভেঙ্গে যায় কত।
বচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাই হাতাহাতি,
কটু কয় মুখে আসে যত ॥

ভেড়ুয়া মেড়ুয়াবাদি, আগে ভাগে হয় বাদী;
তেরি মেরি হিন্দি নয় পূরা।
'আবি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হট্ লেও,
বাঙ্গালী শ্বশুরা'॥
বাঙ্গাল কহিছে "মামু, সেম্বাই কেম্বাই যামু?'
মাজি বলে 'গুণ ছাড়ে দিমু?
পুড়ির পোলানি হালা, ছিরিলে পেলের ছালা,
দ্যাড় টাকা দাম দোরে নিমু॥'
দিশি দাঁড়ি মাজি যারা, দিশি গাল দেয় তারা,
সে কথা জানাব আর কাকে?
কাটিয়া স্রোতের আড়ি, হোলে পরে ছাড়াছাড়ি,
আড়াআড়ি আর নাহি থাকে॥
কোথায় সাঁতার দিয়া, ঢোলে যায় নৌকা নিয়া,
দক ভেঙ্গে উঠে গিয়া চরে।
পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোজা,
ঝুঁকে ঝুঁকে যায় রসভরে॥ (১)
চালে তরি শ্রম ভরে, ঠকে যায় ডুবো চরে,
ধ্বজি মেরে যায় মাজামাজি।
ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে,
সাবাস সাবাস বলে মাজি॥

---

(১) রসভর—দাঁড়িমাজিদিগের ব্যবহারিক ভাষা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধ রূপে নৌকা চালনা।

কভু কষ্টে সেই স্থান, প্রাপ্ত হোয়ে পরিত্রাণ,
ধরে গাঙ গুণে যেতে যেতে।
এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুঃখ লেশ,
মনের আনন্দে যায় মেতে॥
তাদের ললাট-পটে, এক দিন যদি ঘটে,
অনুকূল পবনের যোগ।
কি কব সুখের ভাব, অপুত্রের পুত্র লাভ,
দরিদ্রের যেন রাজভোগ॥
'বদর বদর বাণী, চাটগেঁয়ে মেৎরাণী,'
এই বোলে পালি দেয় তুলে।
গুড়ুকে মারিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান,
রাঁধা বাড়া সব যায় ভুলে॥
এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় হয়,
বাতাসের বাতিকের খেলা।
কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, একেবারে বিপরীত,
অবশেষ পশ্চিমের ঠেলা॥
বাজার বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠাঁই,
বনে মাঠে করি অধিবাস।
আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহা হয়,
পেটপূরে খাই গ্রাস গ্রাস॥
কিছুতেই নাহি দুঃখ, বিরস না হয় মুখ,
মহা সুখ চারিদিকে চেয়ে।

যাত্রী সব রাঁধে চরে, বাতাসেতে প্রাণে মরে,
বারো আনা বালি ফেলে খেয়ে ॥
সমীরণ শন্ শন্, দেহ করে কন্ কন্,
কোনমতে নাহি হই স্থির।
দারুণ দুর্জ্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়,
হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥
জলের উঠেছে দাঁত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত,
খেলে হয় প্রমাদ প্রবল।
পিপাসায় মোরে যাই, শীতে নাহি জল খাই,
একি পাপ দাঁতকাটা জল ॥
হোক জল বড় হিম, হোক্ শীত বড় ভীম,
তাতে বড় করেনাকো দোষ।
সমস্ত দিবস যায়, বড় খেদ করি তায়,
বড় জোর যায় দুই ক্রোশ ॥
শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
এই শীত দুষ্ট দুরাচার।
শত্রু হোয়ে জাহ্নবীর, শুকায়ে সকল নীর,
অস্থিচর্ম্ম করিয়াছে সার ॥
সুরধুনী আদমড়া, বুকেতে পড়েছে চড়া,
বাঁকের হয়েছে ফের তাই।
কত শ্রমে নিয়ে তরি, বিশ ক্রোশ ঘুরে মরি,
এক ক্রোশ তবু নাহি যাই ॥

গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত,
দুই মাসে কুড়ি দিন এসে।
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই,
ভাঁটিপথে ফিরে যাই দেশে॥
তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
নূতন দেখিতে চায় মন।
একি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা,
দুখঃভরা সুখের ভ্রমণ॥
যদি ইথে আছে দুঃখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ,
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ।
প্রকৃতির কার্য্য যাহা, বিকৃতি কি হয় তাহা?
অপরূপ অতি অপরূপ॥
ভ্রামকের অভিপ্রায়; দৃষ্টিপথে সদা ধায়,
সার তায় বস্তুর বিচার।
নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার॥
ঐশিক সকল কার্য্য, হয় বটে অনিবার্য্য,
করে ধার্য্য সাধ্য কার হয়?
তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
একারণ বিশ্ব পরিচয়॥
মানুষের কীর্ত্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
অবিরত মনের উল্লাস।

আশু আসা আশা সিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধ বৃদ্ধি,
জ্ঞাত যত হই ইতিহাস॥
কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
সমুচয় চর আর বন।
মরুভূম হয় যথা, খাদ্য নাহি পায় তথা,
পশুপক্ষী না করে ভ্রমণ॥
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে,
অতি মনোহর গ্রাম ধাম।
গঙ্গা রাক্ষসীর গর্ভে, বিনাশি পেয়েছে সর্ব্বে,
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম॥
তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থানী,
নানা স্থানে করিল আগার।
এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাঁই,
সুখ নাই কারো মনে আর॥
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
বসিয়াছে দুই চারি ঘর।
কেহ চাষ করে মাঠে, কেহ বা দোকানি ঠাটে,
পরিবার পালে পরস্পর॥
এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
ভাবনার পথে ভাব ধায়।
ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল, কোথা স্থল,
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায়॥

ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী, হোয়ে অতি বেগবতী,
যে দিকেতে করেন গমন।
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক গ্রাস করি,
অন্য দিকে করেন বমন॥
এক কূল থান বটে, দুই কূলে দায় ঘটে,
কোন দিকে শোভা নাহি রয়।
এক কূল বাসহত, আর কূলে চর যত,
তীরবাসী দূরবাসী হয়॥
যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরাৎ দুঃখ দূর,
স্বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়।
এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি,
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময়॥
দূর হোতে ধরাধর, ঠিক যেন ধারাধর,
মনোহর কলেবর তার।
তাহে বোধ কত রূপ, হয় তার কত রূপ,
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার॥
পর্ব্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু,
বাতাসেতে নড়ে তার শাখা।
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা॥
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে,
দুই কালে অতি মনোলোভা।

রসনা সরস রসে, বাক্য নাই তার বশে,
প্রকাশিতে শিখরের শোভা॥
বিশেষ মধ্যাহ্ন কালে, গর্জন জলদজালে,
যদিস্যাৎ হয় আচ্ছাদিত।
দিনকর ক্ষিণকর, মাঝে মাঝে করে কর,
সঘনে চপলা চমকিত॥
নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময় যদি সেই,
চেয়ে দেখে পর্ব্বতের পানে।
স্বভাবের ঘোর ঘটা, বিনোদ বিচিত্র ছটা,
সেই জন একমাত্র জানে॥
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়।
যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা,
বেণীশ্রেণী এলাইয়া ধায়॥
নির্ঝরে নিঃস্থত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর,
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল।
তাহে নাহি কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
স্বভাবত অতি সুশীতল॥
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
ফলত সুন্দর শোভা বটে।
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, শ্রেণী গাঁথা দেখা যায়,
বিরাজিত তরঙ্গিণী তটে॥

অধো ঊর্দ্ধে বৃক্ষ যত, নানা জাতি শত শত,
কত তার বেষ্টিত লতায়।
খেয়ে তার রসফল, নানা জাতি দ্বিজদল,
নিজ স্বরে বিভুগুণ গায়॥
সুখী তারা বার মাস, করে যারা চাষ বাস,
স্থিররূপে হোয়ে গিরিবাসী।
মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
বিকিকিনি করে তথা আসি॥
নাহি কোন অপ্রতুল, খায় কত ফলমূল,
ঝরণার বারি করে পান।
পরিশ্রমে শস্য হয়, ঘৃত দুগ্ধ অতিশয়,
স্বভাবত অতি বলবান॥
আস পাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি।
হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল বিপিনবর,
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি॥
কিন্তু অতি রমণীয়, মূর্ত্তি তার কমনীয়,
দুঃখ এই গমনীয় নয়।
মন বলে যাই উড়ে, ভ্রমিব পর্ব্বত জুড়ে,
প্রাণ বলে আমি করি ভয়॥
শিখরে নিকর ধ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোর দ্বন্দ,
ভাল মন্দ বিবেচনা কত।

দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
সেইমতে দেয় অভিমত॥
তথাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,
কত মত করে আন্দোলন।
যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,
দূরে হোতে লয় আস্বাদন॥
কোনোখানে জলজুড়ে, (১) পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে,
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা।
দলে দলে করে ভীড়, উচ্চ ডালে বাঁধে নীড়,
কোনোরূপ শঙ্কা নাই যথা॥
চারিদিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
অতিশয় ভয়ানক স্থল।
ভাঁটি পথে স্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়,
কর্ণভেদী শব্দ কল কল॥
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে,
পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে।
দূরে অনুমান করি, জল পান করি করী,
ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে॥
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর,
এপ্রকার শোভা নাহি পায়।

(১) কাহাল গাঁ এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের উপর পর্ব্বত আছে।

সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিণী দেবী,
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥
হরের দ্বিতীয় জায়া, পাষাণ-নন্দিনী মায়া,
শিব তাঁরে না হন সদয়।
সপত্নীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ দুঃখ,
ফাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥
হিমালয় মহাশয়, দুহিতার দুখঃচয়,
শুনে মনে হইলেন খাপা।
দূতেরে বলেন বাণী, সে দুত পর্ব্বত আনি,
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাঁপা ॥
পুন অনুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,
গিরি ধরি কোরেছে আহার।
পাতর কঠিন কায়, উদরে কি পাক পায়,
পেট ফেঁপে করিছে উদ্গার ॥
স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,
হর্ম্ম্য তায় অতি উচ্চতর।
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী,
জল হতে দেখি মনোহর ॥
সবল ধবলকায়, নীলকর আসি তায়,
ধন লোভে সদা করে বাস।
গিরিবনে উপবন, তার কোলে চলে বন,
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥

বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
বনে বনে বনের মমতা।
বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,
থাব বন যাবনাকো তথা॥
যে দিবস নিশামানে, পর্ব্বতের অধঃস্থানে,
থাকা যায় লইয়া তরণী।
কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,
জেগে রয় সকল রজনী॥
কিন্তু যেই ধীর জন, কোরে অতি স্থির মন,
নগ দেশ করে নিরীক্ষণ।
যায় তার যত দুঃখ, পায় স্বভাবের সুখ,
সফল তাহার জাগরণ॥
আছে বটে গুরু ভয়, ফলে তাহা গুরু নয়,
লঘু হয় সময়ে আবার।
ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার॥
স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধক ধক্ অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।
কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ॥
না বুঝি তাহার সূত্র, যেন কোন ধনী-পুত্র,
পরিপাটী পরিচ্ছদ ধরি।

মণিমুক্তা দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জ্বেলে সমারোহ করি ॥
ধন্য বিভু বিশ্বময়, তব রূপ দৃশ্য হয়,
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার।
তোমার এ ভবরাজ্য, কত তায় চারু কার্য্য
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ?
ছোট ছোট নগ মাঝে, শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয়। (১)
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তিমন,
দরশন করে সমুদয় ॥
শিখর সমাজে গড়, (২) এখন রয়েছে ধড়,
মৃত দেহ প্রাণ নাই তার।
সে দুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সংহার ॥
প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশমাত্র নাই।
রত্নাকর হলো চর, গোস্পদ প্রখরতর,
স্রোতধর কালে দেখি ভাই ॥
পুরাতন কীর্ত্তি নাশ, তারে বলে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বমতে দুঃখের ব্যাপার।

(১) জাঙ্গিরার পর্ব্বতে শিবালয় এবং পীরের আস্তানা আছে।
(২) তেলিয়া গড়।

কি করি উপায়হত, মনের সন্তাপ যত,
নিছে কেন প্রকাশিব আর ?
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কাল ক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।
কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোরে সোরে চোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ॥
নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্মারব,
খাদ্য লয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব এক ঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগী॥
হেলে দুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে,
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ স্নেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃদুস্বরে,
হেঁট হোয়ে মুখ দেয় বাঁটে।

ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা কৃশা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, করি তাঁর উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে॥
বলে, "ওরে নর যত, হরে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান॥"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান॥
পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
দুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
করে রণ গাভীর কারণ॥
ধন্যরে কুহকী ভব, ধন্য তব মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥
পিপাসা অধিক হোলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে,
যত পারে করে জলপান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
বাঁট হোতে দুগ্ধ করে দান॥
একেত ধবল নীর, তাহে সুরভীর ক্ষীর,
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।

দুগ্ধ খান ভাগীরথী, জল খান ভগবতী,
সুখী তারা দেখে তাই যারা ॥
আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির।
বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে রূকে রূকে,
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥
নিরখি এরূপ ভঙ্গি, মন হয় নবরঙ্গী,
অনুরাগ সঙ্গী তার কাছে।
অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তাই আছে ॥
স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয়।
দোষ যত রর্চনার, করিবেন পরিহার,
গুণগ্রাহী গুণী সমুদয় ॥
ভ্রমণীয় ভাব যাহা, অমি কি বুঝিব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।
ফললোভী কুব্জ প্রায়, মন মম ঊর্দ্ধে যায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥
যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাবরস অনুগামী তার।
কে পারে করিতে ক্রম, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম,
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥

পাঁচনী করিয়া করে, হারে রেরে রব করে,
গোপাল গোপাল পালে মাটে।
শিশুকালে পশুপালে. সঙ্কেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফিরে ঘাটে ঘাটে ॥
পরস্পর করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিয়াছে নাটে।
যায় যায় পাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়,
নাচে হাসে রাখালিয়া ঠাটে ॥
পাশেতে পাচুনী থুয়ে, ভূমির আসনে শুয়ে,
গীত গায় মেহানীয় স্বরে।
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥
হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব অবির্ভাব,
ভাব ভরা ভবের ভবনে।
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে ॥
যে লীলায় নিজে হরি. রাখালের রূপ ধরি,
হইলেন নন্দের নন্দন।
ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়া করে,
উদখলে করিল বন্ধন ॥
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চূড়া করি পরিধান।

জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হয়ে নেচে নেচে,
ক্ষীর সর নবনীত খান॥
বাল্যভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া,
গোকুলের গহনে গমন।
আধো আধো মিষ্টরবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেনুগণ।
তপন তনয়া তীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরি লজ্জা পায় শশী।
রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য বাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি॥
বনের সুফল পাড়ি, করে সব কাড়াকাড়ি,
এঁটো বোলে ঘৃণা কিছু নাই।
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রেরে,
হাঁরে ওরে দেরে মোরে ভাই॥
সুধামাখা রাধা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ বৃন্দাবনে।
ভারতে ভারতী সার, আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে॥
প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার।
এই সব স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
প্রতি কাল নূতন প্রকার।

অস্তগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
পাতিয়া জগতজালী, তিন কালে তিন কাল,
ধরে খায় আয়ুরূপ মীন॥
জলের হৃদয়ে বাস, নূতন দেখিতে আশ,
চাই তাই নূতন দিবস।
কিন্তু তার বোধহত, দিন যত হয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস॥
ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে।
মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ,
বিমোহিত বিফল বিভবে॥
আমিও সেরূপ হই, যত লিখি'খত কই,
ছাড়া নই ভ্রম অন্ধকার।
এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার॥
কখনো কখনো ভাই, পদব্রজে চোলে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
যাই যাই ঠাঁই ঠাঁই, আশে পাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার॥
কত যায় কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কতকেলে প্রেমণ

কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্র যেমন পায় হেম॥
কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম,
কেবা কার পরিচয় লয়।
সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন হয়॥
এইরূপ দিবাভাগে, নব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান।
রজনীর আগমনে, তরণীর নিকেতনে,
যথা ক্রমে হয় অবস্থান॥
উল্লাসিত সর্ব্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন,
সর্ব্বমতে আছি হরষিত।
বর্ত্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত॥
চড়িয়া মানস রথে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন।
যেমন বজ্জাত ঠ্যাঁটা, তার কাছে জব্দ ব্যাটা,
পদাঘাত করে প্রতিক্ষণ॥
ভাঙো ভাঙো ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর,
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
নিশি শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে,
তার সুর সুধা লাগে কাণে॥

অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লালসা পুনরায়।
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায়॥
তখন ছিলাম যাহা, পুন আর নাই তাহা,
আমি তো সে আমি আর নই।
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই॥
লিখিতে লিখিতে মন, হোয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ।
প্রভু প্রেমে রেখে প্রীতি, অদ্য এই হলো ইতি,
পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ॥

বিজ্ঞান-কৌশল।

বিচিত্র বিজ্ঞান বিদ্যা, অতি শুভকরী।
যার বলে জলে বলে, কলে চলে তরি॥
না মানে উজান ভাঁটি, নাহি কোন দায়।
বায়ুবৎ গতি করি, অতি বেগে যায়॥
দেখ তায় মানবের, কত উপকার।
কতমতে হইতেছে, আশার সুসার॥

অনায়াসে অপার, সাগর হোয়ে পার।
ব্যাপারী বাণিজ্যে কত, করিছে ব্যাপার॥
পাইতেছি কত দ্রব্য, প্রয়োজন মত।
কত কত দেশে যায়, লোক শত শত॥
নূতন নূতন দেখে, কুশল অশেষ।
স্বদেশ বিদেশ আর, না হয় বিশেষ॥
জাহাজ কেবল নয়, কত দেখ আর।
বস্ত্র, অস্ত্র, যন্ত্র আদি, অশেষ প্রকার॥
সব দিকে বল তার, কল যার চলে।
জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ যত, ছাপা হয় কলে॥
এই কলে কোন কিছু, থাকেনা অভাবে।
এ কলের সৃষ্টি শুধু, জ্ঞানের প্রভাবে॥
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে, যাহা করে কারু।
গুণময় সমুদয়, অতিশয় চারু॥
দেখনা বিলাতে গিয়া, জলের ভিতর।
কিরূপ করেছে এক, সেতু মনোহর॥
উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর।
অপরূপ আর কিবা, আছে এর পর?
বুদ্ধিবলে জানকীর, উদ্ধারের হেতু।
সাগরের জলে রাম, বাঁধিলেন সেতু॥
স্বভাবে সম্ভব সব, বিদ্যার কৃপায়।
বিনোদ বিমানে চোড়ে, শূন্য পথে যায়॥

দেব বোলে জ্ঞান হয়, মানুষের কাযে।
ভূচরে "খেচর" দেখে, পাখী মরে লাজে ॥
মানস নামেতে এক, বিমান করিয়া।
দেখিতেছে কত শোভা, আকাশে উড়িয়া ॥
ইন্দ্রজিৎ নামে ছিল, রাবণ-নন্দন।
ঘুরিয়া আকাশ পথে, সে করিত রণ ॥
দেখ কি সুন্দর কল, ঘড়ির ভিতর।
সংসার-চক্রের ন্যায়, চলে নিরন্তর ॥

তারের খবর।

"ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ" কিরূপ প্রকার।
বচনে যাহার গুণ, না হয় প্রচার ॥
ভূমিতলে, জলে, ডালে, যুক্ত আছে তার।
কলে চোলে, আসে যায়, যত সমাচার ॥
ছমাসেরি পথে যাহা, হতেছে ঘটনা।
এখনি এখানে তাহা, হইবে রটনা ॥
হায় কিবা মানুষের, কৌশলের কায।
দেখে অতি খরগতি, লাজ পায় বাজ ॥
গগনে চপলাময়, চমকে যে রূপ।
তুলনায় এর গতি, তার অনুরূপ ॥

প্রথমেতে এই বিদ্যা, যে করে প্রকাশ।
কোথা গেলে দেখা পাব, হব তার দাস ?
কুশলের এই কীর্ত্তি, করিলেন যিনি।
সামান্য মানব নন, দেবলোক তিনি॥

রেলের গাড়ী।

কি আশ্চর্য্য রেলরোড, দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার, কে শুনেছ কবে ?
এ ব্যাপার যে প্রকার, কব কার কাছে।
ভারতে কি ছিল ইহা ? ভারতে কি আছে ?
কলেতে চলেছে গাড়ী, নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চোলে যায়, ছদিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি, মেলিতে মেলিতে।
কত দূর পড়ে গিয়া, দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া, দাঁড়ায়ে চল, পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু, টলেনা শরীর॥
এই আছি কলিকাতা, এই বর্দ্ধমান।
এই এসে মানকরে, হই অধিষ্ঠান॥
মানকর ছেড়ে দিয়ে, তখনি তখনি।
রাণীগঞ্জে এসে দেখি, কয়লার খনি॥

কিছু দিন পরে পাব, আনন্দ অপার।
বাসি হোয়ে কাশীবাসী, হবনাকো আর॥
বিকালেতে বারাণসে, কোরে খুব ধূম।
রেতে রেতে বাড়ী এসে, সুখে দিব ঘুম॥
দিল্লী যাব, আগ্রা যাব, যাব কত দেশ।
লাহোরে শিখের দেশে, করিব্ প্রবেশ॥
জ্বলিবে মনের ঘরে, আহ্লাদের আলো।
একে একে দেখা যাবে, যেখানে যা ভালো॥
নব নব বিলোকনে, ঘুচিবে বিলাপ।
সকলের সহ হবে, সুখের আলাপ॥
কে প্রবাসী, কে নিবাসী, রবেনা প্রভেদ।
পরস্পর আলাপনে, দূর হবে খেদ॥
যাত্রিদের হবে কত, তীর্থ দরশন।
ভ্রামকের নানা দেশ, হইবে ভ্রমণ॥
ছাত্রের হইবে নানা, ভাষার চালনা।
যেখানে সেখানে হবে, বিদ্যার সাধনা॥
বণিকের বাণিজ্যের, বিশেষ কুশল।
সহজেই হবে সব, মানস সফল॥
এ দেশ, ও দেশ হবে, সমুদয় হাতে।
সুলভ হইবে তাহা, প্রয়োজন যাতে॥
কোনরূপ সাধ আর, রবেনাকো আট্কা।
কাবেলের মেয়া যত, খেতে পাব টাট্কা॥

হিন্দু হোয়ে কাশী-মৃত্যু, ইচ্ছা আছে যার।
সদ্য গিয়া করিবেন, উপায় তাহার॥
যা ভাবিব তা করিব, হবে যোগাযোগ।
স্বপ্ন-সুখ ভোগ সম, সুখের সম্ভোগ॥
এ বিচিত্র বাষ্প-রথে, যে জন চড়েছে।
সবিশেষ গুণ তার, সে জন জেনেছে॥
পাখির পাখায় বল, কত বল আছে?
দেখিয়া কলের গাড়ী, হারি মানিয়াছে॥
যে দেখেছে সেই মরে, ভাবিয়া ভাবিয়া।
করেছে এরূপ কল, কিরূপ করিয়া?
দূরবাসী আছে সব, অবাক্ হইয়া।
যে শুনিছে, সে বলিছে, দেবতার ক্রিয়া॥
এমন অপূর্ব্ব কভু, দেখি নাই আগে।
মোহিত হয়েছে মন, নব অনুরাগে॥
পুরাণেতে লেখা আছে, নলের ব্যাপার।
অতি অপরূপ গতি, ছিল নাকি তাঁর?
চোখে কিছু দেখি নাই, শুনি শুধু কাণে।
সম্ভব হইতে পারে, এসব প্রমাণে।
নব পথ, নব রথ, এই সৃষ্টি যার।
কৃপা করি লোন তিনি, প্রণাম আমার॥

ঘড়ি।

—o—

স্থির চোকে ধীর মনে, যে দেখিবে ঘড়ি।
সে বলিবে অবিকল, ঈশ্বরের খড়ি॥
এক কলে ঠিক চলে, বিরূপ না হয়।
প্রতিক্ষণে করিতেছে, কালের নির্ণয়॥
এক, দুই, ঠুন্ ঠুন্, ধ্বনি যাহা হয়।
কাল-পরিচয় (১) সে যে কাল-পরিচয়॥
এক, দুই, তিন করি, একে আসে ফিরে।
এক, দুই, তিন করি, ফিরে যায় ফিরে॥
প্রাণির সহিত ঠিক, তুলনা তাহার।
বিকল হইলে কাঁটা, চলেনাকো আর॥
গুণে, জ্ঞানে যে করেছে, ঘটিকা সৃজন।
কইনই নহে সেই, লোক সাধারণ॥
কোথায় আছেন তিনি, ভূলোক ছাড়িয়া।
উদ্দেশে প্রণাম করি, দেবতা বলিয়া॥

---

(১) এক পক্ষে কাল-পরিচয় অর্থাৎ সময়ের পরিচয় এবং অন্য পক্ষে যমের পরিচয় অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণেই আয়ু যাইতেছে।

বন্ধুত্ব।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি, রসময় বিধি।
নিরমিল অপরূপ, প্রেমরূপ নিধি॥
সেই নিধি-নিলয়ে, খেলয়ে এক মীন।
অপাঙ্গ ভঙ্গিম ভরে, রহে রাত্রি দিন॥
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে, কহে কবিগণ।
অখণ্ড আনন্দ যাহে, লভে ত্রিভুবন॥
এমন সুখের রস, আর বুঝি নাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
অসার সংসারে সার, বন্ধুর প্রণয়।
যাহাতে সরল করে, পাষাণ হৃদয়॥
পশুর চরিত্র ফেরে, মিত্রতার বশে।
রসভরা নানা কার্য্য, এই প্রেমরসে॥
সুগ্রীবে বলিয়া মিতা, রাম রঘুবর।
দশগ্রীবে বধিলেন, ধরি ধনুঃশর॥
হরষিত জানকী, কানকী লতা পাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
ভারতে এ রস কিবা, রচে দ্বৈপায়ণ।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, সিক্ত নারায়ণ॥
পাইয়া করুণারূপ, ক্ষীরদের ক্ষীর।
পৃথিবীরে জয় করে, ধনঞ্জয় বীর॥

করিতে বন্ধুর তুষ্টি, সেই ভগবান।
সহোদরা সুভদ্রায়, করিলেন দান॥
ভারত সুরত সুধা, স্মরহ সবাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
ভাগবত ভাগে ভাগে, এ রস রচনা।
গোকুলে গোপালকুল, সহিত সূচনা॥
প্রেমানন্দে ঢলাঢল, রাখাল সাজিয়া।
সুরভী সহস্র সহ, বাঁশী বাজাইয়া॥
বিপদে বাঁচায় ব্রজ, ধরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দীর কালীদহে, কালীয় দমন॥
কতবার গোপকুল, বাঁচায় কানাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
এই রসে পরিপূর্ণ, নানা ইতিহাস।
পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে, সদা সুপ্রকাশ॥
ততদিন বন্ধুদের, রাজ্য নিরূপণ।
যতদিন বন্ধুভাবে, ছিল রাজগণ॥
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে, নষ্ট করে দেশ।
জয়চন্দ্রে পৃথুরাজে, মজায় বিশেষ॥
শাত্রবতা মুখে দিই, কালী চুণ ছাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
দুর্লভ নাহিক কিছু, ভুবন ভিতর।
অতি হীন দীন হয়, রাজ্যের ঈশ্বর॥

নবাব নাজীম হয়, বাঁদীর নন্দন !
পাত্র-পুত্র প্রাপ্ত হয়, রাজসিংহাসন !
ভাট কভু মহামান্য, পত্র সম্পাদনে।
সকলি সুলভ হয়, মনুষ্য সাধনে॥
সব মিলে কিন্তু সে, বন্ধুত্ব কোথা পাই ?
মধুর বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি যাই॥
ধনেতে না মিলে বন্ধু, এমন কি আছে !
দশানন আনে মর্ত্ত্যে, পারিজাত গাছে॥
ধনেতে তাজের রোজা, হইল সৃজন।
ধনে হিন্দু কন্যা প্রাপ্ত, হইল যবন॥
ধন লোভে ধর্ম্মত্যক্ত, হিন্দুর সন্তান।
ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী, পণ্ডিত-বিধান॥
কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ন, নাহি মিলে ভাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥
বাহুবলে পরাক্রান্ত, হয় কত জন।
রণজিত রণজয়ী, আছে নিদর্শন॥
চন্দ্রগুপ্ত ক্ষৌরি হলো, মগধ-ঈশ্বর।
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য, হলো নরবর॥
এইরূপে বাহুবলে, কত শত জন।
অনায়াসে লব্ধ করে, মানসের পণ॥
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু, মনে ভাবি তাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥

তপবলে দশানন, শাসিল ভুবন।
তপবলে বিশ্বামিত্র, হইল ব্রাহ্মণ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল, এক নৃপবর।
তপবলে হইল সে, অজর অমর॥
কিন্তু বল তপবলে, কোন্ মহাশয়।
পাইলেন প্রিয়তম, বন্ধু সদাশয়?
বিনা বন্ধু সব পাই, তপস্যার ঠাঁই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥
পেয়েছি বান্ধব এক, অমূল্য অতুল্য।
কৈবল্যের সুখ পাই, তার আনুকূল্য।
চমৎকার ভাব তার, কটুতা অভাব।
সে জেনেছে ভাব তার, যে করেছে ভাব॥
সরল স্বভাবে তার, হৃদয় গঠন।
শুভক্ষণে তার সহ, হইল ঘটন॥
তাহারে পাইলে আর, কিছুই না চাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥
হেরিলে তাহার মুখ, দুঃখ পরিহরি।
শুনিলে তাহার নাম, আনন্দে শিহরি॥
প্রেম-অনুরাগী নাম, বিখ্যাত নগরে।
সতত সাঁতার দেয়, সজ্জন-সাগরে॥
নয়ননীরজে তার, মাধুর্য্যের বাসা।
মানস সে রস পানে, সদা করে আশা॥

না ভাঙ্গে পিপাসা তার, সদা বলে খাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥
যাহার অন্তর শাদা, জিনিয়া জীবন।
সকলে সমান ভাব, সদা শুদ্ধ মন॥
হৃদয়ে শোভয়ে যার, দয়া-হেম-হার।
পর দুঃখে অশ্রু-মুক্ত, চক্ষে অনিবার॥
পরের সুখেতে যার, সুখী হয় মন।
তাহারে মিলয়ে এই, বান্ধব রতন॥
অন্তরে আনন্দ যেন, নন্দের বাধাই।
মধুর-বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই॥

ভারতভূমির দুর্দ্দশা।

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয়॥
রিপুরূপে বিজাতীয়, রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে, আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল, মোহ আর ভ্রমে॥

ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা কুসুম কলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ, ফল যাহে পায়॥
বেদ বিধি রসভার, অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া?
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মানা, দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়?
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়!
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদরভাজন॥
প্রসন্নতা প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে॥

প্রদীপের দীপ্তি রূপ, প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর, প্রমদা-প্রমোদে॥
প্রত্যয় প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে, আগুনের কণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয়, যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন, সরোবর-নীর॥
লোলিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে, বাসনা বাতাস॥
পরদারা পরধনে, হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা চন্দ্রিমা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা, কাতর করায়॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ॥

গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু, নিবারিত নহে।
সোণার ভারতভূমি, ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম, গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত, কমল আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে, হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব॥
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু, যে হয় উদ্যোগ।
বালির-সেতুর প্রায়, সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষে ধনাভাবে, হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁচোপাজি॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে, ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারী॥

পিতা পৌত্তলিক, পুত্র একেশ্বরবাদী ।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সর্ব্বধর্ম্মবাদী ॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের, হয়েছে কেমন ।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন ॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা, খৃষ্টিয়ানগণে ।
কোকিল দোষেনি যেন, কাকের-বরণে ॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি, হলো ছারখার ।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর ॥
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয় ।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয় ॥

কবিতা ও কবি ।

পান করি কবিতার, সুরস মধুর ।
শোক তাপ যত আছে, সব হর দূর ॥
কবিতা অমৃত ফলে, যে না নিলে তার ।
অধিক কি কব ধিক্, বৃথা জন্ম তার ॥
হও তুমি সুপণ্ডিত, বিদ্যার সাগর ।
গদ্য লিখে বাধ্য করি, হও প্রিয়বর ॥
কবিতার প্রতি যদি, প্রেম নাহি ধর ।
কবির কবিতা গুণ, ব্যাখ্যা নাহি কর ॥

কি রস নীরস তুমি, বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে, গুণির নিকট?
কবিতার প্রেমে যদি, না হও প্রেমিক।
কোথা তব রসবোধ, কিসের রসিক?
কাকের ডাকের ন্যায়, কর্কশ কুভাষ।
তাহে তুমি কত গুণ, করিবে প্রকাশ?
ভাব রস প্রেম আছে, কোথায় তোমার?
কার বলে কর তুমি, পুস্তক প্রচার?
কবিগণ মহাজন, নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজি পাটা, শুধু আপনার॥
তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লোয়ে, যা করিতে পারো॥
ধেরো হোয়ে হেরো হোলে, মুখে বল জিৎ।
জানিতে না পার কিছু, কারে বলে হিত॥
যদি জানি নানা রূপ, নিধির নিধান।
সাগরের লোণা জল, তবে করি পান॥
সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি, করিনে যতন॥
'কবিতা' অমৃতসিন্ধু, ভাব যার ঢেউ।
এ সাগরে প্রেম জল, নাহি খায় কেউ॥
মনের এ খেদ কারে, করিব প্রকাশ?
হায় হায়! এই দুঃখ, কে করিবে নাশ?

কেহ আর নাহি চায়, মধুর সুরস।
কাটেতে কামড় মেরে, গানী করে যশ॥
মিছা বাক্ আড়ম্বর, নাহি জ্ঞান বল।
কার বলে বল করে, কি আছে সম্বল ?
কবির মনের মাঝে, অক্ষয় ভাণ্ডার।
কিছুতেই কোন কালে, ক্ষয় নাই তার॥
সাগরেতে যত ঢেউ, হতেছে উদ্ভব।
কবির ভাবের কাছে, তারা পরাভব॥
এক যায় আর হয়, ক্রমেই উদয়।
নিয়ত লহরী খেলে, বিশ্রাম না হয়॥
সীমার ভিতরে আছে, সমুদ্রের নীর।
এ সাগরে কত জল, কিছু নাহি স্থির॥
সে সাগর শুখাইয়া, কত দ্বীপ হয়।
এ সাগর কোন কালে, শুখাবার নয়॥
সে সাগরে জর ভাঁটা, হ্রাস বৃদ্ধি ভাই।
ইথে নাই জর ভাঁটা, সমান সদাই॥
কূল নাই, সীমা নাই, তুফান না হয়।
নিরমল নিরাকার, নীরাকার নয়॥
সাগরে ডুবিলে পরে, প্রাণে মরে জীব।
এ সাগরে যদি ডোবে, জীব হয় শিব॥
সে সাগর ধরিয়াছে, নাম রত্নাকর।
এ সাগর ভোগ, মোক্ষ, ধনের আকর॥

ঈশ্বরের এই সৃষ্টি, নাম যার ভূত।
কবি যাহা সৃষ্টি করে, সে ভূত অদ্ভুত॥
জগতের এক ভাব, দেখ চরাচরে।
অভাবে স্বভাবে কবি, কত ভাব ধরে॥
কতকেলে এই সৃষ্টি, অতি পুরাতন।
কবি সব সৃষ্টি করে, নূতন নূতন॥
সেই সৃষ্টি অনাসৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ভাই।
কবি তাহা সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে যা নাই॥
"রূপক" কি অপরূপ, আভাসে আভাসে।
স্বভাব প্রকাশে কত, স্বভাব প্রকাশে॥
নগ, নদ, সরোবর, সাগর, কানন।
রূপকে করিছে কবি, সবার বর্ণন॥
ঈশ্বরের সকল, সৃষ্টির বিপরীতে।
কবি পারে কবিতায়, রচনা করিতে॥
কে বুঝিবে কবির, মনের যত আঁচ?
গাচেরে মানুষ করে, মানুষেরে গাচ॥
কত ভাবে ভাব তার, কতদিকে ছুটে।
সকলি করিতে পারে, মনে যাহা উঠে॥
"কবিরেব প্রজাপতিঃ" শাস্ত্রে এই কয়।
তুলনায় রবি, কবি, সমরূপ হয়॥
প্রকাশে করিছে রবি, জগৎ প্রকাশ।
বিভার বিভাসে হয়, তিমির বিনাশ॥

ভাব, ভাষা, রস, প্রেম, প্রভাব প্রচুর।
মনের তিমির কবি, করিতেছে দূর॥
বিভু করিলেন সৃষ্টি, ছয় রূপ রস।
তার মাঝে এক রস, পাইয়াছে যশ॥
কবি কৃত রস নয়, মন্দ কিছু নয়।
নয়রূপ গুণে করে, প্রমোদিত নয়॥
রচনা করিবে কবি, যখন যে রস।
সরসে তখন হবে, সে রসের যশ॥
গীত, পদ আদি করি, কবিতা যে সব।
তুল নাই মূল নাই, অতুল বিভব॥
শিব, বিধি, মনু, ব্যাস; শুক, পরাশর।
বশিষ্ঠ, বাল্মীকি আদি, কত কবিবর॥
প্রণিপাত করি আমি, তাঁদের চরণে।
গুরু বোলে সম্বোধন, প্রতি জনে জনে॥
এ সব কবির গুণ, কর কর মনে।
তাহাদের কৃত শাস্ত্র, আনহ যতনে॥
ফলেছে কি সুধাফল, কবিরূপ গাছে!
এমন মধুর আর, জগতে কি আছে?
উপদেশ করিতেছে, সকলের শিব।
কে বলে মরেছে তারা? সবাই সজীব॥
সকলের কিছু নয়, সমান স্বভাব।
যাহার যেমন ভাব, তার তাই লাভ॥

কবির করুণা রসে, প্রবোধ উদয়।
হইয়া জীবন মুক্ত, জীব শিব হয়॥
এমন কবিতা প্রেমে, মুগ্ধ যেই নয়।
ভয়ানক পশু বোলে, তারে করি ভয়॥
হায় হায় বিধাতার, ভ্রম দেখি হেন।
ল্যাজ আর লোম তার, দেন নাই কেন?
কবিতা কমল ফুলে, অলি নয় যারা।
জনপদে জনমাঝে, কেন থাকে তারা?
মানুষের খাদ্য যত, তারা কেন পায়?
বনে গিয়া পাতা, ঘাস, কেন নাহি খায়?
বিধি কিছু না করিল, পশুদের ক্ষতি।
যত কিছু রাগ তাঁর, মানুষের প্রতি॥
খায় পরে সমুদয়, নরের মতন।
পশুবৎ চলে বলে, করে আচরণ॥
গীত শুনে প্রেমাকুল, পশুকুল যত।
নরপশু যারা তারা, সেই প্রেমহত॥
কাযে কাযে ভয় করি, পশুদের চেয়ে।
কাননে ঘুরুক গিয়া, পাতা ঘাস খেয়ে॥
মিছে কেন করি আর, লেখনী ধারণ।
ফল নাই সে কথার, করি আন্দোলন॥
সহজে মানব দেহ, সুলভ তো নয়।
মানুষের সার সেই, পণ্ডিত যে হয়॥

পণ্ডিতের সার সেই, কবি হয় যেই ।
দৈবশক্তি আছে যার, মহাকবি সেই ॥
ভাবুক প্রেমিক হও, যুবক সকলে ।
মধুকর হোয়ে বোসো, কবিতা কমলে ॥
সুখে খাও মধুরস, লও তার গুণ ।
হোয়ে প্রীত গাও গীত, করি গুণ গুণ ॥
হৃদয়ে উদয় কর, অনুরাগ রবি ।
কবিতার ভাব লও, নিজে হও কবি ॥
গদ্য হয়, পদ্য হয়, যাহা লয় মনে ।
পরম প্রবন্ধ লেখ, বিশেষ যতনে ॥
আপনি লিখিতে শেখ, পার যে প্রকারে ।
লেখাও শেখাও সবে, সাধ্য অনুসারে ॥
হাতে লেখা, মুখে বলা, দুই যেন চলে ।
সমাজে বিখ্যাত হও, বক্তৃতার বলে ॥
চালনায় নাহি রবে, আর কোন দুঃখ ।
যত তুমি জ্ঞান পাবে, তত হবে সুখ ॥

গান।

"নবিদ্যা সংগীত পর" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন, আর কিছু নয়॥
কত রাগে কত রাগ, রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে কোরে দেয়, মানস মোহিত॥
সময়ে যদ্যপি শুন, সুললীত গীত।
কদম্ব কুসুম অনু, তনু পুলকিত॥
গায়ক যদ্যপি গায়, মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন, টলায় শরীর॥
না করি ভোজন পান, যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে, ঢুকে যায় সুধা॥
বীণা, বেণু আদি যত, সুমধুর স্বর।
সুরবে নীরবে থাকে, কোকিল ভ্রমর॥
সরাগে উঠিল তান, সুধাময় রবে।
কাননের পশু, পাখী, প্রেমাকুল সবে॥
রাগের সুরাগে রাগে, বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে, সাধু হয় নাগ॥
যদ্যপি শুনিতে পায়, সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে, শিশু পাতে কাণ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয়, পুলকিত মনে।
ফুটিতে না পারে কিছু, মুখের বচনে॥

পশু পাখী সাপ আদি, প্রাণী বহুতর।
সকলেরি সমভাবে, সরস অন্তর॥
মানবে বুঝিতে নারে, সে ভাব প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে, নিজ নিজ ভাব॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা, কে বুঝে সে ভাব?
সে ভাব ভাবিলে হয়, স্বভাবে অভাব॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই, সংগীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হোলো, কত শত নর॥
শুন শুন শুন জীব, যদি চাও হিত।
প্রীতচিত হোয়ে গাও, ব্রহ্মের সংগীত॥
যদি না গাহিতে পার, শুন সাধু-পদ।
প্রেম রস বুঝে হও, ভাবে গদ গদ॥
ঈশ্বরের গুণ গান, সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে, জুড়াইবে কাণ॥
ভাবের ভাবুক হোয়ে, রস কর পান।
মুক্তির সোপান এ যে, মুক্তির সোপান॥
অরসিক যে জন সে, কি বুঝিবে সার?
এ যে গান, গান নয়, জ্ঞানের আধার॥

যৌবন।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে নাহি মিলে,
কালকূট কালের কৌতুক॥
জিনিয়া সুমন্ত মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যার।
খরতর কর ভরে, হৃদয় রাজীববরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার॥
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টল টল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়,
রস খায় মন মধুকর॥
নৃত্য নবরঙ্গ রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য করে পশিয়া নীরজে।
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকশিত হাস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে॥
কখন করুণা রসে, নয়ন নীরদ রসে,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা॥

কখন ঘৃণার বশে, বিকল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষ।
ভাল বাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভাল বাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
হুতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপ প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।
শ্রান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অন্যরূপ ভাব-পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে-ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অস্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দবিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন॥

সতীত্ব।

রমণীর হস্তে শোভে, মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তায়, জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি, পাত্র ভেদে হয়।
প্রখর তপন মত, নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম, সুখদ শ্রবণে।
সুললীত সমুদিত, এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা, প্রদীপধারিণী।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনী॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে, রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপথে ধৈর্য্য ঘৃত, ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে, দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল, না হবে কখন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ, অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে, শমন স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর, রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, নাম মনোলোভা॥
তদন্তর মনোহর, আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার, স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত, এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে, নিয়ত উদয়॥

দৃষ্টিরূপ কামানে, বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে, তটস্থ হোয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল, কুল, ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গ মাঝে, কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান, অধিকার যাঁর।
প্রতিকূল জনে মনে, কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী সরোবরে, সতীত্ব সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই, অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি মতি মধু, সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর, গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে, পূরিল দিগ্ দশ।
লজ্জার লাবণ্যরসে, ভাসে তামরস॥
নিশি দিশি করুণা, নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার, সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর, সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা, করে ঢল ঢল॥
রতিকান্ত দুরন্ত, হেমন্ত কুস্থময়।
সতীত্ব স্বরূপ, পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর, বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরূহে, বিনাশি বিপক্ষ॥

রজনীতে ভাগিরথী।

আহা মরি তরঙ্গিণী, কিবে শোভা ধরেছে।
রজতরঞ্জিত শাটী, অঙ্গবেড়ি পোরেছে॥
শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল, কর দান করিছে॥
তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোনো বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হোয়েছে॥
হাস্যবশে সুবদন, ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর, নিথর শিহরিছে॥
দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া, নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু, হৃদে লাজ বাসিছে॥

সেতার।(১)

কোথায় সেতার তার, কোথায় সে তার?
কোথায় সে তার কথা, কি কহিব আর?

---

(১) মৃত বাবু গিরিশচন্দ্র দেবের সহিত কবির বিশেষ মিত্রতা ছিল। গিরিশ বাবু সেতার বাদ্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কবি, তাঁহার মৃত্যুতে ইহা রচনা করেন।

সেতার অনেক আছে, সে তারতো নাই।
সেতার বাদক বিনা, সে তার কি পাই?
সেতার সে তার ছিল, তারে তারে তার।
এখন সে তার লাগে, কেবল বেতার॥
তারে দিব তারে হাত, যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত, গাব তারে নারে॥
সঙ্গীত পলায় ছুটে, না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায়, প্রকাশিয়া রাগ॥
মানের কে রাখে মান, অভিমানে মরে।
তানা নানা স্বরে তান্, তা না না. না করে॥
ভূমে প্োড়ে কাঁদে ঢোল, কে আর বাজায়?
কড়া হোয়ে কড়া তার, সকল বা যায়॥
দউড় দউড় দেয়, যুক্ত নয় সাজে।
হায়রে সে সাজ আর, এখন কি সাজে?
তবে যে ঢোলের শব্দ, স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র, সে কেবল বাজে॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি, হইতেছে মাটি।
তাল হোয়ে তালছাড়া, সার হোলো আঁটি॥
বেহালা বেহাল হোয়ে, ঘেটাটিপে কষা।
ভন্ ভন্ স্বরে তায়, রাগ ভাঁজে মশা॥
তান্‌পূরা আছে মাত্র, তান্ পূরা নাই।
খরচ কে সাধে আর, খরচ না পাই॥

সোয়ারি সোয়ার ছাড়া, মরে অভিমানে।
এমন কে আছে ফের, ফের্ দেয় কাণে?
জোয়ারির যোগে আর, নাহি ক্ষরে মধু।
কাট বোয়ে কাট্ হোয়ে, ফেটে যায় কভু॥

ঝড়।

ঝন্ ঝন্, সন্ সন্, সমীরণ হাঁকিছে।
গুড় গুড়্, হুড় হুড়্, ঘনকুল ডাকিছে॥
চপলার, স্বর্ণহার, আকাশেতে উড়িছে।
দ্বিজ সব, কলরব, ফুলবনে ঘুরিছে॥
হতবল, তরুদল, ধরাতল লুঠিছে।
দলচয়, স্থির নয়, বায়ুবেগে ছুটিছে॥
ছেড়ে পথ, শূন্য রথ, ধূলিচয় চড়িছে।
দুম্ দাম্, অবিশ্রাম, দ্বারে দ্বার পড়িছে॥
একি ধূলি, যেন তুলি, পুনরায় আঁকিছে।
রেণু ধূম, কুম কুম, থাকে থাকে থাকিছে॥
অকস্মাৎ, বজ্রপাত, দাঁতে দাঁত লাগিছে।
ঝন্ ঝন্, করে রণ, যেন তোপ দাগিছে॥
পড়ে জল, অবিকল, মুক্তাফল ঝরিছে।
তড় তড়্, তড় বড়্, কিবে রব করিছে॥

সুখাকুল, ভেককুল, ঘোরনাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রম, পরাক্রম, বরষার বাড়িছে॥
একেবারে, এক ধারে, বজ্রবাড় ঝাড়িছে।
নীরদের, মস্তকের, চূড়া ভাঙ্গি পাড়িছে॥
হলো বৃষ্টি, গেল রিষ্টি, যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের, পালকের, মহিমা প্রকাশিছে॥
কবিদের, হৃদয়ের, দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের, দেখি ফের, রচনায় মেতেছে॥

ঝড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা।

গুরু গুরু গরজিত, ঘন ঘন ঘন কলা,
হরষিত চাতক রেখা।
চমকিত চঞ্চলা, চক মক চিকি মিকি,
ধিকি ধিকি কিবে দেই দেখা॥
বিহরিত শিখিকুল, শিহরিত সুখ সহ,
ধরা লোটাইয়া জল মাখে।
বিবিধ বিহঙ্গম, ভ্রমতি দিগন্তর,
তরুদলে কেহ দেহ রাখে॥
সুমৃদুল সমীরণ, প্রবহতি সুমধুর,
নৃত্যতি পল্লব ঝাড়ে।
প্রখর কিরণধর, দিনকর বৃষকেতু,
লুকায়িত জলধর আড়ে॥

চরাচর সুশীতল, নিহত নিদাঘ তথি,
নহি নহি সন্তাপ জ্বালা।
হেলয়তি তরুকুল, জলকণা খেলয়তি,
শোভে যেন মৌক্তিক মালা॥

ফুল।

একাবলী ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল কুসুম কলি॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল, রসেতে ঢলি॥
জাননা ত্বরিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন্ করিবে চরণ তল॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ প্রায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর॥
প্রভাত শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান॥

সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান ॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জাল ॥

ভাগ্য।

ভাগ্যরূপ চারুতরু হোলে ফলবান।
সুফল সম্ভোগে নর, হয় বলবান ॥
শরীর সদনে সদা, সুখের প্রবেশ।
প্রতিকূল অনুকূল, দ্বেষহীন দেশ ॥
সমুদয় প্রিয় হয়, নাহি লয় দোষ।
সদা শুদ্ধ থাকে রুদ্ধ, কুবেরের কোষ ॥
কুকর্ম্ম কলাপ কভু, কেহ নাহি ধরে।
দিগ্‌দশ হোয়ে বশ, যশ গান করে ॥
কিন্তু হয় যে সময়, ভাগ্যের অভাব।
তখনি অমনি তার, আর এক ভাব ॥
অনুরাগ আপনি, প্রকাশ করে রাগ।
বিরাগে বিলুপ্ত হয়, সুরাগ পরাগ ॥
পরিজন প্রিয়জন, নাহি করে হিত।
একেবারে হোয়ে উঠে, সব বিপরীত ॥

কোনরূপে নাহি হয়, ভাল প্রণিধান।
আপনি বিনাশ করে, আপনার প্রাণ॥
পাঁকেতে পতিত হোলে, মহাবল করী।
ছাড়ে ভেক ভীমরব, উপহাস করি॥
সময়ে সকলি হয়, অসম্ভব কিবা।
সময়েতে শিব হয়, শঠরাজ শিবা॥
কেতুযুক্ত গ্রাসভুক্ত, অতি ভয়ঙ্কর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, অঙ্গ থর থর॥
হরি হরি নিজস্থান, করিলে প্রয়াণ।
পুচ্ছ তুলে কুচ্ছ গায়, গুনীর সন্তান॥
সরোবরে সুশোভিত, কোমল কমল।
মনোহর সুখকর, স্বভাব অমল॥
জগতের দীপ্তিদাতা, রবি ছবি ধরে।
প্রভাতে প্রভাতে তারে, প্রকটিত করে॥
কিন্তু দেখ কমলিনী, ছাড়া হোলে দল।
হরি লয় শোভা হরি, শুষ্ক করি দল॥
হুতাশনে প্রিয়তম, সখা সমীরণ।
প্রবল অনলে হয়, বৃদ্ধির কারণ॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ধরে সেই বায়ু।
আলিঙ্গনে শেষ করে, প্রদীপের আয়ু॥
চক্রকারী চক্রধারী, প্রভু ভগবান।
ব্যাধের বাণের ঘায়, হারালেন প্রাণ॥

ভাগ্যহীনে বুদ্ধিহীন, বৃদ্ধ হয় শিশু।
পেরেকের খোঁচা খেয়ে, মরিলেন "ঈশু"॥
সকলের জ্ঞানদাতা, সিদ্ধ যাঁর বাক্।
কাটে চুল বেঁধে ডুবে, মোলো সেই ডাক॥
যে জনার যে সময়, সুসময় হয়।
সুখ আসি নিজে লয়, তাহার আশ্রয়॥
অভাব না থাকে কিছু, বাড়ে যশ মান।
সবদিকে হোয়ে উঠে, সবার প্রধান॥
বিকসিত হোলে ফুল, অলিকুল যত।
গুণ গুণ করি তার, গুণ গায় কত॥
মধুহীন হোলে পরে, নাহি আসে আর।
নূতন কুসুমে করে, প্রণয় প্রচার॥
সময়ের দোষে সব, বিপরীত ঘটে।
কালে ধর্ম্ম একপদ, বটে কিনা বটে॥

মানুষ সে নয়।

দেখিতেছি কত জন্তু, নরের আকার।
ভূতের ভবনে আসি, করিছে বিহার॥
বটে সব অবয়ব, মানবের মত।
মানবের অঙ্গ বটে, রঙ্গ তায় কত॥

আছে বটে দুই পদ, আছে দুই হাত।
নাসিকা অধর আছে, আছে বটে দাঁত॥
চোকে দেখে কাণে শুনে, মুখে কথা কয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
মানুষ কাহারে কই, গুণ কই তার?
রূপ দেখে নাহি হয়, গুণের বিচার॥
বাহিরের ভাব দেখে, ভাবেতে গলিয়া।
কেমনে জানিব তারে, মানুষ বলিয়া?
তুমি বল আমি বলি, মানুষ সে বটে।
ফলে যদি গুণ তার, নাহি থাকে ঘটে॥
সে যদি এ অবনীর, অধিপতি হয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
নাকটিপে বেঁকে বেঁকে, চলে ধীরে ধীরে।
এদিক ওদিক দেখে, চায় ফিরে ফিরে॥
নয়নের দৃষ্টি বাঁকা, গালভরা হাসি।
দাঁতের আগায় কথা, থুক্ থুক্ কাশি॥
ইচ্ছামত সম্বোধন, বাপু বাছা রবে।
সে যদি মানব হবে, দানব কে তবে?
দিতেছে মানুষ বোলে, নিজ পরিচয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
অবিরত ঘুরিতেছে, চোড়ে আশা রথে।
এক বলে, আর করে, চলে আন পথে॥

ভুলায় ভবের মন, বহু কথা কোয়ে।
ধরিতেছে বহুরূপ, বহুরূপী হোয়ে॥
ষাঁড় সাজে, ভাঁড় সাজে, সাজে গুরু চেলা।
আড়ালে সাজিয়া ভূত, মারে কত ঢেলা॥
এক ভাবে ভাব যার, স্থির নাহি রয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
পাঁচের বাজারে এসে, না চিনিল পাঁচে (১)।
পাঁচের অতীত (২) কেবা, মনে নাহি আঁচে॥
ভিতরে বাহিরে পাঁচ, পাঁচে পাঁচে দশ (৩)।
মানুষ মানুষ হয়, পাঁচ করি বশ॥
পৃথক পাঁচের গুণে, পাঁচেরে চালায়।
সাত পাঁচ (৪) করি করি, পাঁচে (৫) পাঁচ পায়॥
একাদশে (৬) রেখে বশে, না শাসিল ছয় (৭)।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
কেবল কামনা করে, আপনার হিত।
নাহি ভাবে জগতের, বিশেষ বিহিত॥

---

(১) পাঁচ—পঞ্চভূত।
(২) পাঁচের অতীত—পরমেশ্বর।
(৩) দশ—দশেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ।
(৪) সাতপাচ—দিন গণনা।
(৫) পাঁচে পাঁচ পায়—পঞ্চভূতে পঞ্চভূতের লয়।
(৬) একাদশ—মন।
(৭) ছয় রিপু।

আপনার সুখ বিনা, কিছু নাহি জানে।
আপনি আপন দেখে, থাকে নিজ মানে॥
আপনি বাড়ায় মুখে, আপনার মান।
কত মান করে তার, নাহি পরিমাণ॥
ভ্রমে পোড়ে অভিমানে, না করিল জয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
একবার মনে মনে, না হয় সরল।
কেবল করিছে পান, গরিমা গরল॥
বদনে অমৃত ক্ষরে, কত মিষ্ট বলে।
পেটে তার বিষভরা, কত ছলে ছলে॥
ত্বকের ভিতরে টক্, ঠকের প্রধান।
দেখিতে ধার্ম্মিক অতি, বকের সমান॥
নাহি বুঝে সার মর্ম্ম, নাহি ধর্ম্ম ভয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
না চিনিল আপনারে, না চিনিল পরে (১)।
না ভাবিল আত্মভাব, ঘরে আর পরে॥
ঘরের (২) ভিতরে ঘর, ভোগ করে পরে।
সে পর আপন কি না, চিন্তা নাহি করে॥
সে পর আপন হোলে, পর কেহ নয়।
তারে যদি পর ভাবে, পর সমুদয়॥

---

(১) পর—পরমেশ্বর।

(২) ঘরের ভিতর ঘর—দেহের ভিতর হৃদয়।

মহাধন পরমায়ু, বৃথা করে ক্ষয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥
নিয়ত নিদ্রিত আছে, সকল চেতন (১)।
দিনে রেতে একবার, না হয় চেতন॥
সকলেরি নিশা (২) কাল, নাহি দেখে দিবা (৩)।
রজনীর (৪) অন্ধকারে, দৃশ্য হবে কিবা॥
জাগালে না জাগে কভু, জাগালে না জাগে (৫)।
সতত রাগিয়া আছে, রাগালে না রাগে (৬)॥
পরমেশ প্রেমে মন, না করিল লয়।
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥

কৃপণ।

কৃপণ আপন ধনে, আপনি বঞ্চিৎ।
মনে মনে ভাবে ধন, হইল সঞ্চিৎ॥
সুখের ঘটনা তায়, না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন সমাজে হয়, সদাই লাঞ্ছিৎ॥

---

(১) চেতন—মানুষ।
(২) নিশা—মায়া। এ শব্দ অভিধানিক নহে।
(৩) দিবা—জ্ঞান। এ শব্দ আভিধানিক নহে।
(৪) রজনীর অন্ধকার—মায়ার প্রভাব।
(৫) জাগরণ—অন্তর্যাগ। এ শব্দ আভিধানিক নহে।
(৬) রাগ—অনুরাগ।

সঞ্চয় করিয়া মনে, নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার, নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে, বিষয় বিভব।
নিলে নিলে নিলে চোর, গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা, করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি, করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা, দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন, কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে, রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নাই, মরে পেটকেঁপে॥
সকালো সকালো করি, কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান, সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি, প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে, ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে, এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে, খুক্ খুক্ কাশ॥
ইঁদুর নড়িলে পরে, মনে পায় ডর।
তখনি উঠিয়া করে, এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দারা আর, কৃপণের ধন।
কখনো না হয় কারো, ভোগের কারণ॥
কৃপণের বিশেষ কি, কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম, অভিধানে কয়॥

কৃপণ আপন দোষে, নীচ হোয়ে রয়।
দারা, পুত্র, পরিবার, কেহ তার নয়॥
সকলেই ঘৃণা করে, পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার, কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে, মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে, সুখে রব আমি॥
"এয়োৎ" ঘুচুক্ ঘোচে, খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁখা খাড়ু, বোয়ে মরি হাতে॥
হয়, হয়, হোলো, হোলো, নিরামিষ খেতে।
রই, বই, রব, রব, জল খেয়ে রেতে॥
সবে, সবে, একাদশী, মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে, বাঁচিনেকো আর॥
বাছাদের পেটপূরে, খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছেমত ভাল মন্দ, দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত, সময় সময়।
দেবতা ব্রাহ্মণে দেব, যখন যা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে, ইচ্ছে হয় যারে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ, করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই, অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব, বাবা যদি মরে॥
বিধাতার বিড়ম্বনা, কারে বলি "বাপ্"।
হায় হায় কত দিনে, মরিবে এ পাপ্॥

কত পাপ করিয়াছি, সীমা তার নাই।
কৃপণের সন্তান, হয়েছি আমি তাই॥
ভিখারী আইলে দ্বারে, মেনে যায় হারি।
এক মুটো চাল তারে, দিতে নাহি পারি॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে, যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাপ দিয়ে যায়, ফকীর সন্ন্যাসী॥
কেহ যদি কিছু চায়, পাই তায় দুঃখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু, হোয়ে অধোমুখ॥
ভাল খাই, ভাল পরি, আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয়, কৃপণের ধনে॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই, আধপেটা ছাই।
নিমন্ত্রণ হোলে পরে, ভাল কোরে খাই॥
এক দিন খাওয়াইব, মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে, রাম রাম হরি॥
জননী দুঃখিনী অতি, কিছু নাই হাত।
সততই শিরেতে, করেন করাঘাত॥
"ওমা কালী দিব ডালি, অনুকূলা হও।
আমার বাপেরে তুমি, শীঘ্র লও লও॥"
কৃপণ-কাহিনী কথা, এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে, প্রিয় কারো নয়॥
নাম শুনে সকলেই, উপহাস করে।
পথে দেখে ঠারেঠোরে, হাসে পরস্পরে॥

প্রাতে উঠে কেহ তার, নাহি করে নাম।
যদি করে জিব কেটে, বলে রাম রাম॥
নাম নিলে সে দিনেতে, অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে, উপবাসে রয়॥
হাঁড়ী ফাটে কতরূপ, বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনারে" মনে কর, বটে কি না বটে॥
উপমার হেতু শুধু, দেখাই জনেক।
এমন মহাত্মা ধনী, আছেন অনেক॥
প্রভাতে যাহার মুখ, দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম, কেহ নাহি লয়॥
কি কব অধিক আর, কি কব অধিক?
ধিক্ ধিক্ কৃপণের, ধনে প্রাণে ধিক্॥
উপার্জ্জন করে করি, শরীর পতন।
বক্ষে করি রক্ষা করে, যক্ষের মতন॥
আপনি পড়েছে রোগে, রোগ ভোগে ছেলে।
প্রতীকার করে বৈদ্য, কিছু টাকা পেলে॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ, সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে, মনে নাই ভয়॥
ঔষধ পাঁচন খেলে, উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকাবেনা, কড়ি চায় পাছে॥
এইমত কৃপণের, নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে, মরে তার, যত পরিবার॥

কৃপণের নিদানেতে, দেখে ঘোর দায়।
বাঁচিবার হেতু যদি, টাকা কেহ চায়।
মাথায় চাপড় মেরে, কহে 'হায় হায়!
বেঁচে তবে সুখ কিবা, টাকা যদি যায়?'
স্বজন সকলে তারে, গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে, হরিবোল হরি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার, কাণের ভিতরে॥
পরকাল ভুলে গিয়া, নিজ ভাব ধরে।
"টাকা টাকা, কোথা টাকা" এই জপ করে॥
লোকে বলে 'হরিনাম, জপ একবার।'
সে বলে 'অনেক টাকা, রয়েছে আমার॥'
লোকে বলে 'কর কর, গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি, রাখ সব ধন॥'
লোকে বলে 'অধিক, অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্টদেব, পূজা কর তাঁর॥'
সে বলে 'থাকুন গুরু, মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে, গায়ে এসে জ্বর॥
ধনের কাঙ্গাল আমি, কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে, ভাবিতেছি তাই॥'
কৃপণের গুণ সব, করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হোন্, কৃপণ এখন॥

কৃপণের মনে হয়, কেমনে আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে, জানেন গোবিন্দ॥
আত্মারে বঞ্চনা করি, যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম, আর কেহ নয়॥
নর নয় থাকে বটে, নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী, বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা, সে পথে না হাঁটে।
অপরে করিলে দান, তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা, রক্ষা নাই আর।
নিয়তই মন তার, ব্যাজার ব্যাজার॥
কাঁচু মাচু মুখখানি, যেন কত দীন।
তখুনি তখনি হয়, অমনি মলিন॥
ভাবে মনে চিরকাল, শরীর রহিবে।
জানেনাকো এক দিন, মরিতে হইবে॥
ধন রবে, আমি রব, জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হোলে, এমন কি হয়?
করি ধন আহরণ, নানা দেশ ঢুঁড়ে।
নীচুভাগে পুঁতে রাখে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে॥
মাটি খোঁড়া নহে সেটা, টাকা পোঁতা নয়।
পাপ ভোগ করিবার, সোপান সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটি খুঁড়ে, ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার, পথ করিতেছে॥

আত্মসুখ রোধ করি, যে করে সঞ্চার।
বলদের মত শুধু, বোয়ে মরে ভার॥
চিরদিন হোয়ে রয়, দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন, হইলে নিধন?
ধনের না করি ভোগ, ধনবান হয়।
আমার সম্পদ এই, মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয়, সে ধন তাহার।
আমি কেন বলিনাকো, সকলি আমার?
নদী, নদ, সাগর, পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় রয়েছে, আমার হস্তগত॥
ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ, কিছু নাই তায়।
কৃপণের ধন তাই, পরধন প্রায়॥
ধননাশ হোলে পরে, সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ, দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন, শুন প্রিয়জন।
হয়োনা কৃপণ কেহ, হয়োনা কৃপণ॥
সতত করিবে যত্নে, ধনের সঞ্চয়।
সে সঞ্চয় যেন নাহি, অতিশয় হয়॥
অতিশয় সঞ্চয়েতে, অতিশয় দোষ।
অন্ধ হোয়ে মরে মাচি, পুষে "মধুকোষ"॥
অধিক সঞ্চয় করি, না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে পড়ে, যদি যায় প্রাণ॥

মনে মনে ভেবে দেখ, কি হবে তখন।
তুমি কার? কে তোমার? কার সেই ধন?
একেবারে ব্যয় করি, হয়োনা অধন।
পরিমিত ব্যয় কর, সম্ভব যেমন॥
পরিমিত হোলে হিত, সব দিকে হয়।
কিছু নয় কিছু নয়, ভাল কিছু নয়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে, যত জন আসে।
সরোবর জলদান, করে অনায়াসে॥
যত দেয় তত বাড়ে, নাহি পায় ক্ষয়।
অর্জ্জিত ধনের দানে, ধন রক্ষা হয়॥
অহঙ্কাররহিত জ্ঞান, জ্ঞান বলি তারে।
কত লোক এ জ্ঞানের, জ্ঞানী হোতে পারে॥
ক্ষমাশীল শূর যেই, সেই শূর শূর।
ভূতলে এমন শূর, দেখিনে প্রচুর॥
হাজারের মাঝে যদি, একজন পাই।
সাধু সাধু সাধু তারে, সাধু বলি ভাই॥
দানেতে নিযুক্ত ধন, ধন বলি তারে।
এমত দুর্ল্লভ ধন, কোথা এ সংসারে?
যেখানে এরূপ হয়, কর্ম্মের ব্যভার।
সাধু সাধু সেই স্থান, ধর্ম্মের আগার॥
বিদ্যালয়, ছায়া-ছত্র, আর জলাশয়।
ঔষধ-আলয় আর, অতিথি-আলয়॥

স্থান বিবেচনা করি, সুপথ প্রদান।
নদ নদী বিশেষেতে, সেতুর নির্ম্মাণ॥
এ প্রকার উপকার, কব আর কত।
সাধারণ-হিতকর, কার্য্য আছে যত॥
এসব নির্ব্বাহ হেতু, উদার হইয়া।
যিনি দেন মূলধন, স্থাপিত করিয়া॥
তাঁহাকে "নরেশ" বলি, নরের প্রধান।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে, নাহি দয়াবান।
প্রিয়বাক্যে দান করা, সেই দান দান।
শতগুণে বাড়ে তায়, দাতার সম্মান॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে, করি কিছু দান।
কুবচনে গ্রহীতার, করে অপমান॥
ভস্মেতে আহুতি দান, যেমন বিফল।
অবিকল সেইরূপ, সে দানের ফল॥
অতএব ভাই সব, করি প্রণিধান।
যথাক্রমে দেহযাত্রা, কর সমাধান॥

ভারতের অবস্থা।

শুখায়ে সিন্ধুর জল, হইয়াছে দ্বীপ।
নিবিয়াছে একেবারে, হিন্দুর প্রদীপ॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, বিভু বিশ্বসার।
ভারতের বন্ধু যদি, হন পুনর্ব্বার॥

হিন্দুর সুখের আর, ভাবনা কি ভবে?
ছিল সিন্ধু, হোলো বিন্দু, পুন সিন্ধু হবে॥
দীনবন্ধু বলে হিন্দু, যদি সিন্ধু হয়।
সহজে হইবে তবে, ইন্দুর উদয়॥
হিন্দুর কপালক্রমে, সুখ-দিনকর।
হোয়েছিল এককালে, অতি খরতর॥
কালেতে এখন আর, নাহি সেই দিন।
দিনকর হীনকর, দিন দিন দিন॥
প্রাপ্ত হোয়ে ঈশ্বরের, কৃপামেঘ-জল।
হোয়েছিল ভাগ্যনদ, প্রচুর প্রবল॥
সুখঢেউ আনন্দ-অনিলে অবিরত।
দ্রুতবেগে নেচে নেচে, ছুটেছিল কত॥
অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম, পেয়ে নিজ কাল।
কালক্রমে এককালে, হইয়াছে কাল॥
এখন হিন্দুর সেই, ভাগ্যরূপ নদ।
একেবারে শুখায়েছে, হারায়েছে পদ॥
কাল পেয়ে ফুটেছিল, কুসুমের কলি।
উঠেছিল গন্ধ তার, ছুটেছিল অলি॥
এখন শুখায়ে দল, ঝরিয়াছে সব।
নাহি গন্ধ মকরন্দ, নাহি ভৃঙ্গ-রব॥
জাগ জাগ জাগ সব, ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হোয়ে, ঘুমাও না আর॥

তোল, তোল, তোল মুখ, খোলরে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত, কররে মোচন॥
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনো তোমার এত, সাধ কেন ঘুমে?
রাত্রি আর কিছু নাই, হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার, কুয়াশার ঘোর॥
তিমিরে রবির ছবি, আছে আচ্ছাদন।
তুষার উষার শোভা, কোরেছে হরণ॥
ঈষৎ দিনের দীপ্তি, রক্তবৎ রেখা।
এখনি মেলিলে আঁখি, স্থির যাবে দেখা॥
কুআশার এ কুআশা, কত আর রবে?
প্রভাকর প্রকাশেতে, সব দূর হবে॥
ঈশ্বর প্রতাপ সিংহ, স্বভাবেই হরি।
তার কাছে কোথা আছে, কুজ ঝটিকা করী?
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়।
আর না রহিবে তবে, কুআশার ভয়॥
একেবারে হবে তার, ভারতের ভালো।
দশদিকে দীপ্ত হবে, কুশলের আলো॥

প্রণয়।

প্রণয় পরমনিধি, প্রেমিকের ধন।
অঞ্জনবিহীন যথা, মানসরঞ্জন॥
কেহ বলে মনোময়, প্রণয়-উদ্যান।
সুখেতে বেষ্টিত অতি, মনোহর স্থান॥
অনুরাগ সমীরণ, বহে প্রতিক্ষণ।
আনন্দ-সৌরভে হয়, আমোদিত মন॥
কেহ বলে প্রেমনদী, অকূল পাথার।
কার সাধ্য হয় পার, কে দেয় সাঁতার?
কেহ কহে প্রতারণা, প্রণয়ের পথে।
প্রবেশিলে যাতনা, ঘটায় বিধিমতে॥
অধোমুখে কেহ বলে, এই বড় খেদ।
যথায় প্রণয় ভাই, তথায় বিচ্ছেদ॥
অনুরাগ সহযোগে, কেহ কেহ বলে।
কলঙ্ক কণ্টক কেন, প্রণয় কমলে?
এইরূপে বহু লোকে, বহুরূপ ভাষে।
প্রেমিক রসিক তাহে, খল খল হাসে॥
প্রকাশিত প্রেম-শশী, হৃদয় আকাশে।
মানস চকোর নাচে, সুধা অভিলাষে॥
সদাশয় যথা রয়, কভু নয় একা।
প্রণয়ে সথার সঙ্গে, সদা হয় দেখা॥

আকর্ষণে দুই মনে, এমন মিলন।
যেমন যুবতী করে, পতি আলিঙ্গন॥
সদানন্দে থাকে মত্ত, প্রেম অনুরাগে।
সখারে সর্ব্বদা দেখে, নয়নের আগে॥
বিচ্ছেদ করিয়া খেদ, থাকে অতি দূরে।
আনন্দ উৎসব সদা, মানসের পুরে॥
আধুনিক অপ্রেমিক, অরসিক যারা।
কিরূপ প্রণয় সুখ, ভেবে হয় সারা॥
কি কহিব তাহাদের, ভাবের লক্ষণ।
কেহ বলে কটু তিক্ত, কেহ কষায়ণ॥
ভাগ্যগুণে যে পেয়েছে, প্রেম আস্বাদন।
সেই বিনা কে জানিবে, প্রণয় কেমন?

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি, দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ, সিংহাসনবাসী॥
সর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগে, সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব, পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন, করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন, কোথা কুঞ্জবন॥

কোথা কদম্বের তরু, কোথা বংশী বট্।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা, কালিন্দীর তট্॥
কোথায় এখন সেই, মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
কদম্ব কুসুম অনু, তনু অনুরাগে।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব, ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি, যমুনার পার?
সম্পদ হইল সব, বিপদ আমার॥
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, কাছে কাছে রাখি।
আবা, আবা, ধবলী, ধবলী, বোলে ডাকি॥
ধিরি ধিরি ফিরি গিরি, গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে, পাছু পাছু ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা, নাচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
কত দিন বিনোদ, বিরল বনে যাই।
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম, মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে, সাধের ধবলী॥
দিতেম সুখের সহ, মুখের অদন।
নাচিয়া খাইত কত, নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ, নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি, হইলাম হারা!

ব্রজের রাখাল আমি, রাখালের দাস।
কোন্ কার্য্যে কোন্ রাজ্যে, ভ্রমে করি বাস?
কোথায় প্রাণের ভাই, শ্রীদাম শুবল।
ক্ষুধায় সুধায় বনে, দেয় অন্ন জল॥
হারে রেরে রব শুনে, হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে, মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব, সরস অন্তরে।
দিবা নিশি সুখে ভাসি, রস-রত্নাকরে॥
ভুলিতে কি পারি কভু, ব্রজের রাখিলি।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী ধবলী॥
বিষাদে বিদরে বুক্, খেদে প্রাণ কাঁদে।
কোথা মম প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারু চূড়া, নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম, লেখা আছে যাতে॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে, সদা হোয়ে বাঁধা।
বোয়েছি মস্তকে সুখে, শ্রীনন্দের বাধা॥
যার মানে শরীরে, মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী, ভিখারী সন্ন্যাসী॥
পদে লিখে কৃষ্ণ নাম, কোরেছি কোটালি।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব, গোপিকার সহ॥

বাজাইয়া বাঁশী হাসি, আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য রস রাসলীলা, রস আলাপনে॥
কোথা রাসময়ী রাধা, রসিকা রমণী।
মনসী মহিষী শশী, মম শিরোমণি॥
কোথায় বিসখা বৃন্দা, কোথা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী।

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট।

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে, শুষ্ক সমুদয়॥
জলহীন মীন সম, যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি, হারায় জীবন॥
তৃষায় হইয়া কৃশা, যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি তার, বাঁচিবার আশা॥
পণ্ডিতের মনে মনে, বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে, শাস্ত্রের আলাপ॥
বিদ্যা সব লোপ হয়, চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায়, ধ্বনিমাত্র সার॥
অপমান, অনাদর, প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি, সমাদর করে॥

ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ, দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মজে বেদ, মিছে খেদ করি॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে, করে না প্রবেশ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে, তর্কের বিচারে।
ন্যায় হোয়ে ন্যায়ছাড়া, থাকিতে কি পারে?
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র, সে তন্ত্র কে জানে?
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হোলে, তন্ত্র কেবা মানে?
কাব্যের অধীন হোয়ে, কাব্য হয় গত।
অলঙ্কার হইয়াছে, অলঙ্কারহত॥
ভারতে না রহে আর, ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি, করে উপহাস॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে, সবাই অচল।
নাহি মন গীতায়, কি আয় পাবে ফল?
কেমনে দেখিবে পথ, দৃষ্টি আছে কার?
একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, দেখেনা চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব, গরল খাইয়া॥
দেবাচার-মদে মত্ত, দেশাচার হরে।
কটুভরা কালকূট, সুধা জ্ঞান করে॥

ভারতের ভাগ্যবিপ্লব।

জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি,
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হোয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার বোয়ে?
পূর্ব্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্বরীতি নীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত॥
দেশের দারুণ দুঃখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসিছাঁদে,
শোক অশ্রু করে বরিষণ॥
কি ছিল কি হলো আহা, আর কি হইবে তাহা?
ভারতের ভবভরা যশ।
ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ বৃষ্টি,
সর্ব্বাধারে সঞ্চারিবে রস॥
ভাবভূপ-প্রিয়ারাণী, বাণীর প্রকৃত বাণী,
মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা।
সচেতন হোয়ে পুনঃ, গাইবে বিভুর গুণ,
রসনায় নিত্য করি বাসা॥

সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
মানুষের মন-সরোবরে।
প্রমোদে প্রফুল্লকায়, সুখ শতদল তায়,
ফুটিবেক জ্ঞানসূর্য্য-করে॥
সুরব সৌরভ হোয়ে, দশদিকে যশ লোয়ে,
প্রকাশিবে শুভ সমাচার।
স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে, ভারতের জরা দেহে,
করিবেন শোভার সঞ্চার॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তি জল হবে বরিষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্ব্বার, পূর্ব্ব সুখ সহকার,
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন॥
প্রবীণা নবীনা হোয়ে, সন্তান সমূহ লোয়ে,
কোলে করি করিবে পালন।
সুধাসম স্তন পানে, জননীর মুখ পানে,
একদৃষ্টে করিব ঈক্ষণ॥
এরূপ স্বপন মত, কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে, প্রসূতির হাহারবে,
সুত সবে করে হাহাকার॥

ষষ্ঠ খণ্ড।

হাফ আকড়াই।

গীত।

মহড়া।

কি ভাবেতে যেতে বল, সাঙ্গ হওয়া দায়।
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণ না ধৈর্য্য ধরে,
রাইগো, সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায়।

অন্তরা।

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অনুকূল, যত গোকুলে গোকুল;
গোপী গোপকুল, হল হল প্রতিকূল।

চিতেন।

ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে,
একি কথা শুনি রাধে,
শুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়,
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পদে।
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব, শ্রীকৃষ্ণের দাসী হব,
শ্রীকৃষ্ণ পাব এই যমুনায়।

—০—

গীত।

অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।
যার চিন্তামণি-চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্যাম, গুণধাম, তব নাম করি সার।
ভক্তি ভবজলধি জলে হয় পার॥
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন,
তব তত্ত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার,
তবে কেন ঘটিল এমন?
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয়!
এ কেমন ধর্ম্ম তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময়!
কি কব মাধব, যে তব ব্যবহার।
যার কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ,
কৃষ্ণহে তার কি দশা এমনি হয়?
কংসের দাসী হে ছিলাম আমি হরি,
দিয়ে রাঙ্গা পদে স্থান, রাখিলে দুঃখিনীর মান,
আমি নারী চিন্তে নারি।
কুরূপা কুৎসিতা আগে ছিলাম আমি শ্যাম,
পরে সুন্দরী করি, আমায় শ্রীহরি,
রাখিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিমা অনুপাম,
বিশ্বজয়ী তুমি ঐ তোমা বই নাহি জানি শ্যাম॥

———o———

গীত।

নব নীল নীরধর কলেবর,
আহা মরে যাই।
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই।
আহা মরি কিরূপ লাবণ্য,
চারু কলেবরে, ভুবন আলো করে,
ভাব ভঙ্গিভরে, হরে চৈতন্য।
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে,
ঝলকে ঝলকে ও কাল কায়।
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়?
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ ঐ,
প্রেম-পবনে করি ভর,
উঠেছে জলধর, ধর গো ধর,
মানস চাতক উড়ে যায়।
এ ভাবের বল অভিপ্রায়।
সখি ঐ মেঘে হল জল,
দাঁড়াবার নাহি স্থল, বলগো বল,
বৃন্দে কি করি উপায়?
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়!

গীত।

কও কে তুমি হে নবীন জটাধারী ?
মনোহর, কলেবর,
নটবর যোগীবর,
চাহ চকিতে চঞ্চল চারুচক্ষে,
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে,
কহ কি দুঃখে,
হলে তুমি ভিক্ষারী ?
শিরে ভাল জটাজাল,
ফণীফাল, শশীভাল,
দিয়ে তাল, বাজে গাল,
শ্রীরাধা বলে,
এ কি ভাব দেখালে ?
আবার শিঙ্গেতে, গান বলে কিশোরী !

গীত।

অতি সরল বাঁশের
মোহন বাঁশরী আমার।
এ রবে কে রবে?
যাতে ব্রহ্মাদি দেবগণে সবে,
হয় উচাটন।
সাধে কি মন ভোলে গোপিকার?
ব্রহ্মার সৃজন,
আমার এই মোহন, বাঁশরী।
আমি ক্ষীরদে পেয়েছি,
শুন ও সহচরি!
এত অন্য, সামান্য
বাঁশের বাঁশী নয়—
বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে,
সর্ব্বদা নাম ধরে শ্রীরাধার॥

গীত।

—::—

স্বভাবে অভাব সব,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের কি ভাব।
ঋতু বসন্ত আগমনে,
বৃন্দাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব!
একি প্রমাদ হল,
কিসে বাঁচে জীবন ?
মরে সব গোপগোপীগণ।
রাধার নয়ন নীরধর,
দেখ ঐ নিরন্তর,
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে—
তৃষিত চাতকী সম, হইল মানস মম,
জুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমবারি বরিষণে—
আবার কুহুরব বজ্র হানে পিকবর।
মনের বিষাদে, কাঁদে শ্রীরাধে,
কোথা বিপদে দয়াময়!

গীত।

—ঃঃ—

আমার এই মনোরথে,
আজ এসহে বিভু বিশ্বসার।
ষড়চক্র বিবেক হয়,
জ্ঞান শ্রদ্ধা দ্বয়,
রজ্জু তার।
আছে বাসনা সারথী,
তুমি হয়ে রথী,
রথে, আমার মানস পথে,
চল সহস্রার।
তুমি আনন্দ-আলোক,
বালক-পালক,
হরি, এ দীন বালকে
বিষয়-বারি কর পার॥

——০——

(সমাপ্ত।)